পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 126 Monday, 7 April, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১২৬ সংখ্যা ❋ ২৪ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার, ৭ এপ্রিল, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দেশবাসীকে রামনবমীর শুভেচ্ছা মোদি-মমতা-রাহুলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ রামনবমী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে একই সঙ্গে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখারও আর্জি জানিয়েছেন মমতা। রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, সকলকে রামনবমীর শুভেচ্ছা। আমাদের সকল পদক্ষেপে প্রভু রামের আশীর্বাদ সঙ্গে থাক। আজ তামিলনাড়ুর মণ্ডপম শহর থেকে রামেশ্বরম দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত দেশের প্রথম ' রেল সেতু পামবানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এই রেল সেতু দেশের প্রথম ভার্টিকাল লিফট রেল ব্রিজ, যা প্রয়োজনে নিজেই নিজেকে তুলতে পারে আকাশে যাতে বিশাল জাহাজ সমুদ্রপথে নির্বিঘ্নে পার হতে পারে। এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে সে কথাও লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোশাল মিডিয়ায় রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেস নেতার বার্তা, সকলকে রামনবমীর শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উসব সকলের জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি নিয়ে আসুক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রামনমবীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে একই সঙ্গে বঙ্গবাসীর কাছে অশান্তি এ।ায়ে চলার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, সকলকে রামনবমীর শুভেচ্ছা। সকলের কাছে আমার আবেদন, শান্তি, সম্প্রীতি এবং উন্নতির ধারা বজায় রাখুন। আমি চাই সবাই সাফল্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমী পালন করুক।

৩ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বিরাট বরাদ্দ কেন্দ্রের, বঞ্চিত বাংলা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ বিপর্যয় মোকাবিলার নামে ফের নির্বাচন-মুখী বিহারকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া ও বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগে বিদ্ধ কেন্দ্র। সম্প্রতি দেশের তিনটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ১২৮০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অথচ ফি বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাকে বঞ্চিতই রাখল অমিত শাহর মন্ত্রক। চলতি বছরের শেষে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। যে ১২৮০ টাকা অনুমোদন হয়েছে, তার মধ্যে বিহারের জন্যই আছে ৫৮৮.৭৩ কোটি। যা মোট অনুমোদনের ৪৬ শতাংশ। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে হওয়ার কথা তামিলনা। ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির নির্বাচন। তাদের জন্যও বরাদ্দ করা হয়েছে যথাক্রমে ৫২২.৩৪ কোটি ও ৩৩.০৬ কোটি টাকা। কংগ্রেসশাসিত হিমাচলপ্রদেশের কপালে জুটেছে ১৩৬.২২ কোটি টাকা। অথচ আয়লা, যশ, দানা-সহ প্রতিবছর নানা ঘূর্ণিঝড়, বন্যায় বিধ্বস্ত বাংলার জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র। এর পিছনেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার গন্ধ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। অবশ্য বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ একেবারেই নতুন কিছু নয়। একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিপর্যয় মোকাবিলা সব মিলিয়ে রাজ্যের এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে অভিযোগ বাংলার সরকারের। এর একটা বড় অংশ বিপর্যয় মোকাবিলা খাতে প্রাপ্য। অথচ বাংলাকে বাদ দিয়ে বরাদ্দ করা হল চার রাজ্যের জন্য।

বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তা চাকরিহারাদের

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি গিয়েছে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর সেটডিয়ামে বৈঠক রয়েছে চাকরিহারা প্রার্থীদের। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়েরও। রবিবার শহিদ মিনারের পাদদেশে জমায়েত শুরু করেছেন চাকরিহারা প্রার্থীরা। সেখান থেকেই তাঁদের বার্তা, চাকরিতে পুনর্বহাল না করা হলে বৃহত্তর আঃেদালনে নামবেন তাঁরা। অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে পথে নামলেন আদালতের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও তাঁদের পরিবার। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্যদের ফের চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে, না হলে তাদের সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিতে হবে। শনিবার সন্ধ্যায় বাঁকু।ার নতুনচটি কৃষি বাজার এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। বাঁকুড়া জেলায় চাকরি হারিয়েছেন হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে চাকরিহারাদের পরিবার। তাঁদের বক্তব্য দোষ কাদের, সেটা বিচার করার সময় বা মানসিক অবস্থা আর নেই। সমাজে অপমান, হেনস্থা, আর্থিক অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে। অনিতা দত্ত, পারমিতা চঃদ, তুষার গরাই ও প্রতিমা কুন্ডু-সহ অনেকে জানান, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ছেলে-মেয়েরা চোর অপবাদে মাথা তুলে থাকতে পারছেন না। তাঁরা চান, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দোষী ও নির্দোষদের বাছাই করে যোগ্যদের সম্মান সহকারে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। না হলে তাঁদের সপরিবারে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক।

সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রকে ছাপিয়ে রাজ্যের জিএসটি সংগ্রহ বাড়ল ১১ শতাংশের বেশি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ রাজ্যের জিএসটি সংগ্রহের হার বেড়েছে অনেকটা। চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রের চেয়েও বেশি রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রামনবমীতে সেই সুখবর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যে জিএসটি আদায় হয়েছে আগেরবারের চেয়ে ১১.৪৩ শতাংশ বেশি, যা কেন্দ্রের চেয়ে অতিরিক্ত ২ শতাংশ। এর জন্য তিনি অর্থদপ্তরের সকলকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন সোশাল মিডিয়ায় রাজ্যের রাজস্ব আদায় নিয়ে সুখবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪৮০৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় হয়েছে জিএসটি বাবদ, যা কেন্দ্রের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। কেন্দ্রের জিএসটি আদায়ের হার ৯.৪৪ শতাংশ। এটা একেবারেই রাজ্য সরকারের সাফল্য বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন বাবদ অতিরিক্ত ৬০ হাজার টাকা আদায় সচল বাজারকেই ইঙ্গিত করে। কেন্দ্রের তরফে বকেয়া অর্থের একটা বড় অংশই দেওয়া হয় না। পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক বৃদ্ধিতে কেন্দ্রের থেকে

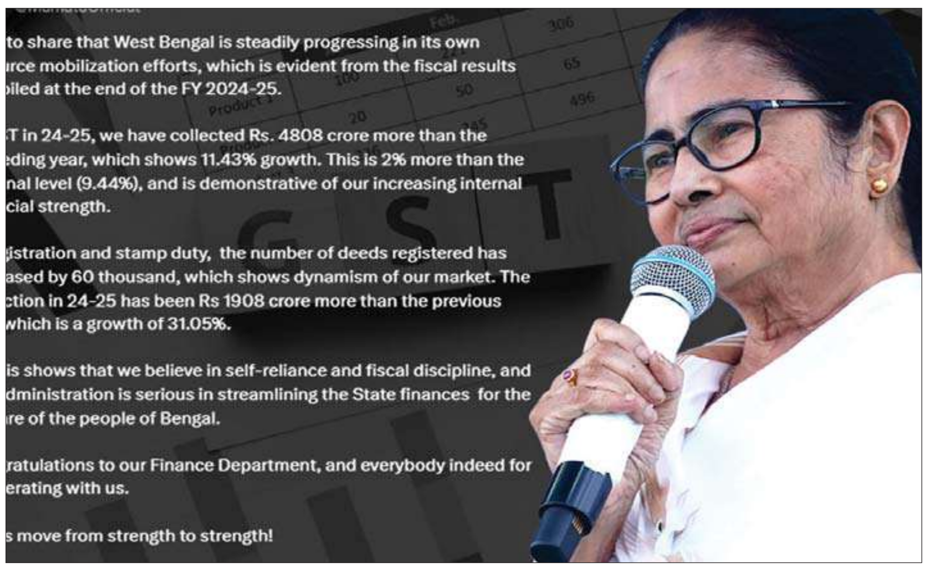

আর এ থেকেই স্পষ্ট, নানা বাধা সত্ত্বেও বাংলার আর্থিক বৃদ্ধি অব্যাহত, এমনই জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। নানা সামাজিক প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার প্রচুর অর্থ খরচ করে। শাসক শিবির বারবার অভিযোগ তোলে, তাই নানা সামাজিক প্রকল্প চালু রেখে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয় বলে দাবি শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেই অভিযোগ করেন। এসব ' সত্ত্বেও জিএসটি আদায়-সহ রাজস্ব খাতে সরকারের আয়ের এগিয়ে বাংলা। আত্মনির্ভরতাই রাজ্যের এই সাফল্য বলে সোশাল মিডিয়ায় উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অর্থদপ্তরের প্রত্যেক কর্মী, আধিকারিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এহেন সাফল্যের জন্য।

রামনবমীর শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ রামনবমী উদযাপনে শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে তৎপর রাজভবনও। রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রামনবমী উপলক্ষ্যে সেখানে ২৪ ঘণ্টার একটি পিস রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যবাসীকে রামনবমী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রবিবার রাজ্যপাল বলেছেন, আমি নিশ্চিত ভগবান রাম, সরকার কর্তৃক পাস হওয়া যে কোনও বিলের প্রতি যত্নবান হবেন, যা মানুষের উপকার করে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমবঙ্গে রাম নবমী উদযাপন সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজভবন এই রাম নবমী শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত আইন প্রয়োগকারী বিভাগের সঙ্গে নিরন্তর সমন্বয় করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত বাংলায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। রাজ্যে শান্তিপূর্ণ রাম নবমী নিশ্চিত করার জন্য আমি জনগণ, সমস্ত রাজনৈতিক দল, সরকার এবং অন্যান্য সকল অংশীদারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

বিজেপির মতো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না তৃণমূল ঃ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির মতো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রামনবমীর দিক হুগলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমরা বিজেপির মতো ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করি না। আমরা হনুমানজি, রামজির মতো সকল দেবতাদের পূজা করি। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, তারা 'আসল' হিন্দুদের ভোট পাযনি, তারা 'ভুয়ো' হিন্দুদের ভোট পায়। ভগবান রাম হিংসা পছন্দ করেন না, কিন্তু তারা (বিজেপি) এতে জড়িত, এবং তাই তারা অযোধ্যায় হেরে গেছে।

ভেজাল ওষুধের শিকড় উপড়ে ফেলতে নয়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ ভেজাল ওষুধের শিকড় উপড়ে ফেলতে ইতিমধ্যে নির্দেশিকা প্রকাশ করছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম এই তথ্য জানিয়েছেন। জাল ওষুধের কারবার রুখতে সব সরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টোরকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। পরীক্ষার পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নিগম জানিয়েছেন। এদিনই রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসার এবং স্বাস্থ্য সচিব গোটা অবস্থা নিয়ে মুখ্য সচিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, যেসব ওষুধ হাসপাতালে নিয়মিত দরকার হয়, প্রতি বছর তার তালিকা তৈরি হয়। এরমধ্যে কিছু ওষুধ যেমন অস্ত্রোপচার করতে দরকার, আবার জ্বর সর্দি থেকে হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক প্রতিরোধ ওষুধ মজুত রাখতে হয়। স্বাস্থ্য ভবনের এক কর্তার কথায়, প্রায.১ হাজার ৭০০ ওষুধ পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে রোগ-ব্যাধি কমাতে দরকার হয়। আবার বিরল এবং অতি বিরল রোগের জন্য প্রায় ৩০০ বিভিন্ন গ্রুপের ওষুধ, ইনজেকশন আছে। তবে এই ওষুধ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে সংগ্রহ করতে হয়। স্বাস্থ্য ভবনের ওই আধিকারিক জানান, মেডিক্যাল কলেজ অথবা হাসপতালের সিনিয়র রেসড্যান্ট অথবা সহকারী অধ্যাপক চিকিৎসকরা ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। জানানো হয়েছে, প্রতিটি ওষুধ অথবা ইনজেকশন ব্যবহারের আগে ব্যাচ নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে। দিনের শেষে তা হাসপতালের উপাধ্যক্ষ (মেডিক্যাল)কে পাঠাতে হবে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সব তথ্য জেলা ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিক অথবা জেলাশাসককে পাঠাতে হবে। ভেজাল ওষুধ চিহ্নিত করতে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে। উল্লেখ্য, হুগলি, বর্ধমান ও পরে কলকাতায়-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে সন্দেহভাজন ওষুধ ধরা পড়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র তথা

রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর। এখনও পর্যন্ত ৩০০টি ওষুধ ' ওষুধ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, প্রেসারের ওষুধ (টেলমা এএম), ডায়াবেটিস, ইনহেলার, ইনজেকশন-সহ বহুল ব্যবহৃত সব ওষুধ। সন্দেহভাজন ওষুধ কিনে সাধারণ মানুষ যাতে প্রতারিত না হন সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়া বা ডিসিজিআই-এর তরফে কিউআর কোড পাঠানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যভবনকে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও ওষুধ দোকানে এলে তার বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে ওষুধ বিক্রেতাকে। মিলিয়ে দেখতে হবে কিউআর কোড স্ক্যানে যে ৩০০টি নকল ওষুধ চিহ্নিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই ওষুধগুলির যদি মিল থাকে তবে তা নকল বলে ধরে নিতে হবে। গ্রাহকরাও যাতে সতর্ক হন তাই দোকানেও ঝুলিয়ে রাখতে হবে এই কোড। কেন্দ্রের নির্দেশ মতো এবার সমস্ত ওষুধের দোকানে ও হোলসেলারদের গুদামে এই কিউ আর কোড সাঁটানোর নির্দেশ দিতে চলেছে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল। যাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা সব পক্ষই যাচাই করে নিতে পারেন ওষুধ। এবার ভেজাল ওষুধের শিকড় উপড়ে ফেলতে নয়া নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য দপ্তর।

চাকরিহারাদের সমাবেশে বিকল্প বার্তা মমতার, ভেস্তে দিতে ষড়যন্ত্র, শঙ্কিত কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ সুপ্রিম কোর্টের কলমের খোঁচায় চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার! তাঁদের ভবিষ্যত কী? সেই রূপরেখা ঠিক করতেই আজ সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিচ্যুতদের সমাবেশে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই সমাবেশেও বিরোধীদের উসকানিতে অশান্তি ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে! এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রকাশ করেন কুণাল। তাঁর কথায়, চাকরিহারাদের সংকটজনক মুহূর্তে বিকল্পপথ খোঁজার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৭ সেপ্টেম্বর চাকরিহারাদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। দয়া করে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দিচ্ছেন, তা শুনুন। আমাদের কাছে একাধিক সূত্রে খবর আসছে,কালকের সভায় বিরোধী দলের একাংশের মদতে পরিকল্পিতভাবে প্ররোচনা দিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করা হতে পারে। তাঁর আরও সংযোজন, যে বিরোধী দলগুলি চাকরি খাওয়ার রাজনীতি করে, তাঁরা চায় না বিকল্প পথ খোঁজা হোক। চায় না সমস্যার সমাধান হোক। বিরোধী চক্রান্তকারীরা চায় না মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা সবার কাছে পৌঁছে যাক। কুণাল আরও জানান, একাধিক সূত্র মারফত আমাদের কাছে খবর এসেছে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে, বিভ্রান্ত করে ওখানে কিছু কিছু লোক ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গেটে গণ্ডগোল করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ছোট ছোট গ্রুপ করে লোক ঢোকানো হবে যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা কেউ শুনতে না পান। পরিশেষে তাঁর অনুরোধ, সিপিএম, বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না। ওঁরা আপনাদের সমস্যার জট খুলতে আসবে না। আচমকাই ভবিষ্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তার মোকাবিলা কীভাবে হবে, সেই আলোচনা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে আগামী ৭ তারিখ সমাবেশের আয়োজন করেছেন সদ্য চাকরিহারা ২৬ হাজার শিক্ষক। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নিয়েও কর্মহীনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আগামী তিন মাসের মধ্যে নতুন করে নিয়োগ হবে। এই দুঃসময়ে যাতে কেউ ভেঙে না পড়েন, সেই মানবিক সমর্থন জানাতেই তাঁর ওই সমাবেশে যোগদান। মনে করা হচ্ছে, ওইদিন পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখাও ঠিক করবেন চাকরিহারারা। মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগকে ভেস্তে দিতেই বিরোধীরা অক্সফোর্ডের অনুষ্ঠানের মতোই এখানেও গণ্ডগোল করার চেষ্টা করতে পারে বলে মনে করছে তৃণমূল।

আদালতের মধ্যেই লাঠালাঠি দুই আইনজীবীর!

ঝাঁসি, ৬ এপ্রিল ঃ নিয়ম বলে, আইন হাতে তুলে নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইনজীবীরা নিজেই বেমালুম ভুলে গেলেন সেকথা! ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে লাঠি-চেয়ার নিয়ে মারপিট করে কার্যত ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দিলেন আইনজীবীর দল। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠা আদালত চত্বরের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাঁসির এক আদালতে। আচমকাই ঝগড়া বেঁধে যায় দুজন আইনজীবীর মধ্যে। ঠিক কী নিয়ে সমস্যা? প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, এক ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর করানোর জন্য সিটি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হন এক আইনজীবী। জামিনের আইনি প্রক্রিয়া চলছিল, সেই সময়ে ওই ঘরে আরেকজন আইনজীবী। যার জামিনের আবেদন বিচারাধীন ছিল, তাকে নিয়ে শুরু হয় টানাটানি। দুই আইনজীবীরই দাবি, ওই ব্যক্তি নাকি তাঁরই মক্কেল। দুপক্ষের ঝগড়া ক্রমে হাতাহাতিতে পৌঁছয়। সেখানেই শেষ নয়, লাঠি নিয়ে একে অপরের দিকে তেড়ে যান দুই আইনজীবী।

খ্রিস্টানদের জমি দখলের পথে আরএসএস! বিস্ফোরক মন্তব্য করে বিজেপির রোষে রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ বিল পাশ করানোর পর এবার খ্রিস্টানদের জমি দখলের পথে হাঁটছে আরএসএস! বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন রাহুল গান্ধী। এবার কংগ্রেস সাংসদকে পাল্টা দিল গেরুয়া শিবির। কেরল বিজেপির প্রেসিডেন্ট রাজীব চন্দ্রশেখরের তোপ, কর্নাটকে কংগ্রেস নেতারা জমি কেড়ে নেয়। ওয়াকফও এতদিন তাই করত। সম্প্রতি সংসদের দুই কক্ষে পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী আইন। তারপরেই এক্স হ্যান্ডেলে সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট তুলে ধরেছেন রাহুল গান্ধী। যেখানে আরএসএসের মুখপত্রের তরফে ক্যাথলিক চার্চের অধীনে থাকা জমি সংক্রান্ত বিশদ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ' ভারতের ক্যাথলিক চার্চের অধীনে রয়েছে ৭ কোটি হেক্টর অর্থাৎ ১৭.২৯ কোটি একর জমি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা।' এই প্রতিবেদন তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল লিখেছেন, ' আগেই জানিয়েছিলাম ওয়াকফ বিল সরাসরি দেশের মুসলিমদের উপর আঘাত হানছে। এবং ভবিষ্যতে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে নিশানায় নেওয়ার পথ পরিষ্কার করছে। মুসলিমদের পর এবার আরএসএস খ্রিস্টানদের দিকে নজর দিয়েছে।' এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করার পরের দিনই রাহুলকে তুলোধোনা করেছে গেরুয়া শিবির। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজীব লেখেন, ' এবং ভারতের বিরোধী রাহুল গান্ধীকে আমি একটা কথা বলতে চাই, নিজের স্বার্থে রাজনীতি করার আগে সংবিধানটা ভালো করে পড়ুন। জমির মালিকানা থাকাটা কোনও অপরাধ নয়। রেল, সেনা-সকলের কাছেই প্রচুর জমি রয়েছে। কিন্তু কর্নাটকের কংগ্রেস নেতারা এবং ওয়াকফ বোর্ড যেভাবে জমি হাতিয়ে নেয়, সেটা ভুল। মানুষকে মিথ্যে বলা, ভুল বোঝানো, যারা ভোট দিয়েছে তাদের বঞ্চিত করা-এগুলোও ভুল। কিন্তু রাহুল গান্ধী আর কংগ্রেস এটাই করে।' রাহুলের মন্তব্যে একমত হয়েছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তাঁকেও একহাত নিয়েছেন রাজীব। জোটসঙ্গীকে তুষ্ট করতে ঝাঁপিয়ে প।ছেন বিজয়ন, এমন বাক্যবাণ ছুড়েছেন রাজীব।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে ভোটাভুটি, ঠাঁই বাংলা থেকে মীনাক্ষীর

মাদুরাই, ৬ এপ্রিল ঃ কার্যত নজিরবিহীন ঘটনা সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিবাদের জেরে পরিস্থিতি গড়াল ভোটাভুটি পর্যন্ত। তবে বাংলা থেকে সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিশেষ মতানৈক্য তৈরি হয়নি। রাজ্য থেকে নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মাদুরাইয়ের পার্টি কংগ্রেসের জন্য গঠিত প্রেসিডিয়ামে জায়গা পেয়েছিলেন মীনাক্ষী। সাধারণত এই প্রেসিডিয়ামে তাঁরাই জায়গা পান, যাঁদের দল আগামী দিনে নেতৃত্বের উপরের সারিতে তুলে আনতে চায়। মীনাক্ষী প্রেসিডিয়ামে জায়গা পাওয়ার পরই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে চলেছেন। সেই জল্পনাতেই সিলমোহর। মীনাক্ষী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পেলেন গণতান্ত্রিক

মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক কননীকা ঘোষ, হুগলির জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, পূর্ব বর্ধমানের জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, দার্জিলিংয়ের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। বয়সের কারণে এবারে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ পড়লেন সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব ও রেখা গোস্বামী। আগে বাংলার ১৩ জন সদস্য ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এবার ৩ জন বাদ পড়লেন এবং নতুন করে পাঁচজন কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকে পড়লেন। সব মিলিয়ে ৮৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে বাংলার সদস্য বেড়ে দাঁড়াল ১৫। পলাশ দাস, কল্লোল মজুমদার, তাপস সিনহা, জামির মোল্লারা দৌড়ে থাকলেও তাঁরা শেষমেশ কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকতে পারলেন না। এদিকে কার্যত নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন নিয়ে ভোটাভুটি করাতে হল। মহারাষ্ট্রের সিটুর সভাপতি বি এল কারাডের অন্তর্ভুক্তির দাবিতে ভোটাভুটি হয়েছে। শেষমেশ অবশ্য কারাড কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢুকতে পারেননি।

সীতারাম ইয়েচুরির উত্তরসূরি হচ্ছেন এম এ বেবি, উপেক্ষিত বাংলা

মাদুরাই, ৬ এপ্রিল ঃ দলের ভরসা সেই কেরল। উপেক্ষিত হতে হল বাংলাকে। বিষেয়টা হচ্ছে, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে সীতারাম ইয়েচুরির উত্তরসূরী হতে চলেছেন কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ এম এ বেবি। দলের শীর্ষপদ দখলের লড়াইয়ে বেবি ছাড়াও বৃন্ট কারাট, মহম্মদ সেলিমদের নাম শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষমেশ কেরল লবির উপর ভরসা রেখে তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয় বেবির উপর আস্থা রাখল পার্টি। সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণের পর থেকেই সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের পদটি ফাঁকা ছিল। এতদিন প্রকাশ কারাট কাজ চালাচ্ছিলেন পলিটব্যুরোর সমন্বয়ক হিসাবে। পার্টি কংগ্রেস থেকে পূর্ব ঘোষণা মতোই নতুন সাধারণ সম্পাদক বেছে নিতে চলেছে লালপার্টি। কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য এম এ বেবি। তবে বেবির ক্ষেত্রে বাধা তাঁর পরিচিতি। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তিনি বিশেষ পরিচিত নন। সেই সঙ্গে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই

বিজয়ন বেবিকে কতখানি মেনে নেবেন তা নিয়ে পার্টির অন্দরে সংশয় রয়েছে। কারণ একটা সময় তিনি বিজয়নের বিরোধী শিবিরের লোক বলে পরিচিত ছিলেন। তবে সেভাবে বিকল্প মুখ না থাকায় বেবিকেই সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বাছার সিদ্ধান্ত নিল পার্টি। এদিকে সূত্রের খবর, বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে রেখে দেওয়া হচ্ছে পলিটব্যুরোতে। পলিটব্যুরোতে বাংলা থেকে জায়গা পাচ্ছেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। এর বাইরে রাজস্থানের সাংসদ আমরা রাম, তামিলনাড়ুর ইউ বাসুকি, মরিয়ম ধাওলেরা পলিটব্যুরোতয়ে ঠাঁই পেলেন। দিল্লির অরুণ কুমার, ও কৃষক নেতা বিজু কৃষ্ণ। ত্রিপুরা থেকে মানিক সরকারের বদলে পলিটব্যুরোতে এলেন দলের রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। পলিটব্যুরোর আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে প্রকাশ কারাট, মানিক সরকার ও বৃন্দা কারাটকে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কারা থাকবেন, সেটা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে।

রাম নবমী একটি জনপ্রিয় হিন্দু উৎসব

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃরাম নবমী ভগবান রামচন্দ্রের জন্মদিন হিসেবে উদযাপিত হয়। এই দিন ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। তাই ভক্তরা যথাযথ রীতিনীতি মেনে ভগবান রামচন্দ্রের পুজো করেন।অযোধ্যার রাজা দশরথ ও রানী কৌশল্যার সন্তান রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত রাম নবমী হিন্দুদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।রামচন্দ্র বিষ্ণুর সপ্তম অবতার, ভগবান বিষ্ণুর মানবীয় রূপে প্রাচীনতম অবতার।রাম নবমী পবিত্র দিন। শুক্ল পক্ষের নবম দিনে পড়ে। হিন্দু পঞ্জিকায় চৈত্র মাসের নবম দিন।অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র তাঁর অশেষ গুণাবলির জন্য ভগবান রামচন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। রামচন্দ্র কে স্মরণ করে রাম নবমী পালন করা হয়।তবে এই দিনে হনুমানের ও পূজা করা হয়। কারণ তিনি ভগবান রামচন্দ্রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁর পূজা করলে ভগবান রামচন্দ্র খুশি হন। এই কারণে রাম নবমীর দিন মানুষ তাদের বাড়িতে হনুমানের পতাকা উত্তোলন করেন ।অবশ্য পতাকাটি বিজয় পতাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে রাম নবমী কে ভগবান রামচন্দ্র এবং দেবী সীতার বিবাহের দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।রামের নামে উৎসবের নামকরণ করা হলেও উৎসবে সাধারণত সীতা, লক্ষণ ও হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। রামের জীবনে তাদের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। রামায়ণ পাঠ করে চৈত্র নব রাত্রির নয় দিন পালন করা হয়।রাম নবমী রামায়ণে উল্লিখিত কয়েকটি শহরের দারুণ ভাবে পালন করা হয় ।এর মধ্যে রয়েছে অযোধ্যা, রামেশ্বরম এবং সীতামারহি ।রাম নবমী উৎসবের মাধ্যমে সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুস্কৃতিকারীদের বিনাশ করে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয় ।এই উৎসবে সূর্য দেবতাকে প্রসন্ন করা হয়। কারণ সূর্যের বংশধরবা রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ছিলেন। ভগবান রামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যায় রাম নবমী উৎসবের প্রাণবন্ততা দেখা যায়। রাম নবমী উৎসব উপলক্ষ্যে দূর -দুরান্ত থেকে ভক্তরা অযোধ্যায় আসেন এবং সরযূ নদীতে স্নান করার পর ভগবান রামচন্দ্রের মন্দিরে যান।ভারতসহ প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও রাম নবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।রাম নবমী ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করে। বর্তমানে অযোধ্যার রাম মন্দির একটি জাতির প্রতীক যা ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়েছে। এখন একটি নতুন উত্তরাধিকার তৈরি করেছে।বর্তমানে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাম নবমী পালন করা হয়।রাম ভক্তরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে রাম নবমীর দিন শ্রী রামচন্দ্রের আশীর্বাদ আমাদের সকলের মাথায় ঝরে পড়ে। রাম নবমীর দিন হিন্দুদের সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে যায়।সারা বাংলা রাম নবমী উৎসবে মেতে উঠেছে।রামনবমী উৎসব আমাদের নিজেদের জীবনে রামচন্দ্রের সর্বোচ্চ গুণাবলীর প্রতিফলন এবং সততা ,করুণা এবং নৈতিক শক্তির সাথে জীবনযাপন করার চেষ্টাকে দিক নির্দেশ করে।

দুস্কৃতিকারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে ছয় জন আহত

আগরতলা, ৬ এপ্রিল ঃ দুস্কৃতিকারীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণে একই পরিবারের মহিলা সহ ছয় জন আহত। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব আগরতলা থানার অধীন আ্যালিয়া মুসলিম পাড়ায়। জানা গিয়েছে, পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া মুসলিম পাড়া এলাকায় বিবাহিত মহিলা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সন্দেহজনকভাবে শনিবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ একই পাড়ার ছয়টি বাড়িতে হামলা চালানো হয়। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মহিলার স্বামী খোকন মিয়ার নেতৃত্বে ভাড়াটিয়া দুষ্কৃতিকারীরা ভাঙচুর, লুটপাট, মহিলা সহ ৬ জনকে মারধর করে আহত করে। পরে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় পূর্ব আগরতলা থানায়। খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যায়। তবে এতক্ষণে দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।পরে এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় আহতদের জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। জিবি হাসপাতালে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও নজরুল মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা সফর শুরু, কলম্বোতে মোদীকে গার্ড অফ অনার

কলম্বো, ৬ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রীলঙ্কা সফর শুরু হয়ে গেল, শনিবার সকালে কলম্বোর ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকে। তোপধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিবাদন জানানো হয়।প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন তিন দিনের শ্রীলঙ্কা সফরে রয়েছেন, যা গত শনিবার ব্যাঙ্ককে বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের পর শুরু হয়েছে। গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া শ্রীলঙ্কা সফরে, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকের সঙ্গে এদিন সকালে কলম্বোর ইন্ডিপেন্ডেন্স স্কোয়ারে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়।

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৫-এর সত্যতা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক

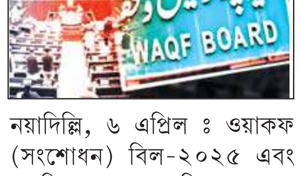

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ (সংশোধন) বিল-২০২৫ এবং মুসলিম ওয়াকফ বিল ২০২৫ সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন কিছু রাজনৈতিক দল এই নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, তখন কিছু মানুষ সুপ্রিম কোর্টের দরজাও কড়া নাড়ছে। তাই জনগণের বিভিন্ন বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক মানুষকে সচেতন করেছে এবং এর সত্যতা সম্পর্কে সচেতন করেছে, যা নিম্নরূপঃপ্রশ্নঃ ওয়াকফ সম্পত্তি কি ফেরত নেওয়া হবে?উত্তরঃ ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫ কার্যকর হওয়ার আগে ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫-এর অধীনে নিবন্ধিত কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ হিসাবে প্রত্যাবর্তিত হবে না। একবার কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ ঘোষণা করা হলে তা স্থায়ীভাবে সেই রূপে থাকে। বিলটি কেবলমাত্র উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতার জন্য নিয়মগুলিকে স্পষ্ট করে। এটি জেলা কালেক্টরকে এমন সম্পত্তি পর্যালোচনা করতে দেয় যা ভুলভাবে ওয়াকফ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হতে পারে, বিশেষ করে যদি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সরকারি সম্পত্তি হয়। বৈধ ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে।

গ্রেফতার ৮৫ অভিযুক্ত

ফিরোজাবাদ, ৬ এপ্রিলঃ উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলা পুলিশ গত শনিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ৫ ঘণ্টা বিশেষ অভিযান চালিয়ে মোট ৮৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এই অভিযুক্তরা বিভিন্ন মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল বলে জানানো হযেছে।জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে শনিবার রাত ১২টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত পলাতক অভিযুক্তদের ধরতে অভিযান চালানো হয়। জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে মাত্র ৫ ঘণ্টায় মোট ৮৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সই করলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু, এবার আইনে পরিণত ওয়াকফ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ ওয়াকফ সংশোধনী বিলে গত শনিবার রাতে সই করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এর ফলে সংসদের উভয়কক্ষে পাস হওয়া বিলটি পরিণত হল আইনে। গত বুধবার গভীর রাতে দীর্ঘ বিতর্কের পরে লোকসভায় ৫৬ ভোটের ব্যবধানে পাস হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল। পক্ষে পড়েছিল ২৮৮টি ভোট। বিপক্ষে পড়েছিল ২৩২টি ভোট। এর পরে ১২৮-৯৫ ভোটে রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পাস হয়েছিল এই সংশোধনী বিল।লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাস হওয়া বিল অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে। শনিবার রাতে তাতে সই করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই সিলমোহর পাওয়ায় ওই বিল পরিণত হল আইনে। উল্লেখ্য, লোকসভায় দীর্ঘ ১৩ এবং রাজ্যসভায় দীর্ঘ ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আলোচনা চলার পরে উভয় কক্ষে পাস হয়েছিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল।

সমাজের সেবা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে বিজেপি সরকার ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ৪৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। তিনি জোর দিয়ে জানিয়েছেন, সমাজের সেবা ও সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে বিজেপি সরকার। প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দলের স্থাপনা দিবসে বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তাকে শুভেচ্ছা। গত কয়েক দশক ধরে যারা আমাদের দলকে শক্তিশালী করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি আমাদের ভারতের অগ্রগতির দিকে কাজ করার এবং একটি বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অতুলনীয় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেল আরও লেখেন, ভারতের জনগণ আমাদের দলের সুশাসনের এজেন্ডা দেখতে পাচ্ছেন, যা বিগত বছরগুলিতে আমরা যে ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়েছি তাতেও প্রতিফলিত হয়েছে, তা সে লোকসভা নির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন হোক। আমাদের সরকার সমাজের সেবা এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে।

রামনবমীর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর, শান্তির মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান মমতার

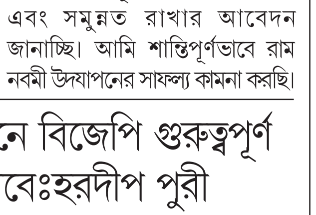

কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ রামনবমী উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল্যবোধ বজায় রাখার এবং সমুন্নত রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে রাম নবমী উদযাপনের সাফল্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রামনবমীর শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, পবিত্র রাম নবমী উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি সকলের কাছে শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের মূল্যবোধ বজায় রাখার এবং সমুন্নত রাখার আবেদন জানাচ্ছি। আমি শান্তিপূর্ণভাবে রাম নবমী উদযাপনের সাফল্য কামনা করছি।

দেশের অব্যাহত উন্নয়নে বিজেপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেঃহরদীপ পুরী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দলের সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, দেশের অব্যাহত উন্নয়নে বিজেপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী রবিবার ভারতীয় জনসংঘের (বিজেএস) প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। পুরী বলেছেন, সাধারণত বলা হয়, জনসংঘের সময় থেকে দলটি আরও বড় হয়েছে। দলের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক পুরনো... আমরা বলতাম, লোকসভায় আমাদের দু'জন সাংসদ আছেন এবং ২০১৪ সালে আমরা নিজেরাই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছি। এখন প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, আমরা সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সামাজিক রূপান্তরের জন্য জনগণের সেবায় আমরা যা করেছি তাও অসাধারণ, এবং বিশ্বে এবং ইতিহাসে এর তুলনা খুব কমই আছে বলে অনেকে মনে করেছেন আজও বিজেপির নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন।

মোদীর শ্রীলঙ্কা সফর শেষ, মাহো-অনুরাধাপুরা রেললাইনের সিগন্যালিং সিস্টেমের উদ্বোধন

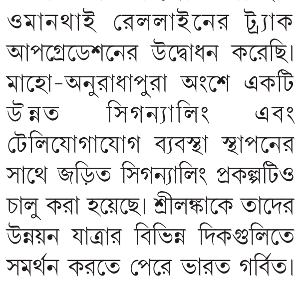

কলম্বো, ৬ এপ্রিল ঃ শ্রীলঙ্কা সফরের শেষ দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিশানায়েকে রবিবার যৌথভাবে মাহো-অনুরাধাপুরা রেললাইনের সিগন্যালিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেছেন - এটি ভারত সরকারের সমর্থিত একটি প্রকল্প। তাঁরা অনুরাধাপুরা রেলওয়ে স্টেশনে একটি ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন।শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরায় এদিন সকালে জয় শ্রী মহা বোধি মন্দিরেও যান প্রধানমন্ত্রী মোদী, সঙ্গে ছিলেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকে। শ্রীলঙ্কা সফর শেষে রবিবারই ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বন্ধুত্ব বৃদ্ধি! অনুরাধাপুরায়, রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমার দিসানায়েকে এবং আমি যৌথভাবে বিদ্যমান মাহো-ওমানথাই রেললাইনের ট্র্যাক আপগ্রেডেশনের উদ্বোধন করেছি। মাহো-অনুরাধাপুরা অংশে একটি উন্নত সিগন্যালিং এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের সাথে জড়িত সিগন্যালিং প্রকল্পটিও চালু করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে তাদের উন্নয়ন যাত্রার বিভিন্ন দিকগুলিতে সমর্থন করতে পেরে ভারত গর্বিত।

গুমোট গরমে দুর্বিষহ অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও, দেখা নেই বৃষ্টির। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির যে ঘাটতি রয়েছে, তাও মিটছে না। গুমোট ও অস্বস্তিকর গরমে দুর্বিষহ অবস্থা কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টি না হওয়ায় অস্বস্তি কাটছেই না, একেবারেই অসহনীয় পরিস্থিতি। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি বেশি।তবে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায়ও বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি প্রত্যাশিত। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। চৈত্র মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তাপপ্রবাহ শুরু হয়ে গিয়েছে।

'সেবা ভারতী আইএফএসডিএম' কর্তৃক প্রকাশিত 'সেবা সাধনা'র আবরণ উন্মোচন

গুয়াহাটি, ৬ এপ্রিল ঃ নামেই যার পরিচয়, তা হচ্ছে ' সেবা ভারতী'। অহর্নিশ জনসেবায় নিয়োজিত 'সেবা ভারতী'র কার্যক্রম গোটা দেশে বিস্তৃত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রান্তেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিক-সেবায় রাতদিন কাজ করছেন ' সেবা ভারতী'র কার্যকর্তারা। অনুরূপ একটি ক্ষেত্র ' সেবা ভারতী ইনস্টিটিউট অব ফায়ার, সেফটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট '। কথাগুলি বলছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর অখিল ভারতীয় সহ-সেবাপ্রমুখ সেনথিল কুমার।গত শনিবার সন্ধ্যায় হেঙেরাবাড়ির বড়বাড়ি ভিআইপি রোডে অবস্থিত 'সুদর্শনালয়-এর 'নবকান্ত বরা সভাগৃহ'-এ ' সেবা ভারতী ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার, সেফটি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ' (এসবি আইএফ এসডিএম) কর্তৃক প্রকাশিত 'সেবা সাধনা' শীর্ষক পুস্তকের আবরণ উন্মোচনী অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর অখিল ভারতীয় সহ-সেবাপ্রমুখ সেনথিল কুমার। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি গোটা দেশের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চলের কাজকর্মের ওপর বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেছেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন প্রধান অতিথি আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুয়াহাটির অধ্যক্ষ জয়ন্ত পাঠক। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ক্ষেত্র সহ-সেবাপ্রমুখ তথা সেবা ভারতীর পালক সুরেন্দ্রতালখেদকড়। সম্মিলিতভাবে ' সেবা সাধনা'র উন্মোচন করেছেন সেনথিল কুমার, জয়ন্ত পাঠক, এসবিআইএফএসডিএম-এর চেয়ারম্যান অখিল কুমার দাস এবং সেবাভারতী পূর্বাঞ্চলের সভাপতি রমেন শর্মা। ডিব্রুগড় বিভাগ সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত গগৈয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কল্যাণমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে এদিনের পুস্তক উন্মোচনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে।

বিজেপির ৪৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস, গেরুয়া শিবিরে উৎসবের আমেজ

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ রবিবার, ৬ এপ্রিল বিজেপি-র ৪৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। সাফল্যের নিরিখে এখনও পর্যন্ত দেশের শীর্ষে রয়েছে বিজেপিই। প্রতিষ্ঠা দিবসে উসবের আবহ গেরুয়া শিবিরে। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন রাজ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। প্রতিষ্ঠা দিবসে দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাও।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দলের স্থাপনা দিবসে বিজেপির সমস্ত কার্যকর্তাকে শুভেচ্ছা। গত কয়েক দশক ধরে যারা আমাদের দলকে শক্তিশালী করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সকলকে আমরা স্মরণ করছি। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি আমাদের ভারতের অগ্রগতির দিকে কাজ করার এবং একটি বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের অতুলনীয় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেল আরও লেখেন, ভারতের জনগণ আমাদের দলের সুশাসনের এজেন্ডা দেখতে পাচ্ছেন, যা বিগত বছরগুলিতে আমরা যে ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়েছি তাতেও প্রতিফলিত হয়েছে, তা সে লোকসভা নির্বাচন, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং দেশজুড়ে বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা নির্বাচন হোক। আমাদের সরকার সমাজের সেবা এবং সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কাজ চালিয়ে যাবে।১৯৮০ সালে জন্ম নেওয়া বিজেপি-র উত্থান রাতারাতি হয়নি। অটলবিহারী বাজপেয়ী, মুরলি মনোহর যোশী, লালকৃষ্ণ আডবাণীদের লড়াই ছিল দীর্ঘ। সেই সময়ে তৈরি হওয়া ভিতের উপরে দাঁড়িয়েই এখন বড় শক্তি নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় নরেন্দ্র মোদী সরকার। দিল্লি-সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে বিজেপি।

রামনবমীতে সেজে উঠেছে রাম মন্দির, বিপুল ভক্তের সমাগম অযোধ্যায়

অযোধ্যা, ৬ এপ্রিল ঃ সাজিয়ে তোলা হচ্ছিল অনেক দিন আগে থেকেই, রবিবার রামনবমীতে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে অযোধ্যার রাম মন্দির। সাজিয়ে তোলা হয়েছে রামলালাকে। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছেন অযোধ্যায়, রাম ভক্তদের জন্য রবিবার সকাল থেকেই খুলে দেওয়া হয় রাম মন্দিরের। রামমন্দির যাওয়ার আগে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সরযূ নদীতে পুণ্যস্নান করেন।রামলালার দর্শনের পর মন্দির ঘুরে দেখেন ভক্তরা। ভক্তদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার মুখে না প।তে হয় সেজন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। রাম মন্দির ও অযোধ্যার বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত বাহিনী। শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মধুবন সিং বলেন, রাম নবমী উপলক্ষে প্রচুর সংখ্যক মানুষ প্রার্থনা করতে আসেন, ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যথাযথ পার্কিং ব্যবস্থাও করা

৮-১১ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, তুষারপাতও প্রত্যাশিত

শ্রীনগর, ৬ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী ৮-১১ এপ্রিল বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করলো আবহাওয়া দফতর। ওই সময়ে সমতলে বৃষ্টি ও উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। আগামী ৮ এপ্রিল বিকেলের পর থেকে উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরের আবহাওয়া থাকবে মূলত মেঘলা, সন্ধ্যা ও রাতে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে হালকা বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।এরপর ৯ এপ্রিল একইভাবে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কিছু স্থানে হালকা বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত হতে পারে। এছাড়াও ১০-১১ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া সাধারণত মেঘলা থাকবে এবং উঁচু পাহাড়ে হালকা বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত প্রত্যাশিত। ১২-১৫ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে।

৭ এপ্রিল দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, যাবেন পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়া

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৭ এপ্রিল, সোমবার দুই দেশ সফরে যাচ্ছেন। পর্তুগাল ও স্লোভাকিয়ায় ৪-দিনের সফরে যাবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পর্তুগাল সফরের সময় রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর প্রতিপক্ষ মার্সেলো রেবেলো ডি সুসার সঙ্গে সাক্ষাত এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনা করবেন। তিনি পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইস মন্টি নিগ্রো এবং জাতীয় পরিষদের সভাপতি জোসে পেদ্রো আগুয়ার-ব্র্যাঙ্কোর সঙ্গেও দেখা করবেন।পর্তুগাল সফরের পর, রাষ্ট্রপতি মুর্মু ৯ থেকে ১০ এপ্রিল স্লোভাকিয়া সফরে যাবেন। এই সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি পিটার পেলেগ্রিনি এবং প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। তিনি স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পরিষদের স্পিকার রিচার্ড রাসির সঙ্গেও দেখা করবেন। বিগত ২৯ বছরের মধ্যে এটি হতে চলছে ভারতের রাষ্ট্রপতির স্লোভাকিয়া সফর।

গাজিয়াবাদে ধাতব ও সুগন্ধি তৈরির কারখানায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

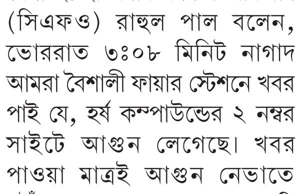

গাজিয়াবাদ, ৬ এপ্রিল ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ আগুন লাগল ধাতব ও সুগন্ধি তৈরির কারখানায়। রবিবার ভোররাতে ওই কারখানায় আগুন লাগে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোররাতে গাজিযাবাদের হর্ষ কম্পাউন্ডে ধাতব তৈরি এবং সুগন্ধি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ১২টি দমকল ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিযন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এবং আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রধান দমকল অফিসার (সিএফও) রাহুল পাল বলেন, ভোররাত ৩ঃ০৮ মিনিট নাগাদ আমরা বৈশালী ফায়ার স্টেশনে খবর পাই যে, হর্ষ কম্পাউন্ডের ২ নম্বর সাইটে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন আয়ত্তে এসেছে। হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

শুটিং বিশ্বকাপঃআর্জেন্টিনায় মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন ইভেন্টে সোনা জিতেছেন ভারতের সিফত কৌর সামরা

বুয়েনস আইরেস, ৬ এপ্রিলঃ গত শুক্রবার মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন ইভেন্টে পডিয়ামের শীর্ষে থাকার পর সিফত কৌর সামরা ২০২৫ সালের আইএসএসএফ বিশ্বকাপ বুয়েনস আইরেসে ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছেন ।২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় ৪৫৮.৬ স্কোর করে তার প্রথম বিশ্বকাপ স্বর্ণ জিতেছেন। জার্মানির অনিতা ম্যাঙ্গোল্ড ৪৫৫.৩ স্কোর করে রৌপ্য এবং কাজাখস্তানের আরিনা আলতুখোভা ৪৪৫.৯ স্কোর করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। ফাইনালে সিফত কৌর সামরা নিলিং এবং প্রোন পজিশনের পর ৮ম স্থান থেকে ফিরে এসে স্ট্যান্ডিং পজিশনে দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের মাধ্যমে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছেন।অন্য দুই ভারতীয় আশি চৌকসি এবং শ্রিয়াঙ্কা সাদঙ্গী ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। চৌকসি ৫৭৯ স্কোর করে ১৭তম এবং শ্রিয়াঙ্কা সাদঙ্গী ৫৭২ স্কোর করে ২২তম স্থান অর্জন করেছেন।এটি ছিল ভারতের দিনের দ্বিতীয় পদক। পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশন ইভেন্টে চেইন সিং ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

গুজরাটে তাপপ্রবাহের সতর্কতা হতে পারে

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ আগামী বুধবার পর্যন্ত গুজরাট ও রাজস্থানে তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। এছাড়া ৭ থেকে ৯ এপ্রিল মধ্যপ্রদেশে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর ৭ ও ৮ এপ্রিল দক্ষিণ পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং সংলগ্ন পশ্চিম উত্তর প্রদেশেও তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করেছে।এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর ৭ থেকে ৯ এপ্রিল পূর্ব ভারতে হতে পারে

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২৪চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৭ এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৩ চৈত্র, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২১ চৈত্র ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুঘ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল ০৬ঃ২৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৮ঃ০৪ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১০ঃ০২ঃ২৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১২ঃ১৫ঃ৪৮ পর্যন্ত। কর্কট রাশি দুপুর ০২ঃ৩১ঃ৩১ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৪ঃ৪২ঃ ৫১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৬ঃ ৫৩ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ০৯ঃ ০৭ঃ১৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৮ঃ১৫ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছেই না, পূর্বাভাস থাকলেও হচ্ছে না বৃষ্টি। ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাভিশ্বাস অবস্থা মহানগরী কলকাতায়। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার ও মঙ্গলাবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।শনিবারও ভ্যাপসা গরম রয়েছে মহানগরী কলকাতায়, সকালের দিকে গরম তেমন অনুভূত না হলেও বেলা বা।ার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত। দমকা হাওয়ার বেগ থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার। একই পূর্বাভাস রয়েছে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে মঙ্গলবারেও। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা- সকাল৭ টা৫০মনিট এবং রাত ৮ টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৫৫মনিট

দানেশ শেখ লেনে মহাধুমধামে রামনবমীর শোভাযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি কলি যুগের ভগবান, তাঁর নাম গানের আরাধনায় দেহ - মন শুদ্ধ হয়। সেই ভগবান শ্রী রামের জন্মতিথি উপলক্ষে দেশ জুড়ে মহা ধুমধামের সাথে উদযাপিত হল পবিত্র রাম নবমী উৎসব, দানেশ শেখ লেন রাম নবমী পূজা কমিটির উদ্যোগে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই শুভ উপলক্ষে বিশেষ শোভাযাত্রা, মন্দিরের পূজা-অর্চনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজিত হল। দানেশ শেখ লেন রামনবমী পূজা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই মহোৎসবে বিশেষ পূজা, ভজন সভা এবং ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হল বিশাল শোভাযাত্রা, যেখানে রথে সুসজ্জিত ভগবান রাম, দেবী সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানের প্রতিমা শহরের প্রধান প্রধান পথ দিয়ে পরিক্রমা করবে, ভক্তরা ভজন এবং কীর্তন পরিবেশিত হয়। সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যানবাহনের ব্যবস্থাপনা ছিল। ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণও করা হয়। সকলকে ভগবান রামের ন্যায় নীতি প্রসঙ্গে বলেন উদ্যোক্তা কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন নৌসেনা অধিকারীক বরুণ কুমার বারিকদা, এদিনের রাম নবমীর শোভাযাত্রাব সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, ও রামনবমী কমিটির চেয়ারম্যান বিপ্লব মন্ডল, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রচলিত পূজা-পার্বণের পাশাপাশি সুখেন্দু গোস্বামীর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যথা রামলীলা নাট্যানুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় নৃত্য ও লোকসংগীত এদিন পরিবেশত হয়।

অসহায় পরিবারের পাশে ফায়েজুল হক ওরফে কাজল

নানুর, ৬ এপ্রিলঃ নানুর বিধানসভার কসবা অঞ্চলের খিরুলী গ্রামের মীনারুল সেখ (বয়স ১৮ বছর) বিগত কয়েকমাস আগে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন। মিনারুলের পিতা প্রতিবন্ধী হওয়ায় আর্থিক অবস্থার সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়। গত ৩১ মার্চ তারিখে মিনারুলের চিকিৎসার সবরকমের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন ফায়েজুল। গতকাল রাত্রে মিনারুলের অস্ত্রপ্রচার সফল হয়েছে। আজকে মিনারুলের বাড়িতে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। জানা গেছে মিনারুল একটি বাইকে আরোহী হিসেবে দুর্ঘটনার শিকার হন। আব্বা আমানুল্লাহ সেখ দীর্ঘদিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হিসেবে বাড়িতে পড়ে আছেন। এর মাঝে ছেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় বর্ধমানের এক নার্সিংহোমে ঘটি বাটি বিক্রি করে ছেলের চিকিৎসা করান। প্রায় সাত লক্ষ খরচ করেও কোনো সুরাহা হয় নি। মিনারুলের পেটের অপারেশনে ইনফেকশন হয়। তারপর বাড়িতেই পড়েছিল সে। খবর পেয়ে ফায়েজুল হক মিনারুল কে শান্তি নিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে মিনারুল আই সিউতে চিকিৎসাধীন। রবিবার মিনারুলের পরিবারের সাথে দেখা করেন ফায়েজুল। প্রতিবেশী তথা যজ্ঞনগর মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষক আব্দুস সামাদ বলেন, মিনারুলের পরিবার নিস্ব। ফায়েজুল হক তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবার পরিবারটি বাঁচবে। তাঁর মতো মানুষ সমাজে বিরল। কাজল বলেন, রাজনীতি আমার পেশা নয়, নেশা। সমাজসেবা আমার রাজনীতির আদর্শ বা ভিত্তি। সেটাই আমরণ করে যেতে চাই।

রামনবমীর মিছিলে লকেট চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ নিউ টাউনে রামনবমীর মিছিলে রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করল। এক বিরাট মিছিল মানুষের মাথা গোনা দুষ্কর হয়ে উঠেছে এই মিছিল দেখে। গোটা কলকাতা জুড়ে বিভিন্ন রকম মিছিল এবং রামনবমী যে উৎসব সেই উৎসবে মেতে উঠেছে সাধারণ মানুষ। শুভেন্দু অধিকারী সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে প্রত্যেকে যেন হিন্দু ধর্মের মানুষরা রাস্তায় নামে এবং এই রামনবমীকে আলাদাভাবে উদযাপন করে সেই মতোই আজ কলকাতা দিকে দিকে মিছিল এবং গোটা কলকাতা জুড়ে মানুষের ঢল।

এরা ধর্মের বিভাজন চাইছে, এরা বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে

শান্ত বাংলাকে অশান্ত করে একটা পরিকল্পিত দাঙ্গা বাঁধাতে, বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ রাজীবের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ এপ্রিলঃ এরা ধর্মের বিভাজন চাইছে। এরা বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে। এরা চাইছে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করে একটা পরিকল্পিত দাঙ্গা বাঁধাতে। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ রাজীবের। রবিবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জি বলেন, ধর্মকে ওরা রাস্তায় নামিয়ে এনেছে। এতে রামকেই অমার্যাদা করা হচ্ছে। ধর্মের নামে উন্মাদনা, অস্ত্র হাতে আস্ফালন এর আগে দেখা যায়নি। রবিবার সকালে হাওড়ার চ্যাটার্জিপাড়া এলাকায় এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি রামনবমী শোভাযাত্রা নিয়ে কার্যত তীব্র ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ধর্মের নামে উন্মাদনা, অস্ত্র হাতে আস্ফালন এর আগে দেখা যায়নি। ওরা ধর্মের সাথে রাজনীতি মিশিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরি করছে। যা বাংলার মানুষ কখনোই মেনে নেবে না। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও বলেন, রামনবমীর সঙ্গে এদিন বাসন্তী পুজো। আমরা মনে করি ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। কিন্তু বর্তমানে ধর্মকে যেভাবে রাজনৈতিকীরণ করা হচ্ছে, ধর্মকে যেভাবে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা তার বিরোধী। রাজনীতির স্বার্থে এরা কোথাও প্রতিশোধের কথা, কোথাও প্রতিরোধের কথা, কোথাও প্রতিহতের কথা বলছে। কোথাও আবার অস্ত্র নিয়ে আগ্রাসন আস্ফালনের কথা বলছে। এর সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনও যোগ নেই বলে আমি মনে করি। বরং যারা রামকে এইভাবে রাস্তায় নামাচ্ছেন তাঁরা রামকে অমর্যাদা করছেন। যদি সত্যই কারও ধর্ম পালন করতে হয় তাহলে রামকে হৃদয়ে, দেবালয়ে রাখতে হয়। যারা রাস্তায় করছেন তাঁদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, আগামী দিন যাতে সিংহাসন লাভ করতে পারে। এটা শান্তির বাংলা, উন্নয়নের বাংলা যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করেন। এখানে কোথাও কোনও ভেদভেদ নেই। এখানে অনেক ভিন্ন ধর্মের মানুষ এসেছেন। তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরা ধর্মের

বিভাজন চাইছে। এরা বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে। এরা চাইছে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করে একটা পরিকল্পিত দাঙ্গা বাঁধাতে। আগে বাড়িতে, মন্দিরে শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমী হতো। ২০১৪ সালের পর থেকে বাংলায় হঠাৎ রামনবমী নিয়ে উন্মাদনা শুরু করা হয়েছে। ২০২০ সালের পর থেকে এর উন্মাদনা আরও বেড়েছে। কারণ এর পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ। ধর্ম এতো শ্রেষ্ঠ জিনিস যে আমাদের প্রমাণ দিতে হবে না শ্রেষ্ঠত্বের। রাজনীতি করার জন্যই ওরা অস্ত্রের কথা বলছে। রামনবমীতে বাংলার বুকে হিন্দি বলয়ের রাজনীতির সঙ্গে বাংলা বলয়ের রাজনীতিকে যোগ করতে চায় ওরা। তা অত্যন্ত অন্যায়। এর আগে বাংলায় রামনবমীতে অস্ত্র নিয়ে প্রতিশোধের কথা, হিংসার কথা কেউ শোনেনি। আমরা মনে করি বাংলা এমন একটা সংস্কৃতির পীঠস্থান যেখানে সর্বধর্ম পালন করা হয়। এখানে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, বাসন্তী পুজো, রামনবমী যেমন হয় তেমনই বড়দিন, ঈদ সহ সকল ধর্ম পালন করা হয়। সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মহামিলন ক্ষেত্র এই বাংলা। প্রতি বছর নির্বাচন আসে। নির্বাচন আসলেই এদের ধর্মীয় উন্মাদনা বাড়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে কালিপুজো করেন।

রেড রোডের ময়দানে উনি গেছেন কেন সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যখন উনি ইস্কনের রথের দড়ি টানেন তখন কেউ কিছু বলেন না। এরা জেনেশুনে ধর্মীয় উন্মাদনার চেষ্টা করছে। এতে সনাতনীদের কারও ভাল হচ্ছে না। ওরা একটা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। নিজেদের কোনও পরিচয় নেই। রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলায় তারা ব্যর্থ। শুধুমাত্র উস্কানিমুলক কথা বলে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। এদিন অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে রাজীব ব্যানার্জি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী যদি ঠিক করে দেয় কে হিন্দু কে হিন্দু নয় তাহলে এমন হিন্দুত্বের পরিচয়ের দরকার নেই। আমরা যে যার নিজের ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু রাস্তায় যখন বেরোই তখন আমাদের ধর্ম একটাই তা হলো মানব ধর্ম।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৬ এপ্রিলঃ ফের বড়সড় সাফল্য নব বারাকপুর থানার পুলিশের, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ২৫ কিলো গাজা উদ্ধার করেছে নববারাকপুর থানার পুলিশ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নববারাকপুর থানার অন্তর্গত বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোদাই প্রাইমারি স্কুল এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল গাঁজা। গ্রেফতার এক, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম বিধান গায়েন, বয়স ৫৬ , বাড়ি তালবান্দা হেমন্তনগরে। পুলিশ জানিয়েছে প্রৌঢ় ব্যাগে করে গাঁজা পাচার করছিল বিক্রির উদ্দেশ্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গাঁজা সমেত পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যক্তির সাথেও আরো অনেকে যুক্ত রয়েছে এমনটাই জানা গেছে পুলিশ সূত্র থেকে।

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি, ঘোলা থানার আইসি কৌশিক দাস, নববারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ইতিমধ্যেই এই চক্রে আরো কারা কারা জড়িত আছে তদন্ত করে দেখছে নববারাকপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রবিবার ব্যারাকপুর মহকুমা বিশেষ আদালতে হাজির করা হয়।

ডোমজুড়ে ভস্মীভূত লুব্রিক্যান্ট অয়েল কারখানা, আগুন পাশের প্লাস্টিকের বস্তা তৈরির কারখানাতেও

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ৬ এপ্রিলঃ সাঁকরাইলের পর এবার ডোমজুড়। হাওড়ায় ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ডোমজুড়ের জালান শিল্পতালুকে ভস্মীভূত হলো লুব্রিক্যান্ট অয়েল কারখানা। আগুন পাশের প্লাস্টিকের বস্তা তৈরির কারখানাতেও ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার বিকেলে সাঁকরাইলের থার্মোকল কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এক শ্রমিকের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গভীর রাতে আগুন লাগে ডোমজুড়ের লুব্রিক্যান্ট অয়েল কারখানায়। আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের প্লাস্টিকের বস্তা তৈরির কারখানায়। দুটি কারখানাই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৬ ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গেছে, জালান কমপ্লেক্সের একটি লুব্রিক্যান্ট অয়েল কারখানায় শনিবার রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই সময় বেশ কয়েকজন শ্রমিক ওই কারখানায় কাজ করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে কারখানায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা কারখানা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। একে একে হাওড়া, কলকাতা এবং হুগলি থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের মোট ১৮টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা দ্রুত আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গোটা কারখানার শেড ভেঙে পড়ে। ওই শিল্পতালুকের পাশের একটি প্লাস্টিকের বস্তা তৈরির কারখানাতেও এদিন আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দুটো কারখানাতে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক মজুদ থাকায় গোটা কারখানাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকল কর্মীরা প্রায় ৬ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কি কারণে আগুন লাগলো তা স্পষ্ট নয়। তবে দমকল আধিকারিকরা জানিয়েছেন ফরেনসিক পরীক্ষার পর আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। উল্লেখ্য, এর আগে শনিবার বিকেলে সাঁকরাইলের একটি থার্মোকলের কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। ওই ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে কারখানার এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এদিন রাতে ডোমজুড়ের ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, এটা একটা তেল কারখানা।

এখানে পেট্রল, ডিজেল, মোবিল প্রভৃতি এখানে আসত এবং এখানে এসে ফিল্টার হয়ে চলে যেত। রাত ১১টা নাগাদ আগুন লাগে। তখন প্রায় ২০ জন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিল। আগুন দেখে সকলে বেরিয়ে আসায় কেউ হতাহত হয়নি। কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণ হয়েছে।

বিস্ফোরণে সেখানে রাখা একটি গাড়িতে আগুন লাগে। তবে দমকলের তৎপরতায় সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। পাশের কারখানা থেকেও জল দেওয়া হয়।

ফের ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি এক মহিলাকে

বারাসাত, ৬ এপ্রিলঃ ফের ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনি এক মহিলাকে। ঘটনাটি ঘটেছে, বারাসাত পৌরসভার হৃদয়পুর এলাকায়। অভিযোগ, বাড়িতে মেয়ে অসুস্থ থাকায় দেখাশোনা করবার জন্য এক মহিলাকে বাড়িতে ২৪ ঘন্টা থেকে সন্তানদের দেখাশোনা করবার জন্য নিয়োগ করেন কুন্ডু দম্পতি। গতকাল সন্ধ্যায় হাবরার ওই মহিলা কুন্ডু বাড়ির ছেলেকে নিয়ে বারাসাতের দিকে নিয়ে চলে আসে পাচার করবার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে খোঁজখবর করে ওই মহিলার ফোন নাম্বার জোগার করে ফোন করা হয়। এবং কুন্ডু দম্পতি সহ এলাকাবাসী ওই মহিলাকে বলে তাদের বাড়ির ছেলেকে নিয়ে ফেরত আসতে। এরপরই এলাকায় ফিরে তাদের নাবালক শিশুর মুখ থেকে শুনতে পায় কোন ভাবে কারুর সঙ্গে টাকা পয়সার বিনিময়ে তাকে পাচার করার চক্রান্ত করছিল ওই মহিলা। এরপরই ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী চড়াও হয় ওই মহিলার উপর। ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে বারাসাত থানায় নিয়ে আসা হয় ওই মহিলাকে।

বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে

কৃষ্ণনগর, ৬ এপ্রিলঃ বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বৃদ্ধ কে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে গুলিবিদ্ধ বৃদ্ধের নাম আশুতোষ বিশ্বাস। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার বড়া কৃষ্ণনগর এলাকায়। তিনি একালায় পুরনো বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে আশুতোষ বিশ্বাস তার স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বড়া বকুলতলা এলাকায় কেউ বা কার তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসে। তারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থা সংকট জনক হওয়ায় কলকাতায় রেফার করা হয়। পরিবারের দাবি তার বুকে গুলি লেগেছে। কে বা কারা কি কারণে গুলি চালালো তা তারা জানেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় একজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, কারা কি উদ্দেশ্যে তাদের দীর্ঘদিনের পুরনো কর্মীকে গুলি করল তা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে পুলিশকে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

শ্রী শ্রী পুরুষোত্তম রামের পূজার শুভারম্ভ হাওড়া রামরাজাতলায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ এপ্রিলঃ হিন্দু শাস্ত্র মতে পুরুষোত্তম রাম হচ্ছেন হিন্দুদের দেবতা। বিগত ৪০০ বছর আগে থেকে হাওড়ার রামরাজাতলাতে পূজিত হয়ে আসছেন শ্রী শ্রী রাম, সঙ্গে পুজিতে হন মাতা সীতা দেবী, অনুজ লক্ষণ এবং রামের পরম ভক্ত বজরংবলী। দীর্ঘ এই বছরগুলি ধরে প্রথা মেনে সাড়ম্বরে পুজিত হয়ে আসছে এই রামপূজো। এই পুজোকে কেন্দ্র করে রামরাজাতলা রামমন্দিরে কয়েক লক্ষদিক মানুষ আসেন এই পুজোয় দূর- দূরান্ত থেকে। এই পুজোকে কেন্দ্র করে রামরাজাতলার এই মন্দির চত্বর জুড়ে বসে হরেক রকম দোকানপাট। তৈরি হয় একটি মেলার পরিবেশ।

আজ থেকে এই মেলা চলবে প্রায় তিন মাস। এই তিন মাস হাওড়া সিটি পুলিশের নজরদারি থাকবে এই অঞ্চলগুলিতে। মুড়ে ফেলা হয়েছে এই অঞ্চল গুলি সিসিটিভি ক্যামেরায় যাতে কোন রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে রাম পুজো উপলক্ষে। মেলা চত্বর বা মন্দির চত্বরে তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে থাকেন হাওড়া সিটি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে সাধারণ পুলিশের কর্মীরা। কিন্তু বিগত বছরগুলি থেকে এ বছর গুলি অগণিত মহিলা ভক্তরা এসেছেন রামকে দর্শন করতে কিন্তু তাদের শৌচালয় অথবা বায়ো টয়লেটের কোন কিছুর ব্যবস্থা করা হয় না প্রশাসনের তরফ থেকে। এই বিষয় নিয়ে মহিলা ভক্তদের মধ্যে আক্ষেপ থেকে যায়, যে তারা এত দূর-দুরান্ত থেকে আসেন অথচ ভোর তিনটে থেকে পূজো শুরু হয় সারাদিন চলে পূজা অর্চনা। কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন হয় মহিলা ভক্তদের।

তাই তারা হাওড়ার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছেন যেন তাদের দিকে তাকিয়ে বায়ো টয়লেট এবং শৌচাগার তৈরি করা হয় আগামী বছরে।

রামনবমী উপলক্ষে হাওড়া শহরে দিনভর কর্মসূচি বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের

পুলিশি নিরাপত্তা ছিল আঁটোসাটো, সুকান্ত মজুমদার থেকে সজল ঘোষ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব শোভাযাত্রায় অংশ নেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ এপ্রিলঃ রবিবার রামনবমী উপলক্ষে হাওড়া শহরে দিনভর কর্মসূচি নেয় বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন। বিকেল পর্যন্ত শান্তিতেই সম্পন্ন হয় সব শোভাযাত্রা। এদিন পুলিশি নিরাপত্তাও ছিল আঁটোসাটো। সুকান্ত মজুমদার থেকে সজল ঘোষ একাধিক বিজেপি নেতৃত্ব এদিন শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এদিন সকালে হাইকোর্টের অনুমতিক্রমে হাওড়ার শিবপুরের কাজীপাড়া অবনি মল সংলগ্ন নরসিংহ মন্দির থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত অঞ্জনি পুত্র সেনার রামনবমী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শোভাযাত্রা বের হয়। হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী থেকে শুরু করে অলোক রাজোরিয়া, অখিলেশ চতুর্বেদী সহ পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা এদিন শোভাযাত্রায় নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলান। অঞ্জনি পুত্র সেনার রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সদরের সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল কাজীপাড়ার মোড় থেকে শুরু হয়। এরপর অলোকা

মোড়, পিএম বস্তি, শিবপুর ট্রাম ডিপো, শিবপুর থানা, সন্ধ্যাবাজার হয়ে হাওড়া ময়দানে এসে শেষ হয়। এদিন হাওড়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, এর আগে আমাদের হিন্দুদের পাথর খেতে হয়েছিল। বহু রামভক্তদের মাথা ফেটেছিল। দাঙ্গা হয়েছিল। সেই সময় ১৪৪ ধারা থাকার কারণে আমাকে অনেক জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যেখানে রামনবমীর মিছিল হয়েছিল সেখান থেকে থানার দুরত্ব পায়ে হেঁটে ৩ মিনিট। তবুও এতবড় আক্রমণ হয়েছিল। সেই কারণে হিন্দু সমাজ এবার কোমর বেঁধেছিল সর্বশক্তি দিয়ে হাওড়ায় রামনবমীর মিছিল করবে। পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ বাধা দেয় রামনবমীর মিছিল করতে দেওয়া হবেনা। পরবর্তীকালে অঞ্জনীবপুত্র সেনা হাইকোর্টের নির্দেশে আজকে রামনবমীর মিছিল করেছে। এই মিছিলের উন্মাদনার কারণ, আগে অশান্তির সময় যারা পাথর মেরেছিল, বাধা দিয়েছিল এবার তাদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে রামনবমী করেছি। প্রতিবার আমরা তাদের বুকের উপর রামনবমী করব। ভারত রামের দেশ। রাম ভারতের, ভারত রামের। যারা বাধা দেবে তাদের উচিৎ ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা বিজেপি জানে। তিনি আরও বলেন, পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে বারেবারে বিভিন্ন জায়গায় রামনবমীর মিছিলে পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। এবার হাইকোর্টের রায়ে হাওড়ায় মিছিল হয়েছে। যেসব গলি থেকে মিছিলে হামলা হয় সেই রাস্তা ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানে কোথা থেকে হামলা হতে পারে, কারা কারা হামলা করতে পারে। তাহলে কেন প্রতি বছর এই ব্যবস্থা কেন নেয় না। কেন হাইকোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে। যারা এতদিন মিছিলে ইঁট ছুড়ত তখন তারাই ফুল ছুঁড়বে। অন্যদিকে, এদিন সকালে হাওড়ার রামরাজাতলায় রামমন্দিরে উপস্থিত হন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি হাওড়ার কদমতলা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে রামমন্দিরে আসেন। রামমন্দিরে পুজো দিতে আসা ভক্তদের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন তিনি। সজল ঘোষ বলেন, ধর্মকে রক্ষা করতে মাঝে মাঝে অস্ত্র তুলতে হয়।

ধর্মকে বাঁচাতে অস্ত্র তুলতে হলে তুলতে হবে। হিন্দুকে যারা গন্ধা ধর্ম বলেছিল তারা হিন্দু নিয়ে কোনও কথা বলবে না। ধুমধাম করে এদিন সারা দেশের মতো বাংলাতেও রামনবমী পালিত হচ্ছে। কয়েক কোটি মানুষ এতে সামিল হবেন। এদিকে, রামনবমী উপলক্ষে রবিবার দুপুরে হাওড়া খটিক সমাজের পক্ষ থেকে পরম্পরা মেনে অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা হয় হাওড়ায়। বিগত প্রায় কয়েক দশক ধরে এই পরম্পরা হয়ে আসছে। উদ্যোক্তারা জানান, পরম্পরা মেনেই এই অনুষ্ঠান চলে আসছে। এটাই ধর্মীয় রীতি। এদিন হাওড়া খটিক সমাজের এই অনুষ্ঠানে দেখা যায় সম্প্রীতির ছবি। এসি মার্কেটের সামনে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ঠান্ডা পানীয় জল এবং কোল্ড ড্রিংস দিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তিনি বলেন, এখানে অস্ত্র একটিই এবং এই অস্ত্রের লাইসেন্সও আছে। প্রশাসনের অনুমতিও নেওয়া আছে। আমরা ছোট থেকে দেখে আসছি কয়েক দশক ধরে বংশ পরম্পরায় হাওড়া খটিক সমাজ এই রীতি পরম্পরা মেনে আসছে। উল্লেখ্য, এদিন সকালে সালকিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিলে হাঁটেন তৃণমূলের উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। উত্তর হাওড়ার সালকিয়া এলাকায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামনবমী উপলক্ষে যে মিছিল বের হয় সেই মিছিলেই অংশগ্রহণ করেন তিনি। গৌতম চৌধুরী জানিয়েছেন তিনি এলাকার সব ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আজকে তাঁকে ডাকায় তিনি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। ওই শোভাযাত্রায় এদিন অংশ নেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক উমেশ রাইও। উমেশ রাই জানান, এদিন রামনবমী পালন উপলক্ষ্যে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডাকে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা বিশ্বের হিন্দুদের এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান করে।

এদিন রামনবমীর দিনে তা প্রমাণ হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই অনুষ্ঠানে আরএসএস, বজরং দল প্রভৃতির সঙ্গে বিধায়কও যোগ দিয়েছেন। এদিকে, হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকেও শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। এদিন সেইমতোই শিবপুর আইআইইএসটি থেকে মিছিল করছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

জঞ্জালের গাড়ির ধাক্কায় শিশুর মৃত্যু, প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিক্ষোভ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ রামনবমীর দিন সকালে উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কড়াই ফ্যাক্টরি এলাকায় ২ বছরের শিশুকে পিষে দিল পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ি! উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক, এরপরেই টি এন মুখার্জী রোড অবরোধ করে পরিবার ও স্থানীয় মানুষরা। পুরসভা সূত্রের খবর ঘটনা সত্যি,পুলিশ ইতিমধ্যেই গাড়ি ও চালককে আটক করেছে। হাসপাতালে পৌঁছন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব। বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য বাচ্চাটিকে যখন উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে ডাক্তার শিশুটিকে ঠিকমতো না দেখে তারা বলে দেয় বাচ্চাটি মারা গিয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলরের কাছে নিয়ে যান এটা কি ধরনের কথা ডাক্তারের? শুধু তাই নয় হাসপাতাল সুপারের দেখা পাওয়া যায়নি আমরা ডাক্তারের দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার জন্য সাধারণ মানুষদের সই নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবো ডাক্তারের শাস্তি চাই সে তো কাউন্সিলরক বিপাকে ফেলছিল হাসপাতালের সুপারের শাস্তি চাই। তাকে হাসপাতালে ঠিকমতো পাওয়া যায় না হাসপাতালে ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হয় না ডাক্তারদের ব্যবহার খুব খারাপ এইসব নিয়ে আমরা তাদের শাস্তি চেয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নালিশ জানাবো। আমরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই গাড়ির চালক গ্রেপ্তার হয়েছে বলে শুনেছি থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক আমরা সব সময় ওই পরিবারের পাশে আছি আইন আইনের পথে চলবে গাড়ির চালক গ্রেপ্তার হয়েছে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে হাসপাতালে ডাক্তারের গাফিলতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে আমরা খবর নেবো সুপার কেন ছিল না। ডাক্তার এর গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সব সময় ওই পরিবারের পাশে আছি ড্রাইভার এর বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১২৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ চৈত্র , ১৪৩১

সম্পাদকীয়

চিনের শিক্ষা হয়নি

তাইওয়ান তারা একেবারে স্বতন্ত্র একটি স্বাধীন দেশ। চিন বারবার তাদের ওপরে খবরদারি করতে চেষ্টা করছে। তাইওয়ান থেকে চিনা বিমানের ওপরে হামলা শুরু করে দিয়েছিল বেশ কয়েকটি বিমানকে আকাশ পথে ধ্বংস করে দেয়। তাতেও চিনের শিক্ষা হয়নি বলে তাইওয়ান মনে করছে। এদকে চিন আমেরিকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতার রাস্তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে রয়েছে জলবায়ু, মাদক দমন ও সামরিক ক্ষেত্রে আলোচনা। চিনকে বারবার ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। চিন আমেরিকার কোনও কথাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছিল। কিমও চিনের উস্কানিতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে চলেছে। রাশিয়াও এদিকে আমেরিকার নাকের ডগায় বসে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করছে। তারা ইউক্রেনের ওপরে ক্ষেপনাস্ত্র হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। মারিয়ুপোলের ওপরে রাশিয়া বারবার ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণ করেছে। এর ফলে শহরটি একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এদিকে মার্কিন হুমকিকে উপেক্ষা করে তাইওয়ানের চারপাশে চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন তাইওয়ানকে ভয় দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ানকে তাক না করে ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেপনাস্ত্র জাপানের আর্থিক পরিমণ্ডলে গিয়ে আঘাত করেছিল। তা নিয়ে জাপান আপত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সামরিক মহড়াকে সংযত হতে জাপান নির্দেশ দিয়েছে। চিন আমেরিকাকে ভয় না পেতে পারে। কিন্তু জাপান সম্পর্কে চিনের একটা অ্যালার্জি রয়েছে। চিন কোনও সময়ে জাপানকে একেবারে চটাতে চায় না সেটা পরিস্কার। ভারতের বিরুদ্ধে চিন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে জাপান ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জাপান এবং আমেরিকার শক্তি তার সঙ্গে রাশিয়ার শক্তি ভারতকে শক্তিশালী করে তুলেছে। সেই কারণে চিন ভারতের দিকে তাক করে কোনও ক্ষেপনাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেনি। সীমান্তে চিন গুলি বর্ষন করেনি। এদিকে পাকিস্তান আর ভারতের দিকে তাক করে কোনও গোলাগুলি বর্ষন করতে সাহস পাচ্ছে না। জঙ্গি পাঠানো পাকিস্তান বন্ধ করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান এখন আর্থিক দিক দিয়ে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন, তাইওয়ানকে আমেরিকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না চিন। আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। এদিকে জাপানের সঙ্গে আমেরিকা সামরিক চুক্তি করতে চেষ্টা করছে। যদিও আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সামরিক চুক্তি রয়েছে। তার পরে জাপানকে আরও নিজস্ব সামরিক বাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে আমেরিকা দ্বিমত পোষন করছে না। চিনকে শায়েস্তা করতে আমেরিকা যে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন সবচেয়ে বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ না তাদের পণ্যের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়। তাহলে চিন একেবারে না খেতে পেয়ে মারা যাবে। চিনের শক্তিশালী আর্থিক বাজার হচ্ছে ইউরোপ। সেই ইউরোপ আমেরিকার অধীনে বলা যেতে পারে। ইউরোপ আমেরিকার কথা শোনে। তারা চিনের কথাকে একেবারে পাত্তা দেয়নি। তার ফলে চিন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন আমেরিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধু আমেরিকার সঙ্গে নয় তাইওয়ানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো রয়েছে তাদের সঙ্গে চিন কোনও রকমভাবে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করছে না বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনের ক্ষেপনাস্তর আছড়ে পড়েছিল জাপানের বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে। তা নিয়ে জাপান কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করেছে। এদিকে কানাজার কূটনীতিক জিম নিকেলকে ডেকে পাঠিয়ে ছিল চিনের বিদেশ মন্ত্রক। তাইওয়ান নিয়ে কানাডা চিনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল। তার ফলে চিন পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছে কানাডা সরকারতে এর সংশোধন করতে হবে। ভুল সংশোধন করতে বলা হয়েছে। এদিকে কানাডা সরকার বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা যা বলেছে তা ঠিক। সেখান থেকে এক পাও সরে আসবে না। তার ফলে কানাডার সঙ্গে চিনের কূটনীতিতে খানিকটা আঘাত লাগল বলা যেতে পারে। ক্ষেপনাস্ত্র ছোঁড়ার তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। তারা বলেছে সামরিক মহড়াতে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা কারাটা একেবারে আন্তর্জাতিক সামরিক আইন বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। চিনকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। চিন সমারিক মহড়াতে একেবারে অনড় অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের চেয়ারম্যান শিন জিংপিন বলেছেন সামরিক মহড়া বন্ধ করবে না চিন। কারোর আপত্তি থাকলে চিনের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ হতে পারে। তাইওয়ানের সীমান্ত ঘেঁষে ছয়টি এলাকায় চিন সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছিল। ৬৮ যুদ্ধ বিমান এবং ১৩ টি চিনা রণতরী এই সমারিক মহড়াতে অংশ গ্রহণ করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে তাইওয়ান বলতে শুরু করেছে চিন আন্তর্জাতিক সামরিক আইন লঙ্ঘন করছে। তারা চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। আকাশ পথ এবং সমুদ্র পথ ধরে তাইওয়ানকে হেনস্থা করছে চিন সরকার। তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী সু সেন চাং বলেছেন তারা তাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন। তবে অনেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে সামরিক মহড়ার তলে তলে চিন তাইওয়ান দখল করার চেষ্টা করছে। চিনের সরকারের সঙ্গে সেখানকার অধিকাংশ নাগরিকেরা মনে করে তাইওয়ান তাদের অংশ। সেই কারণে চিন নাগরিকদের মনে উত্তেজনা ফুটে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা চিনা যুদ্ধ বিমানের ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ান চিন যুদ্ধে চিনের জয় হবে বলে চিনা নাগরিকেরা মনে করে থাকে। তাইওয়ান চিনের অংশ।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিস্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে

বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবাই ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়। ভগবান সবাইকে তাঁর দূত করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। সব মানুষের জন্যই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠান। সেই কাজ করতে থাকে মানুষ। বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। সে বাংলায় এসেছে নারী শিক্ষা উন্নয়ন করতে। নারী শিক্ষার উন্নতি না করতে পারলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাবে। প্রথমেই দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ। সেটা একমাত্র শিক্ষাই করতে পারে।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে লোটো দলের নাম লিখিয়েছিলেন নজরুল
পৌরানিক কাহিনী অবলম্বিত গান গাইতে হতো তাঁকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলায় শ্যামা সঙ্গীত রচনাকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি হালিশহরে বসে যেভাবে একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণনগরের রাজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জমি জায়গা দিয়েছিলেন। তিনি সংসারী থাকলেও তাঁর একটি মাত্র কাজ ছিল তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করা। তাঁর সঙ্গীত এবং সুরে মুগ্ধ হয়ে যেত সবাই। তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীত রামপ্রসাদী সঙ্গীত হিসাবে বাংলায় খ্যাতি লাভ করে। বাংলার কালী সাধকেরা তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বাংলার বিখ্যাত গায়ক পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। যদিও সেই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল সকলেই কম বেশি শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কিন্তু তখন কলকাতায় শ্যামা সঙ্গীতের একটি রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিল। কবি নজরুল খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে লোটো দলের নাম লিখিয়েছিলেন। এই দলের কাজ ছিল লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা। নজরুল সেই সময় থেকেই সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। লোটো গান থেকে শুরু করে সেই সময়ে বহু পৌরানিক কাহিনী অবলম্বিত গান গাইতে হতো নজরুলকে। এটাই ছিল তখন তাঁর একমাত্র পয়সা রোজগার করার উপায়। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি অর্থ রোজগার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর পিতার আর্থিক সঙ্গতি খুব ভালো ছিল না। পিতা নিজেই খেতে পারতেন না। তিনি আবার তাঁর সন্তানদের কী করে খাওয়াবেন। সেই কারণে বাধ্য হয়ে জীবিকা অর্জন করতে লোটো দলে নাম লিখিয়েছিলেন কবি নজরুল। সেইখান থেকেই তিনি সঙ্গীত চর্চা করতে শুরু করলেন। তার ফলে বহু স্থানে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে হয়েছে। তিনি সব সঙ্গীত খুব মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। পয়সা রোজগার করতে গেলে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত শিখতে হবে সেটা অনুভব করেছিলেন। নাহলে কিন্তু অনুষ্ঠানের শ্রোতারা অনুষ্ঠান না শুনে স্থান ত্যাগ করতো। তখন গ্রামাঞ্চলে লোটোর দল সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিবেশন কালে একটি বড় থালা সকলের সামনে রেখে দিত। যারা গানে মুগ্ধ হতো তারা সেই বড় থালাতে টাকা পয়সা দিত নিজেদের সাধ্যমতো। সেই অর্থ জড়ো করে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হতো। নজরুল দেখতে পেলেন যে তাঁর শ্যামা সঙ্গীত এবং লোকগীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে গ্রাম বাংলার লোকেরা। তিনি বিভিন্ন স্বাদের লোক সঙ্গীত লোটো গান এবং শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। আবার কখনও কখনও তিনি রামায়ণ বা মহাভারতের কোনও একটি অখ্যান নিয়ে সঙ্গীত রচনা করে তা পরিবেশন করতেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গীতে নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সর্বত্র। তিনি আবার ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারতেন। এই সব গান তিনি শিখেছিলেন নিজের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন ওস্তাদ গায়কের পরিণত হয়েছেন। তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের হাফিজ বলা হতো। কবি নজরুল বাংলার সমস্ত স্তরের গানকে করায়াত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলার রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, ময়মনসিংহ গীতিকা, লোকসঙ্গীত, বাউল, ভটিয়ালি গান পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। খুবই অল্প বয়সে এই গানগুলিকে তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি সঙ্গীত জগৎ ত্যাগ করে সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করলেন ১৯১৭ সালে। তবে সেই সময়েও তিনি সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কবিতা রচনা করতে শুরু করে ছিলেন। সাহিত্য চর্চা এবং সঙ্গীত চর্চা ছিল তাঁর একটি প্রিয়তম নেশা। এই নেশাকে তিনি কোনও কালেও পরিত্যাগ করতে পারেননি। সেনা বাহিনীর চাকরি যখন তাঁর চলে গিয়েছিল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সাহিত্য চর্চা করেই দিন যাপন করবেন। প্রকাশ করলেন পত্রিকা 'ধূমকেতু'(১৯২২)। তবে তাঁর আগেই তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন।

বাংলার কবি মহলে তিনি স্থান গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী (১৯২১) কবিতা রচনার জন্য। তিনি জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির জন্য রচনা করতে থাকলেন একের পর এক স্বদেশি গান। স্বদেশি আঃেদালন যুগে বাংলার বিপ্লবীরা সরকার বিরোধী অভিযান কালে মুক্ত কণ্ঠে নজরুল গীতি গেয়ে নিজেদের উদিপ্ত করতো। সেই নজরুল এবার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন। বহু বার তিনি শ্যামা সঙ্গীত চর্চা করেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের সুর এবং ছন্দ তাঁর কাছে অজানা ছিল না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতেই বাংলার ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করলো। তবুও তিনি থামলেন না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেই চলবেন। কোনও শক্তি তাঁকে শাম্যা সঙ্গীত রচনা করতে বাধা দিতে পারেনি। বাংলার কালী সাধনা এটা নিজস্ব বিষয় ছিল। বাংলার কালী সাধনার মধ্যে একটি মাহাত্ম্য বিরাজ করতো। বাংলায় তন্ত্র সাধনায় কালী সাধনাকে দেখতে পাওয়া যায়। তন্ত্র সাধকেরা মা কালীকে প্রধান দেবী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাংলার গুপ্ত, সেন এবং পাল রাজত্ব কালে কালী সাধনা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে কালীকে বাদ দিয়ে বাংলার পুজা সংস্কৃতি কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বাংলায় দেবী দুর্গা পুজোর প্রন পড়ে আসে। তার আগে থেকেই বাংলায় কালী সাধনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রচিত হয়েছে কালিকা পুরান। তখন কালী দেবীকে কেন্দ্র করে কোনও মন্ত্র না থাকলে কালী পাঁচালি পাঠ করার প্রচলন ছিল। যেমন লক্ষনীর পাঁচালি পাঠ করা হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম আগে কালী পাঁচালি পাঠ করা হতো। তারপরে কালী মন্ত্র সৃষ্টি করা হল। বড় আকারে কালী পুজোর আয়োজন সৃষ্টি হল। এই সব কিন্তু বাংলায় তৈরি হয়েছিল। বাংলার কবি হয়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন না তা কেমন করে হয়।

তিনি তো সঙ্গীত রচনাকার। তিনি সবার জন্য উপযুক্ত শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে যেতে চান। তিনি হালিশহরের রামপ্রসাদের মতো শ্যামা সঙ্গীত রচনা করার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হোক না তিনি ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী। কোরানের কোথাও তো লেখা নেই যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করা যাবে না। নজরুল নিজে একদিকে ইসলাম এবং অন্যদিকে তিনি নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতেন। কবির কোনও জাত নেই। কবি সব জাতেই অবস্থান করতে পারেন। 'হিন্দু না কাফের জিজ্ঞেসে কোনও জন?' রামপ্রসাদ সেনের পথকে অনুসরণ করে কবি নজরুল যিনি ২৪৭টি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' এই গানটি কার শ্যামা সঙ্গীত। তবে যদি বলে না দেওয়া যায় তাহলে সবাই ভাবতে থাকবে এটা নিশ্চয় রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত। কিন্তু এই সঙ্গীত রচনা করেছেন কবি নজরুল। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। যেখানেই তিনি হাত দিচ্ছেন তাই সোনাতে পরিণত হচ্ছে। কবি নিজেই বলতেন তাঁর কোনও জাত নেই। তাঁর একটি মাত্র জাত তিনি মানুষ। তিনি পরাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হতেই তিনি কলম হাতে ধরেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি জাতীয় জাগরণ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্ত্রী প্রমিলা ছিলেন একজন হিন্দু রমনী। তিনিও কালী সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। নজরুল বেশির ভাগ সময়ে তাঁর স্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীই ছিলেন তাঁর চালিকা শক্তি। মুর্শিদাবাদের থাকার সময়ে লালগোলার বিদ্যালয়ের শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের কাছ থেকে কালী মাহাত্ম্য শুনতেন। কথা সহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বহু কালী কথা শুনেছেন। শোনা যায় তিনি একটি একবার তারাপীঠে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করতে। কালী সাধনায় তিনি এত বেশি মগ্ন সেই সময়ে ছিলেন যে একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে শুরু করে দিলেন। শুধু শ্যামা সঙ্গীত রচনা করলেন তা নয়, তিনি সেই সব সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুর দিতে শুরু করলেন। 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা' গান রচনা করে সেখানে মালকোষ রাগাশ্রীত সুর দিলেন। তিনি রামপ্রসাদ সেনের মতো মা কালীকে দেখেছেন কন্যা রূপে, মাতৃরূপে এবং অশুভশক্তিনাশিনীরূপে। বিদ্রোহী কবি কখন যে সবার অন্তরালে কালী সাধকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন তার খবর কেউ পায় নি। ''কতকাল আর থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী চাঁড়াল।'' কালী মায়ের কাছে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করেছেন তাঁর মাতৃভূমি আজও অত্যাচারী শাসক দ্বারা লঙ্ঘিত। নজরুলের শক্তির কাছে সবাইকে পরাস্ত হতে হয়েছিল।

মোল্লারা বহুবার চেষ্টা করেছে নজরুলকে প্রতিহত করতে কিন্তু পারেনি। 'মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোল্লার ক'ন হাত নেড়ে, দেব দেবীনাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!' বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে নজরুলকে ধর্মচ্যুত করতে। কিন্তু পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর দেশ ভক্তি, মানব প্রীতি পরিধিটা বিশাল। কলকাতার আকাশবাণীতে নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করা হলেও বাংলাদেশে নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত সেখানকার বেতারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ''মার হাতে কালি মুখে কালি, মা আমার কালিমাখা, মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি। মোর লেখাপড়া হ'ল না মা, আমি 'ম' দেখিতেই দেখি শ্যামা, আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি।'' সাধাক রামপ্রসাদ সেনের পরই বাংলার সেরা শ্যামা সঙ্গীতকার হলেন কবি নজরুল। কবি নজরুল চার হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন। তার মধ্যে শ্যামা সঙ্গীত রয়েছে। কবি কখনও হিন্দু দেবদেবী, গীতার পাশাপাশি কোরান এর মতো গ্রন্থের নাম উল্লেখ করছেন। সেই কারণে তৎকালীন মৌলবাদী শক্তিরা নজরুলের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। বহুবার তাঁর ধর্ম নিয়ে কথা উঠেছে। নজরুল বিরোধীরা এই নিয়ে সমাজের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু নজরুল এ সব ব্যাপারে একেবারে নিরব ছিলেন। তিনি এর উত্তর দিয়েছেন। মুখে নয়, কলমে। সেটাই এখানে উল্লেখ করে লেখা শেষ করবো। কবি নজরুল লিখছেন,-''কেউ বলেন আমার বীণা যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলামানকে এক জায়গায় ধরে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'' কবি নিজেই বলেছেন তাঁর কোনও জাত নেই। জাত বিচার করে তারাই যাদের কোনও ভালো করার ইচ্ছা নেই। যারা জগতে ভালো করতে চায় তাদের হাতে এতো সময় থাকে না কারোর জাত বিচার করতে। জাত না বিচার করে নিজেকে বিচার করো। নিজেকে বিচার কর কতখানি ভালো কাজ করে দেশ মাতৃকার জন্য আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। দেশকে স্বাধীন করাহ হচ্ছে লক্ষ্য। তার জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন। জাত বিচার করে অমূল্য সময় নষ্ট করো না।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ধনকুবের ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে ওই দেশে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার পর যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাই এবং প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের অভিযোগসহ বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিক্ষোভ হয়। গত শনিবার দেশটির ৫০টি অঙ্গরাজ্যে প্রায় ১ হাজার ২০০ বিক্ষোভ-সমাবেশ আয়োজন করার কথা ছিল। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এক দিনে এটিই সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ। গতকাল ওয়াশিংটনের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। হালকা বৃষ্টিও ছিল।

এরই মধ্যে শহরটিতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হতে শুরু করেন। ওয়াশিংটনের কানেটিকাট অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভকারীদের লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায়। শহরের ন্যাশনাল মল এলাকায় যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। এই বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল 'দেশে কোনো রাজা নেই', 'ট্রাম্পকে বিতাড়িত করুন' লেখা প্ল্যাকার্ড। ন্যাশনাল মল এলাকায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ একত্র হবেন বলে আশা করছিলেন বিক্ষোভের আয়োজকেরা। গত বিক্ষোভের নাম দেওয়া হয়েছে 'হ্যান্ডস অফ'। এর একটি অর্থ হতে পারে,' নিজের মতো চলতে দাও'। গতকালের বিক্ষোভে দেড় শটির মতো গোষ্ঠী অংশ নিয়েছে। সেগুলোর একটি 'ইনডিভিজিবল' গোষ্ঠীটির সহপ্রতিষ্ঠাতা এজরা লেভিন বলেন, বিশাল এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে তাঁরা ট্রাম্প, ইলন মাস্ক, রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ও তাঁদের মিত্রদের পরিস্কার বার্তা পাঠাতে চান যে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া হবে না। গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় বসার পর নতুন গঠন করা সরকারি দক্ষতা বিভাগের (ডিওজিই) দায়িত্ব দেন ইলন মাস্ককে। এরপর থেকে তাঁর দল কেন্দ্রীয় সরকারের ২৩ লাখ কর্মচারীর মধ্যে ২ লাখের বেশি পদ শূন্য করেছে। গতকাল মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাল্টিমোর শহরের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের কার্যালয়ের বাইরে অবস্থান নেন শত শত মানুষ। সংস্থাটি ডিওজিইর বড় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি সংস্থাটির সাত হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কার্যালয়ের বাইরে অবস্থান নেওয়া ব্যক্তিদের হাতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল। তাতে লেখা ছিল, 'আমাদের দেশ কোন দিকে যাচ্ছে', 'ডিওজিইকে চাকরিচ্যুত করুন', 'মাস্ককে মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দিন'। লিন্ডা ফ্যালকাও নামের একজন বিক্ষোভকারী বলেন, 'আমি আতঙ্কিত, আমি ক্ষুব্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের কী হতে পারে, তা ভেবে আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়ছি।' শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গতকাল ডেলাওয়ার, নর্থ ক্যারোলাইনা, মিনেসোটা, মিশিগান ও নিউইয়র্কেও ট্রাম্পবিরোধী জমায়েত করেন বিক্ষোভকারীরা। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার পর ট্রাম্পের নানা পদক্ষেপ সমালোচিত হয়েছে। ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের দিন থেকেই একরাশ নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন তিনি। এর মধ্যে রয়েছে অবৈধ অভিবাসন, বিদেশি সহায়তা, ট্রান্সজেন্ডার অধিকারসংক্রান্ত আদেশগুলো। ট্রাম্পের কোনো কোনো আদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে মামলা হয়েছে। কোনো কোনো আদেশ স্থগিত করেছেন আদালত।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আগেই গতকাল ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শুরু হয় ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বার্লিন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, প্যারিস ও লন্ডনে একত্র হন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের হাতে ধরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'আইনের শাসন', 'অত্যাচারী শাসককে প্রতিহত করুন', 'গণতন্ত্র রক্ষা করুন' স্লোগান। জার্মানির বার্লিনে টেসলার বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভকারী জড়ো হন। এ সময় তাদের হাতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ছিলো। প্ল্যাকার্ডে জার্মানিতে বসবাসরত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ডেমোক্র্যাট সমর্থকেরা ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান। তাঁদের হাতে ধরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'গণতন্ত্র রক্ষা করুন', 'হ্যান্ডস অফ' বা 'আমাদের নিজের মতো চলতে দাও', 'ট্রাম্প তোমার কর্মকান্ডে বিশ্ববাসী বিরক্ত, তুমি চলে যাও'। বার্লিনে ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন বিক্ষোভকারী। তারা বলেছেন, ' তোমাকে কেউ ভোট দেয়নি'। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের প্যালেস দে লা রিপাবলিকেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে।

৭ দিন পরও ধ্বংসস্তূপের পাশে গিয়ে স্বামীর নাম ধরে ডাকছেন স্ত্রী

মিয়ানমারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর এক সপ্তাহের বেশি সময় পেরিয়েছে। এখনো স্বামী ও দুই শিশুসন্তানের খোঁজে নির্ঘুম রাত কাটান হনিন। বিধ্বস্ত মান্দালয় শহরের যে ভবনের নিচে পরিবারের সদস্যরা চাপা পড়েছেন, সেখানে গিয়ে স্বামীর নাম ধরে ডাকাডাকি করেন। যদি কোনো সাড়া পাওয়া যায়। হনিন বলেন, পরিবারের সদস্যদের জন্য কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। ২৮ মার্চ মিয়ানমারে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মান্দালয়, সাগাইং ও রাজধানী নেপিডো। দেশটিতে ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার আহ শনিবার জানিয়েছে, ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৫৪ জন নিহত হয়েছেন। সংখ্যাটা প্রতিদিনই বা।ছে। আহত হয়েছেন ৪ হাজার ৮৫০ জন। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ২২০ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হনিনের স্বামী-সন্তানেরাও।

হনিনের মতো একই অবস্থা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর বাসিন্দাদের। ঘরবাড়ি ধসে পড়ায় আর আবার ভূমিকম্পের আশঙ্কায় এখনো তাঁরা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। প্রচণ্ড গরমে অনেকেই হিটস্ট্রোকের শিকার হচ্ছেন। ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া মরদেহ থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ। শৌচাগার ব্যবহার করতে পারছেন না অনেকে। এতে চর্মরোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

মিয়ানমারের ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ ও মন্দিরের পাশাপাশি সরকারি ভবনগুলোরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে পড়েছে নেপিডোর সুপ্রিম কোর্ট ভবন। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, ভূমিকম্পে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য-তাঁদের স্ত্রী, সন্তান ও মা-বাবা। ভূমিকম্পে মিয়ানমারের সামরিক স্থাপনাগুলোর কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা প্রকাশ করেনি সরকার। তবে ভূমিকম্পের কারণে জান্তা বাহিনীর সদস্যরা নৈতিকভাবে ব। ধাক্কা খেয়েছেন বলে মনে করেন ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের গবেষক ইয়ে মিও হেইন। তাঁর ভাষ্যমতে, যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় অনেক সেনা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নিতে পারছেন না। শুধু নেপিডো নয়, মিয়ানমারে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত সব এলাকায় এই সমস্যার মুখে পড়ছেন তাঁরা। জাতিসংঘের হিসাবে, ভূমিকম্পে মিয়ানমারের যেসব এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে ২ কোটি ৮০ লাখ মানুষের বসবাস। এই এলাকাগুলোয় অন্তত ১০ হাজার ভবন ধসে প।ছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকে বলছেন, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক শহর এলাকা পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন পড়বে বিপুল পরিমাণ অর্থের। ২০২১ সালে মিয়ানমারে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে জান্তা সরকার। এর পর থেকে দেশটিতে চলছে গৃহযুদ্ধ। এমনকি ভূমিকম্পের পরও জান্তাবিরোধী বিদ্রোহীদের ওপর বিমান হামলা চালানো হচ্ছে। মিয়ানমারে সহিংসতা শুরুর পর থেকেই দেশটি বিদেশি সহায়তা থেকে বিচ্ছিন্ন। এমনকি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে অর্থ ছাড়ের সুযোগ নেই তাদের।

এমন পরিস্থিতিতে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মিয়ানমারের পুনর্গঠন কীভাবে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্রাইসিস গ্রুপের মিয়ানমারবিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা রিচার্ড হরসি বলেন, ভূমিকম্পে মিয়ানমারে অন্তত ২০টি শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু প্রকল্পের জন্য চীন হয়তো ঋণ দিতে পারে। তবে জান্তা সরকারকে বিশ্বাস করে বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, ভূমিকম্পের পর জরুরি সহায়তা কার্যক্রম ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারেনি তারা। এদিকে ভূমিকম্পের পর চীন, রাশিয়া, ভারতসহ মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশ সহায়তার জন্য এগিয়ে এসেছে। গতকাল মান্দালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন জাতিসংঘের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তাসংক্রান্ত সংস্থার (ওসিএইচএ) প্রধান টম ফ্লেচার। তিনি বলেন, বিশ্বকে মিয়ানমারের মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

রাম নবমীর মিছিলে সম্প্রীতির ছবি, পুষ্পবৃষ্টি সংখ্যালঘুদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রাম নবমীতে মালদহে দেখা গেল সম্প্রীতির ছবি। রাম নবমীর মিছিলে পুষ্প বৃষ্টি করলেন সংখ্যালঘুরা। তাবু খাটিয়ে বিলি করা হল শরব, মিষ্টি। একাধিক জায়গায় স্বাস্থ্য শিবিরেরও আয়োজন করল মালদহের আটকোশী আঞ্জুমান আকবারিয়া ইসলামিয়া শহর মুসলিম কমিটি। তাঁরা যে রাম নবমীর আবহে এই আয়োজন করতে চলেছেন তা বেশ কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিলেন। এদিন মালদহে নানা প্রান্ত থেকে রাম নবমীর যে মিছিল আসছে সেখানে অংশগ্রহণকারীদের হাতে জল-শরব তুলে দিতে দেখা যায় মুসলিম কমিটির সদস্যদের। কমিটির সদস্যরা বলছেন, ‘‘মিছিলে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের শুধু জলই দিইনি লাড্ডুও দেওয়া হয়েছে। আমরা এভাবেই সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই। শুধু মালদহ শহর নয়। গোটা মালদহ জেলে, গোটা বাংলা, গোটা ভারতের মানুষের কাছে আমরা এর মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে চাই।’’ একই ছবি দেখা গেল বীরভূমের রামপুরহাটেও। রামপুরহাটের সংখ্যালঘু যুবকরা রাম নবমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের জল, মিষ্টি ও লাড্ডু খাওয়ালেন। এদিন রামপুরহাটে বকটুই যুবকবৃন্দের পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়। রিয়াজুল খান নামে এক বলছেন, ‘‘গরমের দাপট

খুব। এদিকে মিছিলে অনেক মানুষের ভিড়। দাবদাহে যাতে মিছিলে আসা মানুষদের কোনও অসুবিধা না হয় সে কারণেই আমরা প্রায় আড়াই হাজার মানুষের হাতে জল মিষ্টি তুলে দিলেন।’’ এদিকে যখন জল মিষ্টি দেওয়া হচ্ছিল তখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও গাড়ি থেকে নেমে রিয়াজুলদের থেকে জল খান। রামনবমীর মিছিলে এলাকার মুসলিম যুবকরা। তাঁরা রাম ভক্তদের খাওয়ালেন শরবত। রামের গানের তালে তাঁরাও নাচলেন। এই ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে। শনিবার দুর্গাপুরে রাম নাম করতে করতে কলসি নিয়ে হাঁটছিলেন রাম ভক্তরা। তখনই এলাকার মুসলমান যুবকরা শরবতের গ্লাস নিয়ে ঢুকে গেলেন সেই মিছিলে। রাম ভক্তদের তৃষ্ণা নিবারণ করলেন তাঁরা। রামের নামে জয়ধ্বনিও দিলেন। তারপরই তাঁরা নাচতে শুরু করলেন। দুর্গাপুরের সিএমইআরআই কলোনির পাশেই সোনারতরী আবাসিক কমিটি প্রতিবারের মতো এ বছরেও বজরংবলীর বাসরিক পুজোর আয়োজন করেছে। স্থানীয় একটি জলাশয় থেকে শোভাযাত্রা করে কলসিতে জল নিয়ে আসছিলেন মহিলারা। সেই সময় দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রতির ছবি ধরা পড়ল। রামনবমীকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয়, তার জন্য এদিন তৎপর ছিল পুলিশ প্রশাসন। তারই মাঝে সম্প্রতির ছবি দেখা গেল। মুসলিমদের দেওয়া গ্লাস ভর্তি শরবত খেলেন হিন্দুরা। কোলাকুলির আলিঙ্গনে এদিন যেন মিলেমিশে একাকার ইদ কমিটি আর রামনবমীর আয়োজকদের হৃদয়। বজরংবলীর আয়োজক কমিটির সদস্য দীপক মান ধন্যবাদ জানালেন মুসলিম যুবকদের। অন্যদিকে, হিন্দুদের শরবত দিয়ে শেখ আসিফ নামে এক যুবক বলেন, ‘‘রাম সবার। তাঁরা বিশ্বাস করেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায়। তাঁরা সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন।’’ অন্যদিকে, মালদহেও ধরা পড়ল সম্প্রীতির ছবি। রামনবমীতে সক্রিয় ভাবে অংশ নিচ্ছেন মুসলিমরা। তাঁদের দাবি, ইদ যেমন তাঁদের উৎসব, রামনবমীও তাঁদের উৎসব। মালদহ মুসলিম কমিটির তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সার্বিক ভাবে রামনবমীতে অংশ নেওয়ার জন্যে। মালদহ শহরেই কয়েক জায়াগায় তাঁদের তরফে প্যান্ডেল করা হবে। যেখান থেকে বিলি করা হবে শরবত, মিষ্টি। করা হবে স্বাস্থ্য শিবির।

এসএসসি কাণ্ডে সিঁদুরে মেঘ পর্যটনে, বুকিং বাতিল চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, বানারহাট , ৬ এপ্রিলঃ সুপ্রিম নির্দেশে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের আঁচ এসে পড়ল পর্যটন শিল্পে। গরমের ছুটিতে ডুয়ার্স বেড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করছেন অনেক চাকরিহারারা। এমনটাই দাবি পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রিসর্ট মালিক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের। গরমে প্রতিবছরই জমজমাট থাকে ডুয়ার্স। দক্ষিণের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান এখানে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ থাকে শিক্ষকদের। কারণ, তখন একমাস স্কুল বন্ধ থাকে। ফলে পরিবার নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘোরা যায়। কিন্তু এ বার পরিস্থিতি ভিন্ন। বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালতের এসএসসি নিয়ে আদেশের পর রিসর্টের থেকে বুকিং বাতিল করছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। যার জেরে দুচিন্তায় পড়েছেন রিসর্ট ও হোমস্টে মালিকেরা। পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ডুয়ার্স ফানসিটির কর্ণধার শেখ জিয়াউর রহমান বলেন, ‘‘প্রতি বছর শীত এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে বহু পর্যটক পাহাড়ে এবং ডুয়ার্সে বেড়াতে আসেন। গরমের মরশুমে স্কুল বন্ধ থাকে। তাই সেই সময়ে শিক্ষকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসে থাকেন। বৃহস্পতিবারের পর অনেক শিক্ষক তাঁদের বুকিং বাতিল করেছেন। তাই আমরা আমরা চিন্তিত। চাকরি বাতিলের প্রভাব পর্যটন ব্যবসাতেও পড়বে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।’’ পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত জিপসি অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মজিদুল আলম বলেন, ‘‘একটা বড় অংশের পর্যটক হলেন শিক্ষক। তাঁরা প্রতিবছর গরমের ছুটিতে বেড়াতে আসেন। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরিবার নিয়ে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে সব পরিকল্পনা এখন বাতিল করছেন। যার ফলে আমাদের ব্যবসা ধাক্কা খাবে।’’

OFFICE OF THE RAGHABPUR GRAM PANCHAYAT
Vill-Bongabari, P.O. Bongabari, Dist: Purulia(W.B),

Notice inviting e-Tender No:- WBPUR/RGP/P-II/NIT(e)-1/25-26

The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat invites e-tender for total 27(Twenty-seven)Nos. works from the bonafied, resourceful contractors. Date of uploading of N.I.T & other Documents (online) (publishing Date): **07.04.2025**. Documents download/sell start date (online): **07.04.2025**. Documents download/sell end date (online): **14.04.2025**. Bid submission start date (online): **07.04.2025**. Bid submission closing (online): **14.04.2025**. Bid opening date for Technical Proposals: **16.04.2025**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** contact Gram Panchayat Office.

Sd/- **Pradhan,**
Raghabpur Gram Panchayat

রামনবমীর সকালে বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে ‘গুলি’, নেপথ্যে কোন কারণ?

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ এপ্রিলঃ রামনবমীর সকালে গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য গাইঘাটার কৃষ্ণনগর এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, আহতের নাম আশুতোষ বিশ্বাস। তিনি কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আশুতোষ তাঁর স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বড়া বকুলতলা এলাকায় কেউ বা কারা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। ততক্ষণে গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটি আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, তাঁর বুকে গুলি লেগেছে। কে বা কারা কী কারণে গুলি চালাল, তা বুঝতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পুরনো কোনও শত্রুতার জেরেই গুলি-চালনার ঘটনা বলে

জানা গিয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকেও এই ঘটনার নিন্দা করা হয়েছে। বিজেপি নেতা প্রদীপ বিশ্বাস বলেন, ‘‘বিজেপি করার অপরাধেই কি গুলিটা হল? এটা পুলিশকে খুঁজে বার করতে হবে। আমরা এই বিষয়ে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছি।’’ অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘‘অন্যান্য জায়গায় রাজনৈতিক হানাহানি হলেও, গাইঘাটায় কখনও হয়নি। রামনবমীর দিন কিংবা ইদের দিন, এটা কোনও বিষয় নয়। সব কিছু নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে বার করুক।’’

বেরোতে পারলেন না, বাড়ির মধ্যে ঝলসে মৃত্যু হল বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, তপন, ৬ এপ্রিলঃ মোমবাতির আগুন পুড়ল বাড়ি। আর সেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধা। শনিবার মধ্য রাতে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার জামালপুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম লক্ষ্মী হেমব্রম (৬০)। রবিবার তপন থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১ টার সময় বাড়ির মধ্যে জ্বলন্ত মোমবাতি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের তীব্রতা দেখে এলাকার বাসিন্দারা গিয়ে বাড়ি থেকে বালতি-গামলা করে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বাড়ির ভিতরে তখন আটকে পড়েছিলেন বেশ কয়েকজন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও, বৃদ্ধাকে বের করে আনতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে আগুনে পুড়ে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে তপন থানার পুলিশ। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ভিতর থেকে বৃদ্ধার ঝলসে যাওয়া দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আগুনে শুধু বাড়ির কাঠামোই নয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, টাকা-পয়সা, পোশাক-আশাক, খাদ্যসামগ্রী সবকিছুই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

জঙ্গলে জলের স্রোত ধরে রাখছে বন দপ্তর

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৬ এপ্রিলঃ প্রতিটি বনে অন্তত একটি করে সজীব ওয়াটার হোল রাখাই লক্ষ্য বন দপ্তরের। পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসা জলধারা পাথর দিয়ে ঘিরে রাখলে এই গরমে জলপানে সুবিধা হবে বন্যপ্রাণের। সেই লক্ষ্যেই এখন পুরুলিয়ার জঙ্গলের বলেন, ‘‘নিশ্চিন্তপুর, খেরাবেড়া, রবিডি, চড়িদার জঙ্গলে দশটি জায়গায় ন্যাচারাল ওয়াটার হোল রয়েছে। সেগুলির দ্রুত সংস্কার করা হচ্ছে। বিশেষ নজরদারি চলছে ওয়াটার বডিগুলির উপরে, যাতে বন্যপ্রাণীরা ঠিকমতো পানীয় জল পায়।’’ কোটশিলার বাসিন্দা দিলীপ মাহাতো বলেন,

স্বাভাবিক জলের উৎসগুলো সংস্কারে ব্যস্ত বনকর্তারা। এখনও বর্ষার অন্তত দু’মাসের অপেক্ষা। এই পরিস্থিতিতে অরণ্যের বাসিন্দাদের তৃষ্ণা মেটানো নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন বনধিকারিকরা। পুরুলিয়া ডিভিশনের সিমনি জাবর এলাকায় বেড়েছে বন্যপ্রাণ। চিতাবাঘ ছাড়াও সেখানে রয়েছে হানি ব্যাজার, স্পটেড ক্যাটের মতো অতি বিরল বন্যপ্রাণ। অযোধ্যা পাহাড়েও রয়েছে রেসিডেন্ট হাতি, ভালুক, হরিণ, বন শুয়োর, ময়ূর, সজারুর মতো বন্যপ্রাণ। ফলে এখন থেকেই অরণ্যের জলাশয়গুলো সতেজ রাখতে চাইছে বন দপ্তর। বাঘমুন্ডির বিট অফিসার সাহেব মাহাতো ‘‘জঙ্গলের ভিতরে থাকা ছোট জলাশয় এবং ডাঁড়িগুিলো (জঙ্গলের মধ্যে জলাধার, যেখানে নিজে থেকেই জল জমে) বর্ষার প্রবল স্রোতে নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো পাথর, মাটি দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি যাতে ওখানে জল জমে থাকে।’’ পুরুলিয়া বন বিভাগের এডিএফও সায়নী নন্দী বলেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত সিমনি জাবর হরতান এলাকায় সাতটি এ ধরনের জলাশয় করা হয়েছে। আরও কাজ চলছে। আমাদের লক্ষ্য, বন্যপ্রাণ যেন জলের সন্ধানে লোকালয়ে না চলে আসে।’’ এর মধ্যেই ওয়াটার বডিগুলোর কাছে বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে বলে দাবি বনকর্তাদের।

বাড়ির সামনে কোলের শিশুকে পিষে দিল পুরসভার গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ রামনবমীর পোশাক পড়ে তৈরি হচ্ছিলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরনোর কথা ছিল শোভাযাত্রার। কিন্তু একটা আওয়াজে কার্যত চমকে গেলেন তিনি। ছুটে বাড়ির বাইরে বের হতেই হাউহাউ কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চোখের সামনেই ছোট ছেলেটাকে পিষে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পৌরসভার গাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ওই শিশুর। মৃতের নাম অংশ গড়। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কড়াই ফ্যাক্টরি এলাকায়। সেখানেই রবিবার সকালে ঘটল দুর্ঘটনা। শিশুটিকে উদ্ধার করে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত শিশুকে নিয়ে এসে শুরু হয় পথ অবরোধ। শিশুর বাবা অখিল গড় জানান, ‘‘রামনবমীর মিছিলে যাব বলে পোশাক পরে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। দুম করে একটা শব্দ শুনি। বাইরে বেরিয়ে দেখি পুরসভার গাড়ি চাপা দিয়েছে। বাড়ির সামনে খেলা করছিল ছেলে। পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ি চাপা দিয়ে চলে যায়। এর আগে অনেকবার গাড়ি আস্তে চালানোর জন্য হাতজোড় করে বারণ করেছি। কিন্তু শোনেনি। ঘরের সামনে এরকম একটা ঘটনা মানতে পারছি না। আমি বিচার চাই।’’ ঘটনার প্রতিবাদে টি এন মুখার্জী রোড অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভার উপর ক্ষোভ উগরে দেন তারা। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ হাজির হয় ঘটনাস্থলে।

‘হয় চাকরি ফিরিয়ে দিন, না হয় স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিন’, ক্ষোভ চাকরিহারাদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিলঃ যোগ্য অযোগ্য বাছাই করে যোগ্যদের হয় চাকরী ফিরিয়ে দিন, নাহলে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিন, এই দাবিকে সামনে রেখে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভে সামিল হলেন সদ্য

চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার কৃষক বাজারে জমায়েত করে চাকরিহারারা। চলে বিক্ষোভ। সুপ্রিম কোর্টে বহাল রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের রায়। দুর্নীতির দায়ে বাতিল প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীর চাকরি। তা নিয়েই হাহাকার নাগরিক মহলে, তপ্ত রাজনীতির আঙিনা। দোষ কার, কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা নিয়েও চাপানউতোরের অন্ত নেই। বাঁকুড়া জেলায় সব মিলিয়ে বাতিল হওয়া চাকরির সংখ্যা এক হাজারের উপর। চাকরিহারারা তো বটেই, সুপ্রিম রায়ের পর থেকে চরম হতাশায় পরিবারের সদস্যরা। আক্ষেপের সঙ্গেই অনেকে বলছেন, চাকরি চুরির অপবাদে অনেকেই পাড়ায়, গ্রামে, শহরে পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে যোগ্য ও অযোগ্যদের বাছাই করে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হলেন বাঁকুড়া জেলায় চাকরী হারা শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাঁদের পরিবারের একাংশ। তাঁদের দাবি যোগ্য হিসাবে চাকরি পেয়েও এখন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের গাফিলাতির কারনে তাঁদের চাকরিহারা হতে হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সদ্য চাকরি হারানো সকলেই চুরি করে চাকরি পেয়েছেন এমন অপবাদ শুনতে হচ্ছে। চূড়ান্ত আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে যোগ্য অযোগ্য বাছাই করে যোগ্যদের সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হোক নতুবা তাঁদের সকলকে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হোক, এই দাবি তুলেই চলল মিছিল। এদিকে সঙ্গে সরকারের উদ্দেশ্যেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। সাফ কথা, তাঁদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবার বন্ধ হোক। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই ১ বৈশাখের ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছেন চাকরিহারারা। ইতিমধ্যেই ১২ থেকে ১৩ মঞ্চ একজোট হয়ে ১ বৈশাখের মধ্যে বাস্তবচিত উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলছেন। সমস্যা সমাধান না হলে একজোট হয়ে নবান্ন অভিযানেরও ডাক দেওয়া হয়েছে।

‘‘ফর্ম নং আইএনসি-২৬’’
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) নিয়ম, ২০১৪ এর নিয়ম ৩০ অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে
আঞ্চলিক পরিচালকের সামনে
পূর্ব অঞ্চল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) নিয়ম, ২০১৪ এর নিয়ম ৩০ এর উপ-নিয়ম (৫) এর ধারা (ক) এর ক্ষেত্রে

এবং

কেআরএল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (হরিদ্বার) প্রাইভেট লিমিটেড (‘‘কোম্পানি’’) এর নিবন্ধিত অফিস, ১০এ অন্নপূর্ণা বিল্ডিং, ৬৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এর ক্ষেত্রে,
আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যাতে ২৪শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় ১০এ অন্নপূর্ণা ভবন ৬৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানির স্মারকলিপির পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে কোম্পানিটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা থেকে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হরিদ্বারে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করতে পারবে। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা জমা দিতে পারেন অথবা নিবন্ধিত ডাকযোগে তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা তার আপত্তি পাঠাতে পারেন, কলকাতার নিজাম প্লেসে অবস্থিত আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে, ।। এমএসও বিল্ডিং, তৃতীয় তল, ২৩৪৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, ১০এ অন্নপূর্ণা বিল্ডিং, ৬৮ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ একটি অনুলিপি সহ পাঠাতে হবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭.০৪.২০২৫

কেআরএল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (হরিদ্বার) প্রাইভেট লিমিটেডের বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বাক্ষর/-
অজয় সিং
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৮২৭০২৪৫

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councillors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & sidewall from H/O Swapan Das to H/O Bithi Das in Ward No-18 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-01/2025-26** Bid Submission closing date (Online)- **17/04/2025,** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/- **Chairperson**
Dankuni Municipality

জিটিটি ডাটা সলিউশনস লিমিটেড
(পূর্বে সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৮০ বুড়তলা স্ট্রিট, বড়বাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭।
টেলিফোনঃ ৭৭১৯৯১৩৩৫১ **যোগাযোগ ব্যক্তিঃ** শ্রী ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার **ইমেলঃ** info@gttdata.ai, **ওয়েবসাইটঃ** www.gttdata.ai,
সিআইএনঃ এল৬২০৯৯ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি ২১৮৮২৫

কোম্পানির আংশিক পরিশোধিত অধিকার ইকুইটি শেয়ারের উপর প্রথম এবং চূড়ান্ত আহ্বানের রেকর্ড তারিখের বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের রাইটস ইস্যু কমিটি (**‘‘রাইটস ইস্যু কমিটি’’**) ৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়, ১০ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখের লেটার অফ অফার অনুসারে, কোম্পানি কর্তৃক রাইটস ভিত্তিতে ইস্যু করা ১,৯১,৬১,৯১৫টি বকেয়া আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য প্রতি আংশিকভাবে পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য (প্রথম এবং চূড়ান্ত কল) ১৯.৫০/- টাকা (পরিশোধিত মূল্যের জন্য ৭.৫০/- টাকা এবং প্রিমিয়ামের জন্য ১২/- টাকা) প্রথম এবং চূড়ান্ত কল করার অনুমোদন দিয়েছে।
রাইটস ইস্যু কমিটি শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ (রেকর্ড ডেট) তারিখটি রেকর্ড ডেট হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যাতে আইএসআইএন-আইএন৯৯৫৯বি০১০১৫ থাকা আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের ধারকদের নির্ধারণ করা হয, যাদের কাছে কল নোটিশ পাঠানো হবে। উক্ত রেকর্ড ডেটের তথ্য বিএসই লিমিটেড (স্টক এক্সচেঞ্জ) -কেও জানানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত। আংশিক পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের আইএনআইএন-আইএন৯৯৫৯বি০১০১৫ শুক্রবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক স্থগিত করা হবে।
প্রথম এবং চূড়ান্ত আহ্বান সম্পর্কিত আরও বিশদ বিবরণ প্রথম এবং চূড়ান্ত আহ্বান নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যা যথাসময়ে যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রেরণ করা হবে।
এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এতদ্বারা দেওয়া হচ্ছে।

জিটিটি ডাটা সলিউশনস লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বে সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড নামে পরিচিত)
তারিখঃ এপ্রিল ৫, ২০২৫ — **স্বাক্ষর/- ইব্রাহিম নিমুচওয়ালা**
স্থানঃ পুনে — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C) / Br.-VI, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 46**; Estimated Cost : **₹ 2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(2) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 47**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(3) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 51**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(4) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 52**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(5) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 53**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(6) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 54**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(7) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 55**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(8) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(9) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(10) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/CHOKAGES/2025-2026
Name of work : **Urgent removal of Chokages and Repairing of Damaged / Collapsed Sewers in Ward No. 62**; Estimated Cost : ₹ **1,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**.
(11) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 46**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(12) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 47**; Estimated Cost : ₹ **1,75,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,500.00**.
(13) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 51**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(14) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 52**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(15) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 53**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(16) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 54**; Estimated Cost : ₹ **2,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(17) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 55**; Estimated Cost : ₹ **3,75,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**.
(18) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **2,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(19) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **2,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.
(20) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/PITCOVER/2025-2026
Name of work : **Replacement of Damaged / Broken / Missing Pit Covers to avoid accidents in Ward No. 62**; Estimated Cost : ₹ **3,50,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**.
(21) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/046/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 46**; Estimated Cost : ₹ **3,75,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**.
(22) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/047/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 47**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(23) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/051/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 51**; Estimated Cost : ₹ **2,30,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**.
(24) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/052/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 52**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(25) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/053/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 53**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(26) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/054/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 54**; Estimated Cost : ₹ **2,80,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**.
(27) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/055/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 55**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(28) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/060/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 60**; Estimated Cost : ₹ **2,30,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,600.00**.
(29) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/061/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 61**; Estimated Cost : ₹ **4,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.
(30) NIT No. : KMC/DG(C)/BR-VI/062/POTHOLES/2025-2026
Name of work : **Urgent repair of Potholes, Depressions and Cross-Cuts of road surface in Ward No. 62**; Estimated Cost : ₹ **2,00,000.00 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **365 Days (For Sl. No. 1 to 30)**; Last date and time of submission of bid : **20.04.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 30)**; Tender opened on : **22.04.2025 - 3 pm (For Sl. No. 1 to 30)**; The bid forms and other details are available on and from **07.04.2025 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 30)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 30).** 28/25-26

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

অক্টোবরে ওলোলাদে ক্যাটওয়াকের বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন

মডেল হতে হলে দেখতে সুন্দর হতে হবে, লম্বা হতে হবে, নিখুঁত হতে হবে এমন একটা ধারণাই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। নইলে ফ্যাশনবোদ্ধাদের নেতিবাচক মন্তব্যের তির এসে বিঁধবে গায়ে। নাইজেরিয়ান মডেল ওলোলাদে আয়েলাবোলার মডেলিং জীবনের শুরুর দিককার গল্পটাও এমনই ছিল। লাগোস ফ্যাশন উইকের অডিশনে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কেবল কম উচ্চতার জন্য বাদ পড়তে হয়েছিল তাঁকে। মন ভেঙে গিয়েছিল। লাগোসে গেল অক্টোবরে সেই ওলোলাদেই ক্যাটওয়াকের বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শারীরিক গড়ন কিংবা রোগের জন্য আদতে কেউ 'অযোগ্য' হয়ে যান না, এই বার্তা ছড়িয়ে দিতেই তিনি ব্যতিক্রমী সেই ক্যাটওয়াকের আয়োজন করেছিলেন। ওলোলাদে আয়েলাবোলা ছয় বছর ধরে পেশাদার মডেলিং জগতে কাজ করছেন। তবে লাগোসের সেই ঘটনা ভোলেননি তিনি। তাই তো এমন এক আয়োজনের কথা ভেবেছেন, যেখানে বহু ধরনের মডেল যোগ দিতে পারবেন, তুলে ধরতে পারবেন নিজের প্রতিভা। আর তা দেখে অনুপ্রাণিত হবেন অন্যরাও, কৃত্রিম সৌন্দর্যের পিছে না ছুটে নিজস্বতার ছাপ রাখবেন কাজের জগতে, ছুটবেন নিজের স্বপ্নের পেছনে।

রেকর্ড ভাঙার গল্পটা

ক্যাটওয়াকে একজন মডেলের সবচেয়ে বেশি দূরত্ব হাঁটার রেকর্ডটা এখন ওলোলাদে আয়েলাবোলার দখলে। অক্টোবরের সেই আয়োজনে ১২৫.১১ কিলোমিটার হেঁটেছেন ২৬ বছর বয়সী এই তরুণী। সময় লেগেছে পাঁচ দিন। গোটা পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে বেশি দূরত্ব কেউ হাঁটেননি কোনো ক্যাটওয়াকেই।

তবে এই হাঁটা একলা হাঁটেননি তিনি। বহু ধরনের মানুষ ছিলেন তাঁর সঙ্গে। স্থূল মডেল, নির্দিষ্ট গোত্রের চিহ্ন বহন করা মডেল, এমনকি শ্বেতীরোগে আক্রান্ত মডেলও হেঁটেছেন এই আয়োজনে।

এতটা পথ হাঁটতে গিয়ে

এত লম্বা ক্যাটওয়াকের প্রতিটি অংশেই ওলোলাদেকে আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। দৃষ্টিনন্দন সব পোশাক পরেছিলেন তিনি। এসব পোশাকের অনেকগুলোই তাঁর দেশ নাইজেরিয়ায় তৈরি করা। এত বড় আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রশিক্ষণ ও চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন নিয়মিত। তবে এতটা লম্বা পথ হাঁটতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পায়ে যন্ত্রণা হয়েছে সেই সময়। যখন পা ফেলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তখন পায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন ব্যান্ডেজ। নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই হাঁটা কেবল নিজের জন্য হাঁটছেন না তিনি, হাঁটছেন অন্যদের জন্যও।

সেই ক্যাটওয়াকে তিনি প্রতিবার পা ফেলছিলেন মডেলিং আর ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজে প্রচলিত সব একপেশে ভাবনা আর চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে একেকটি পদক্ষেপ হিসেবে। বহু মানুষ নিজেদের কাজ ফেলে তাঁকে উৎসাহ দিতে এসেছিলেন। এই ব্যাপারটাও ছিল তাঁর জন্য ইতিবাচক।

আপনি যেমন, তেমনই দারুণ

লাগোস ফ্যাশন উইকের সেই ঘটনার পর ওলোলাদে ভেবেছেন সেই সব মানুষের কথা, সমাজের প্রচলিত চিন্তাভাবনার জাঁতাকলে পড়ে যাঁরা পদে পদে বাধার সম্মুখীন হন।

সৌন্দর্য কি আদতে পাল্লাপাথরে মেপে দেখার বস্তু? গায়ের রং, ত্বকের অবস্থা, উচ্চতা কিংবা শারীরিক গড়ন তো কারও পরিচয় হতে পারে না। প্রতিভা, মেধা আর পরিশ্রম দিয়েই বরং একজন মানুষকে মূল্যায়ন করা উচিত। অক্টোবরের ফ্যাশন আয়োজনে সেই বার্তাই ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন ওলোলাদে।

সমাজের চোখে আপনার বাহ্যিক সৌন্দর্যে 'খামতি' থাকতে পারে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হলে আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

গরমকালে লোশন ব্যবহার করা যাবে না, এমন ধারণা ভিত্তিহীন

প্রকৃতি থেকে শীত বিদায় নিয়েছে, জেঁকে বসতে শুরু করেছে চৈত্রের গরম। এ সময়ে ত্বক ঘামে এবং স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা তেলতেলে থাকে। অনেকেই মনে করেন, গরমের সময় তাই লোশন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আসলেই কি তাই? পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। আর সেসব দেশের মানুষকেও লোশন ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাই গরমকালে লোশন ব্যবহার করা যাবে না, এমন ধারণা ভিত্তিহীন।

'অতিরিক্ত গরমের সময় ঘামের সঙ্গে আমাদের ত্বক থেকে জল ও আর্দ্রতা বেরিয়ে যায়। আর ত্বকের এই আর্দ্রতাকে ধরে রাখতে গরমকালেও লোশন ব্যবহার করা উচিত। শুষ্ক ত্বকের অধিকারীরা গরমকালে সাধারণ লোশন ব্যবহার করলেও যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত বা মিশ্র, তাঁরা বেছে নিতে পারেন ওয়াটার বেজড বা জেল বেজড লোশন।

১. স্নানের পর লোশন ব্যবহার করা ত্বকের জন্য সবচেয়ে উপকারী। স্নানের সময় সাবান বা বডিওয়াশ ব্যবহারের কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, লোশনের ব্যবহারে ত্বকের শুষ্কতা কমে যায়।

২. লোশন ব্যবহারের পর ত্বকে যদি তেলতেলে ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহলে ত্বকের ওপর আলতোভাবে টিস্যু চেপে অতিরিক্ত তেল মুছে নিতে হবে।

৩. ময়েশ্চারাইজারসমৃদ্ধ সাবান ব্যবহার করলে ত্বক খুব বেশি শুষ্ক হয় না। তাই খুব ভারী লোশন ব্যবহার না করে হালকা লোশন বেছে নিতে হবে।

৪. শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) যন্ত্রের শীতল বাতাস ত্বকের আর্দ্রতা কমিয়ে দেয়। তাই যাঁরা দিনের বেশির ভাগ সময় এসির বাতাসে থাকেন, তাঁদের নিয়মিত লোশন ব্যবহার করতে হবে।

৫. লোশন ব্যবহার করার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে এটি ত্বকের স্বাভাবিক পিএইচের মাত্রা বজায় রাখে।

৬. অনেকে লোশন ও হেভি ক্রিম বা অয়েন্টমেন্টকে একই জিনিস ভেবে ভুল করেন। অয়েন্টমেন্ট কেবল শীতকালেই ব্যবহার করা উচিত, তবে লোশন যেকোনো ঋতুতেই ব্যবহার করা যায়।

গরমকালে ত্বকের জন্য সান স্ক্রিনযুক্ত লোশন বেছে নিন। এটি ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচিয়ে বার্ধক্যের প্রক্রিয়াকে মন্থর করবে। এ ছাড়া ত্বককে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেবে।

অতিরিক্ত শুষ্ক বা তৈলাক্ত মাথার ত্বক খুশকির অন্যতম কারণ

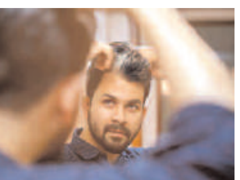

ছেলেদের চুলের প্রধান শত্রু খুশকি। বলা হয়, মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এ সমস্যায় বেশি ভোগেন। মেলাসিজিয়া ছত্রাক, সঠিক যত্নের অভাব, দূষণ, আবহাওয়া, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস, অতিরিক্ত শুষ্ক বা তৈলাক্ত মাথার ত্বক খুশকির অন্যতম কারণ। যেকোনো সময়ের তুলনায় শীতে খুশকির প্রকোপ বেড়ে যায়। অধিকাংশ ছেলের ধারণা, শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করলেই খুশকি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। শ্যাম্পু ব্যবহার করলে মাথার ত্বকের মৃত কোষ দূর হয় অল্প পরিমাণে। ভালোভাবে মাথার ত্বক পরিষ্কার হয় না। বিশেষ করে যাঁদের মাথার ত্বক বেশি শুষ্ক বা তৈলাক্ত বা অনেক বেশি খুশকিযুক্ত, তাঁদের এক্সফোলিয়েশন অত্যন্ত জরুরি। অনেকের কাছে মাথার ত্বকের এই এক্সফোলিয়েট করাটা বেশ ঝামেলার মনে হতে পারে। কিন্তু এক্সফোলিয়েশন প্রতিদিন করার প্রয়োজন নেই। শুষ্ক ত্বকে সপ্তাহে এক দিন ও তৈলাক্ত ত্বকে দুই দিনই যথেষ্ট। ঘরে থাকা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে খুব সহজেই মাথার ত্বকের এক্সফোলিয়েটর বানিয়ে ফেলা যায়। এক টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগার ও আধা চামচ লবণ মেশালেই চলবে। মাথার ত্বকে মৃদু ঘষে লাগান। তবে এক্সফোলিয়েটের পর শ্যাম্পু করা উচিত নয়। কারণ, এক্সফোলিয়েট করার পর চুলের গোড়া নরম থাকে। চাইলে এক্সফোলিয়েট করার আগে শ্যাম্পু করা যেতে পারে। ছেলেদের চুল নিয়ে যে সমস্যা দেখা দেয়, সেটার অন্যতম কারণ তাঁদের অসচেতনতা ও জীবনযাপন। চুল পড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করলেও, সঠিক কারণটি বের করতে চান না অনেকেই। অনেকে ওজন কমাতে খাওয়া কমিয়ে দেন। ফলে শরীর সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত হয়, প্রভাব পড়ে চুলে।

যুক্তরাজ্যের আইনসভার দুই সদস্যকে আটক

ওয়াশিংটন, ৬ এপ্রিলঃ যুক্তরাজ্যের আইনসভার দুই সদস্যকে আটক করেছে ইসরায়েল। ব্রিটিশ আইনসভার একটি প্রতিনিধিদলের অংশ হিসেবে তাঁরা ইসরায়েল সফরে গিয়েছেন। তবে তাঁদের কোনো কার্যালয়ে ঢুকতে দেয়নি ইসরায়েল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান। ইসরায়েলের মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলেছে, আটক দুই আইনপ্রণেতা হলেন ব্রিটিশ লেবার পার্টির ইউয়ান ইয়াং ও আবতিসাম মোহামেদ। দেশটির সন্দেহ, ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকলাপ নথিভুক্ত করা ও ইসরায়েলবিরোধী ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের। তাই তাঁদের আটক করা হয়েছে। ইয়াং নির্বাচনী এলাকা আর্লি ও উডলির প্রতিনিধি এবং মোহামেদ শেফিল্ড সেন্ট্রালের প্রতিনিধি। উভয়ই গতকাল লুটন থেকে ইসরায়েলে যান। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যামি বলেছেন, 'ইসরায়েল সরকারে আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুকে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে এমন আচরণ করা উচিত না। আমরা পার্লামেন্টের ওই দুই সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁদের সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছি।'

ইসরায়েলি সেনারা কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি অগ্নিনির্বাপণের কাজে ব্যবহৃত ট্রাকে যে নির্বিচারে গুলি, ১৫ চিকিৎসাকর্মী নিহত

গাজা, ৬ এপ্রিলঃ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় গত ২৩ মার্চ ইসরায়েলি সেনারা কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি অগ্নিনির্বাপণের কাজে ব্যবহৃত ট্রাকে যে নির্বিচারে গুলি চালান, সে ঘটনার ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই ভিডিও চিত্রের সঙ্গে এ ঘটনা নিয়ে ইসরায়েলের দেওয়া বর্ণনার মিল নেই। ঘটনাটিতে ১৫ উদ্ধারকর্মী (চিকিৎসাকর্মী) নিহত হয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিআরসিএস) এ ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, অ্যাম্বুলেন্সসহ ওই গাড়িগুলো রাতের অন্ধকারে সম্মুখবাতি জ্বালিয়ে ও জরুরি ফ্লাশলাইট চালু রেখে ছুটে চলেছে। হঠাৎই এসব যানের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়। পিআরসিএস বলেছে, ভিডিওটি একজন প্যারামেডিকের ফোন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনিও ওই ঘটনায় নিহত হন। এর আগে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) যানবাহনগুলোর সম্মুখবাতি জ্বালানো ও জরুরি সংকেত বাতি চালু রাখার কথা প্রাথমিকভাবে অস্বীকার করেছিল। এখন ভিডিও প্রকাশিত হওয়ায় আইডিএফ সংবাদমাধ্যমকে বলেছে, 'ওই ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত ভিডিও চিত্রসহ সব দাবি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে। এর মাধ্যমে ঘটনাক্রম ও পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে, তা বোঝার চেষ্টা করা হবে।' ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একজন চিকিৎসাকর্মী ইতিপূর্বে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, অ্যাম্বুলেন্সগুলো পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা ছিল এবং এগুলোর ভেতর ও বাইরের বাতি জ্বালানো ছিল। প্রকাশিত ভিডিওর বিষয়ে পিআরসিএস বলেছে, এ ভিডিও দৃশ্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, গুলিবর্ষণের মুখে অ্যাম্বুলেন্সসহ যানগুলো একটি রাস্তার ধারে থেমে যায়, তখনো সেগুলো থেকে আলো জ্বলছিল এবং অন্তত দুজন জরুরি কর্মী আলো প্রতিফলিত হয়

এমন পোশাক পরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। যে যান থেকে ভিডিও করা হচ্ছিল, সেটির কাচের পর্দা ফেটে যেতে দেখা যায় এবং ছবি তোলার সময় কয়েক মিনিট ধরে গুলির শব্দ শোনা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, যিনি ভিডিও ধারণ করছিলেন, নিহত প্যারামেডিকদের একজন তিনি। হামলার ওই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ঘটনাস্থলের একটি অগভীর খাদ থেকে ওই চিকিৎসাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর ফোন থেকে পাওয়া যায় ভিডিও ফুটেজটি। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আটজন প্যারামেডিক, গাজার ছয় বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী ও জাতিসংঘের একজন কর্মী। অ্যাম্বুলেন্সসহ বিধ্বস্ত যানগুলোর পাশে এই ১৫ জনের মরদেহ বালিচাপা দেওয়া ছিল। নিরাপদে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে কয়েক দিন ইসরায়েলের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হয়েছে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে। ইসরায়েলের দাবি, ওই ঘটনায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ও ইসলামিক জিহাদের কয়েক সদস্য নিহত হয়েছেন। কিন্তু এ দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ সরবরাহ করেনি তারা। যানগুলোর আরোহীরা যে ইসরায়েলি সেনাদের জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়েও তারা কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। এ সপ্তাহের শুরুর দিকে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সারও আইডিএফের সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আইডিএফ এলোপাতাড়ি কোনো অ্যাম্বুলেন্সে হামলা করেনি।' বেঁচে যাওয়া প্যারামেডিকদের একজন আইডিএফের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুললে এ বাহিনী ঘটনাটি তদন্ত করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্যারামেডিক মুন্থার আবেদ বলেন, 'দিন হোক আর রাত, একই ঘটনা ঘটে। (অ্যাম্বুলেন্সের) ভেতর ও বাইরের বাতি জ্বালানো থাকে। আপনি দেখলেই বুঝবেন, এগুলো অ্যাম্বুলেন্স ও তা ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্টের। গুলিবর্ষণের মুখে পড়ার আগে পর্যন্ত যানগুলোর সব বাতি জ্বলছিল।' ইসরায়েলের ওই হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এই চিকিৎসাকর্মী কোনো ধরনের উগ্রপন্থার সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার কথাও নাকচ করে দেন। মুন্থার আবেদ বলেন, 'ওই যানগুলোর আরোহীরা সবাই ছিলেন বেসামরিক নাগরিক। কোনো সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। আমাদের প্রধান কাজ হলো, অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেওয়া ও জনগণের জীবনরক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এর বেশি বা কম নয়।' এদিকে গত শুক্রবার জাতিসংঘে বক্তব্য দানকালে ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতি ইউনিস আল-খতিব প্রকাশিত ওই ভিডিওর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'দলের যে কর্মীরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের একজনের কণ্ঠ আমি শুনেছি। গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার আগে তাঁর সর্বশেষ কথা ছিল, ''...মা আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমি লোকজনকে শুধু সাহায্যই করতে চেয়েছিলাম। আমি মানুষের জীবনরক্ষায় কাজ করতে চেয়েছিলাম। এটা হৃদয়বিদারক।' ওই ঘটনাকে নৃশংস অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে রেড ক্রিসেন্টের এই কর্মকর্তা এটির নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চান এবং দোষী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানান। ২৩ মার্চের হামলার ওই ঘটনায় এখনো একজন চিকিৎসাকর্মী নিখোঁজ।

দেশবাসীকে 'অনমনীয়' হতে বললেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ এপ্রিলঃ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য প্রবেশের ওপর ১০ শতাংশ ভিত্তি ধরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বজুড়ে আরোপ করা শুল্ক শনিবার থেকে কার্যকর হয়েছে। ফলে দেশটির আমদানি করা সব পণ্যের ওপর এদিন থেকেই বাড়তি অর্থ আদায় শুরু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এদিকে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাজারে অস্থিরতা এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশবাসীকে 'অনমনীয়' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় পড়া দেশগুলোর অন্যতম যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের নেতারা বলেছেন, ট্রাম্পের ঘোষণার পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে কোনো কিছুই তাঁরা বিবেচনার বাইরে রাখছেন না। আর ওই ঘোষণায় বিশেষভাবে ধাক্কা খাওয়া চীন এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। গত বুধবার হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প তাঁর নতুন শুল্কনীতি ঘোষণা করেন। এর দুই দিন পর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি প্রধান পুঁজিবাজারের সূচকই ৫ শতাংশের বেশি কমে যায়। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সময় অর্থাৎ ২০২০ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটির পুঁজিবাজারের জন্য এটিই ছিল সবচেয়ে খারাপ সপ্তাহ। ফেডারেল সরকারের আকার (জনবল ও খরচ) কমানোসহ ট্রাম্পের নতুন আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক ও অন্যান্য শহরের রাস্তায় নেমে আসেন হাজারো মানুষ। তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুঁজিবাজারের ওই অস্থিরতাকে 'অর্থনৈতিক বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এতে জিতবে (অস্থিরতা কাটিয়ে উঠবে)।' ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া একটি পোস্টে দেশবাসীর উদ্দেশে লেখেন, 'অনমনীয় হোন, এটি সহজ হবে না, কিন্তু শেষমেশ যে ফলাফল আসবে, তা হবে ঐতিহাসিক।' ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার ধাক্কা ইতিমধ্যে লেগেছে যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ ও এশিয়ার পুঁজিবাজারে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুক্তরাজ্যের পুঁজিবাজারের সূচকও কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। পাঁচ বছরের মধ্যে এটি দেশটির পুঁজিবাজারে সবচেয়ে বড় ধসের ঘটনা। জার্মানি ও ফ্রান্সের পুঁজিবাজারেও একই রকম সূচক কমেছে। ট্রাম্পের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে বড় বিক্ষোভ হলেও এ নিয়ে হোয়াইট হাউস এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রকে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' এনে দিতে বিশ্বজুড়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে শুল্কের খড়্গ চাপিয়েছেন, তার ধাক্কা সামলাতে হবে মার্কিনদেরও। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের যেসব দেশ থেকে নিয়মিত পণ্য কিনে থাকে, সেসব দেশের প্রায় সবাই দেশটিতে রপ্তানি করা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে পোশাক থেকে শুরু করে কফিসবকিছুতেই বাড়তি অর্থ গুনতে হবে যুক্তরাষ্ট্রবাসীকে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা জারি করে ট্রাম্প দেশটিতে প্রবেশ করা শত শত কোটি ডলারের পণ্যে ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। যেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য 'সবচেয়ে খারাপ' বলে বিবেচনা করেছেন, সেসব দেশের ওপর তিনি চাপিয়েছেন ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের বোঝা।

হুগলির বিভিন্ন জায়গায় মহাসমারোহে পালিত হল বাসন্তী দুর্গাপুজো এবং অন্নপূর্ণা পুজো

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ শ্রীরামপুর নিউ বয়েজ় ক্লাবের বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপে একই বেদিতে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণার পুজো চলছে পরম্পরা মেনে। এ দিন স্থায়ী বেদিতে পুজো দেন স্থানীয়রা। অষ্টমী তিথিতে বাসিন্দাদের ভোজ দেওয়া হবে। উদ্যোক্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এ বার ভক্তদের মহাপ্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলারেরা স্থানীয়দের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। পরিবেশ রক্ষা ও গাছ বসানোর অঙ্গীকার করে বাসন্তী পুজোয় মাতলেন চুঁচুড়া এম জি রোড যুব সঙ্ঘের সদস্যরা। ৬৯তম বর্ষের বাসন্তী পুজোয় প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে জলাভূমি সংরক্ষণ ও গাছ বসানোর বিকল্প কোনও পথ নেই বলে শনিবার অষ্টমী পুজোর দিন মণ্ডপ থেকে প্রচার করেন উদ্যোক্তারা। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'সারা বছর রাস্তার ধারে গাছ বসানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। দুর্গা পুজোর আদলেই পুজো হবে। ষষ্ঠীর দিন থেকে খিচুড়ি, পায়েস, পোলাও দিয়ে মায়ের ভোগ নিবেদন করা হবে। পুজো মণ্ডপ থেকে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালে গুটিকয়েক যুবক এই পুজোর সূচনা করেন। তারপর থেকে পরম্পরা মেনেই চলছে পুজো। পুজো মণ্ডপে এসে জনসংযোগ করেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা। সম্প্রীতিই প্রাণভোমরা ঐতিহ্যবাহী বহু প্রাচীন দিঘির মেলার শ্রীরামপুর বড় বাগানে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে ২৫ বছর ধরে অন্নপূর্ণার পুজো হচ্ছে। একচালার প্রতিমায় মায়ের হলুদ মুখমণ্ডল প্রতিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাড়ির প্রবীণ বংশধর মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাড়ির পুজোকে ঘিরে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরা সবাই একসঙ্গে হয়ে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিই।' বাড়ির কর্তা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘরোয়া ভাবেই সমস্ত উপাচারে পুজো হচ্ছে। শেওড়াফুলিতে বংশ পরম্পরা মেনে ঘোষ বাড়িতে পুজো করে আসছেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সুবীর ঘোষ। এ দিন স্থানীয়দের পঙক্তি ভোজ করান। সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরাও অংশ নেন। সুবীর ঘোষ বলেন, 'ধর্মীয় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা নিয়েই আমরা সহাবস্থান করে আসছি। পুজো, ইদ, সব কিছুতেই আমরা মিলিত হই।'

রাম নবমী পালন করলেন চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা

দুরন্ত বার্তা, চাঁপদানি, হুগলি, ৬ এপ্রিলঃ তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত চাঁপদানি পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা ঘটা করে রামনবমী পালন করলেন। তিনি বলেন রাম নবমী কে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতাদের একের পর এক মন্তব্যে মনে হচ্ছে তারাই রামকে জন্ম দিয়েছেন। তারাই রাম নবমীর প্রবর্তক। তিনি বলেন রাম সবার। আসুন আজ আমরা এই মহোৎসবে সবাই মিলে রামনবমী উদযাপন করি। এই আহ্বান চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রার। চাঁপদানী পৌরসভার জি টি রোডে চাঁপদানী বাজার এলাকায় পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে রাম সীতা পূজিত হয়। সঙ্গে হয় মহাযজ্ঞ এবং সমবেত গীতা পাঠ। রাম নবমী উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা চাঁপদানী পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড মঞ্জুশ্রী সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু হয়। চাঁপদানী কে মিনি ভারত বলা হয় সমস্ত ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের মানুষদের পাশাপাশি চাঁপদানীর মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাসের ঢল দেখা মিলল রাম নবমীর দিন । রবিবার সকালে মঞ্জুশ্রী প্রাঙ্গণ থেকে এই শোভাযাত্রা জিটি রোড ধরে এক নম্বর ওয়ার্ড, তিন নম্বর ওয়ার্ড, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, ১৯ নম্বর ওয়ার্ড, নয় নম্বর ওয়ার্ড, এবং ১০ নম্বর ওয়ার্ড, চাঁপদানী পৌরসভার সামনে পলতা ঘাটের সামনে দিয়ে পরিক্রমা করে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের হনুমান মন্দিরে এসে জমায়েত হয় । ফের শোভাযাত্রা পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরে এসে উপস্থিত সমস্ত রাম ভক্তদের জন্য পানীয় জল ও মিষ্টি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। সুরেশ মিশ্রা বলেন বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছর বেড়েছে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তের সংখ্যা। এবছর প্রায় তিন হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল বলে জানান। তবে আয়োজনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হয় সবাই। এই শোভাযাত্রা অস্ত্র বিহীন ও শান্তিপূর্ণ ছিল।

নদীতে ঝাঁপ ছাত্রীর

নবদ্বীপঃ রবিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী রইল শতাধিক যাত্রী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়,যাত্রী বোঝাই নৌকা থেকে ভাগীরথী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে যাওয়া ঐ কলেজ ছাত্রীর নাম বর্ণালী দাস। বয়স আনুমানিক উনিশ।

Name Change

I. Bankim Roy S/o. Lt. Bishwanath Roy, aged about.- 48yrs, by Caste.- Hindu, residing at Vill.- Jayrampur, P.o. Dihibayra, P.S.-- Arambagh, Dist.- Hooghly, W.B., Pin. No.712413, do hereby solemnly affirm and declare as follows. That my actual name is Bankim Roy and my father's actual name is Lt. Bishwanath Roy, which has been correctly written and recorded in my Aadhaar card being no.-9394 8322 4148.2. As declared before the Ld. 1st Class Executive Magistrate, Arambagh, Hooghly.vide affidavit, Bankim Roy And Bapku Ray are the same and identical person.

Name Change

I Rahima Shaikh my Name has been wrongly Recorded my husband Nazir Shaikh Passport My name As Rahima Shaikh . Affidavit by Judicial Magistrate Ranage at Court . On 21-03-25 I Rahima Khatun (BIBI) Sekh and Rahima Shaikh is Same Person R/O VILL Panch Pota Paschim Para. P o- Babla Gobinda Pur P.S - Santipur Dist -Nadia

নাম পরিবর্তন

আমি Ratankumar Pal, Ratan Kumar Pal (পুরাতন নাম) পিতা Maniram Pal ঠিকানা 13, Nehru Colony, Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 02-04-2025 এর Affidavit no 54/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ratan Kumar Paul (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ratan Kumar Paul (নতুন নাম) ও Ratankumar Pal, Ratan Kumar Pal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Banasri Kundu (old name) W/O Satyabrata Sanjoy Kundu, residing at Saptarshi, P-1,VIP Road, Baguiati, Deshbandhunagar, Kolkata - 700059, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Banasri Kundu Baisya (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 03/04/2025. Banasri Kundu Baisya (new name) and Banasri Kundu (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ratankumar Pal alias Ratan Kumar Pal (Old Name) S/o Maniram Pal Residing at 13, Nehru Colony, Regent Park, District - Kolkata, Pin - 700040 West Bengal India shall henceforth be known as Ratan Kumar Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2025 Date 02-04-2025. Ratankumar Pal, Ratan Kumar Pal (Old Name) and Ratan Kumar Paul (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Sarju Yadav son of Chintaman Mahto, residing at 86, Rajdanga Chakraborty Lane, Kolkata-700107, West Bengal, declared that my name wrongly mentioned in my Driving Licence No. WB01 19950403996 as S Yadav instead of Sarju Yadav. That Sarju Yadav and S Yadav both are same and one identical person.

Name Change

I, Faruk Hossain Mondal (old name) son of Late Ambat Mandal, residing at Kapileswarpur, Paschimpolta, North 24 Parganas, Pin: 743247, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Faruk Hossain Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 05/04/2025. Faruk Hossain Mondal (old name) and Faruk Hossain Mandal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Arshad Reza (old name) son of Md Ali Reza, residing at 3/20, Narkeldanga Main Road, Kolkata-700011, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Asad Reza (new name) as declared before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide affidavit No. 4701 dated 10/05/2024. Md Arshad Reza (old name) and Md Asad Reza (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sahanaz Begum (old name) W/O Maqsood Ahmed, residing at 78 Dr sudhir Bose Road ps Ekbalpore kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Khairun Nessa (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 18/03/2025. Khairun Nessa (new name) and Sahanaz Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Maksud Ahmed (old name) S/O Md Ahmed, residing at 78 Dr sudhir Bose Road ps Ekbalpore kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Maqsood Ahmed (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 18/03/2025. Maqsood Ahmed (new name) and Maksud Ahmed (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Pradip Kumar Paul (old name) S/O Jitendra Nath Pal, residing at 2/2A, Nabin Kundu Lane, Amherst Street, Kolkata- 700009, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prodip Kumar Pal (new name) as declared before the notary public (Affidavit no 23) at kolkata, dated 03/04/2025. Prodip Kumar Pal (new name) and Pradip Kumar Paul (old name) both are same and identical person.

মালদহে রামনবমীর মিছিলে পুষ্পবৃষ্টি, একে অপরকে জড়িতে ধরে সম্প্রীতির বার্তা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৬ এপ্রিল ঃ রামনবমীর মিছিল এগিয়ে আসতেই শুরু হল পুষ্পবৃষ্টি। দু'পাশ থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানরা ফুল ছুঁ।তে থাকলেন। নিজে হাতে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন মিছিলে আগত রামভক্তদের। একে অপরকে জড়িতে ধরে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হল। রামনবমীর দিনে এই ছবি ধরা পড়ল মালদহ শহরে। বিভাজন নয়, এক হয়েই থাকতে চাই। এই বার্তাই দিলেন সকলে।
আগামি বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে হিন্দুত্ববাদের জোরালো সওয়াল তুলে প্রচার নেমেছেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা। রামনবমীকে ইস্যু করে আজ রবিবার সকাল থেকে মিছিল চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কোনও অশান্তির আবহ যাতে না তৈরি হয়, সেজন্য কড়া নজরদারি চলছে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও। রাস্তায় রাস্তায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। মালদহ জেলাতেও রামনবমীর মিছিল ঘিরে চলছে নজরদারি। কিন্তু এদিন সকালে মালদহ শহরে ধরাড়ল সম্প্রীতির ছবি। রামের মিছিলে

মিলে গেলেন রহিমরা। মালদহ শহরের মুসলিম কমিটি আটকোশী আঞ্জুমান আকবারিয়া ইসলামিয়ার সদস্যরা রামনবমীর মিছিলের আগতদের বুকে জড়িয়ে বরণ করে নিলেন। মালদহ শহরে রাস্তায় মিছিল আসার কিছু সময় পরেই শুরু হয় ফুলের বৃষ্টি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এলাকার সংখ্যালঘু মুসলমানরা। তাঁরাই ফুল ছড়াতে থাকলেন। মিছিলে সমবেত হওয়া রামভক্তদের মিষ্টিমুখ করানো হল। এদিন সকাল থেকে রোদের তেজও ছিল যথেষ্ট। ফলে মিছিলে পা মেলানো ব্যক্তিদের জন্য পানীয় জলের বোতলও রাখা ছিল। প্রত্যেকেকে সেই জলের বোতল বিতরণ করা হল। দুই সম্প্রদায়ের মানুষরা এদিন সকালে মিলে গেলেন। আনন্দে সামিল হলেন সকলে। এই প্রসঙ্গে একজন বলেন, স্বাগত জানানোর জন্যই এই আয়োজন করা হয়। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। সম্প্রীতি, শান্তির বার্তা দেওয়া হয় এদিন। অন্যজন বলেন, এটা পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ। আমাদের ভারতবর্ষকে টুকরো হতে দেব না। হিঃদু-মুসলমান ভাই-ভাই। মিছিলে সামিল হওয়া এক ব্যক্তিকে মিষ্টি খাইয়ে কিরণ হোসেন বলেন, ধর্ম যার যার, উসব সবার। দেশের পরিস্থিতি যেন শান্ত থাকে। সেজন্যই শান্তির বার্তা দেওয়া।
এই আপ্যায়ণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত মিছিলে আগত রামভক্তরা। মিষ্টিমুখ করে মনি রায় বলেন, খুবই ভালো লাগছে। এমনভাবেই একসঙ্গে থাকতে চাই। এত ভালো কোনওদিনও লাগেনি।

ভারতমালা প্রকল্পে নতুন চার লেনের জাতীয় সড়ক তৈরীতে জমি জট কাটছে না

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ এপ্রিল ঃ ভারতমালা প্রকল্পে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া মিলিয়ে প্রায় ১৪৩.৩ কিলোমিটার নতুন চার লেনের জাতীয় সড়ক তৈরী করা হবে। প্রকল্প রূপায়ণে দু'জেলার ন'টি ব্লকের ১৪২টি মৌজায় কমবেশি ১৮০ হেক্টর জমির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বিরোধীরা দাবি করছে, রাজ্যের তৃণমূল সরকারের জমি নীতির কারণেই কেন্দ্রের নানা প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারছে না। তবে শাসকদল বলছে, উন্নয়নমুখী প্রকল্পের বিরোধিতা কখনওই করা হয় না। কিন্তু জমির মালিকেরা যাতে ন্যায্য দাম পান, তা কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ দফতরকে দেখতে হবে। এই বিষয়ে পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো দাবি করছেন, 'রাজ্যের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই জন্য ভারতমালা প্রকল্প এ রাজ্যে প্রত্যাশিত গতি দেখা যাচ্ছে না। পুরুলিয়ার রাজ্য সরকার বা শাসকদল জমি অধিগ্রহণে কতটা সহযোগিতা করবে সন্দেহ রয়েছে বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন।'' এদিকে বাঁকুড়ার তৃণমূলের সাংসদ তথা দলের জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তী ও পুরুলিয়ার তৃণমূলের জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়ার দাবি, 'ভারতমালা প্রকল্পে জমি নিচ্ছে কেন্দ্র। জমির মালিকেরা যাতে বাজারমূল্য পান, তা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্যই দেখা প্রয়োজন।'' কেন্দ্র এই প্রকল্প করলেও জমি অধিগ্রহণ করবে দু'জেলার ভূমি অধিগ্রহণ দফতর। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এখন জমি অধিগ্রহণ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সবে অধিগ্রহণের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পুরুলিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি) রাজেশ রাঠোর জানালেন, 'কোন ব্লকের কোন মৌজার কতটা জমি অধিগ্রহণ করা হবে তা চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছে। জমি যাচাই করে গেজেট নোটিফিকেশনের পরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পেরিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে জমির দাম স্থির করতে হয় দফতরকে।' সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলায় গত দু'-তিন বছরে জমি কী দরে বিক্রি হয়েছে, সেই তথ্য জোগাড় শুরু করেছে ভূমি দফতর। জমি অধিগ্রহণ প্রাথমিক পর্যায়ে হলেও কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ দফতরের এই প্রকল্পে রাজ্যের শাসকদলের সহযোগিতা চাইছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি বিজেপি। তবে তাদের আশঙ্কা এক্ষেত্রেও তৃণমূলের জমি নীতি বাধা হতে পারে। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, 'ভারতমালা প্রকল্প হলে শুধু দুই জেলা নয়, সামগ্রিক ভাবে দক্ষিণবঙ্গের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। তবে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের জমি অধিগ্রহণ নীতির কারণেই ছাতনা-মুকুটমনিপুর রেলপথ আটকে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রেও কোনও প্রশাসনিক জটিলতা না তৈরি করা হয়।'' বাঁকুড়ার সাংসদের আশ্বাস, 'ভারতমালা প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকার ও প্রশাসন সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছে ও করবে। তবে একটাই দাবি, ন্যায্য মূল্য দেওয়া দরকার। এবং কাউকেই বঞ্চিত করা যাবে না।'' বিজেপির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো মনে করছেন, জেলার সার্বিক উন্নয়নে জমি মালিকেরা স্বেচ্ছায় জমি দেবেন। তৃণমূলের কোনও উস্কানি বা কৌশল এক্ষেত্রে কোনও কাজে লাগবে না। শাসকদলের জেলা সভাপতি সৌমেনের মতে, কেন্দ্র বাজারের দামে জমির নিলে অধিগ্রহণে সাহায্য করা হবে। না হলে প্রতিবাদ।

নাবালিকাকে কিডন্যাপ করে ধর্ষণ, চরম শাস্তি দিল আদালত

পুরুলিয়া, ৬ এপ্রিল ঃ ঘটনাটি ২০২০ সালের। পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা। ডিসেম্বর মাসে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁর খোজ পাওয়া না যাওয়ায় পরিবারের লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। নাবালিকাকে অপহরণ। পরে ধর্ষণের অপরাধে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জেলা আদালত।
পুলিশ তদন্ত শুরু করে। নিখোঁজ হওয়ার পিছনে পুরুলিয়া শহররের এক বাসিন্দার যোগ পাওয়া যায়। এরপর পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। প্রায় ১০দিন পর ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে নাবালিকা সহ অভিযুক্তকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণ (পক্সো) ধারায় মামলা রুজু করে সদর থানার পুলিশ। সেই মামলার শনিবার রায় দান করেন পুরুলিয়া জেলা আদালত। শুক্রবার অভিযুক্তকে আইপিসি ধারায় দোষী সাবস্ত করা হয়। শনিবার রায় ঘোষণা করে আদালত। অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে ১ বছর জেল। পাশাপাশি নাবালিকার পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয় আদালত।

আবারো হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল একজনের,আহত দুই

৬ এপ্রিল ঃ রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি অপালচাঁদ রেঞ্জের ক্রান্তি ব্লকে। ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকাবাসী রফিকুল আলম জানান, আজ এলাকার তিন জন জঙ্গলে গিয়েছিল জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে,সেই সময় একটি হাতি ছুটে এসে আক্রমণ করলে মৃত্যু হয় সোফিয়ার রহমান (৫০). ওপর দুই মহিলাকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গতকালই এই আপাল চাঁদ রেঙ্গেই এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল হাতির আক্রমণে।

বাড়িতে তালা মেরে বেপাত্তা স্বামী, বন্ধ মোবাইলও, থানায় স্ত্রী!

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৬ এপ্রিল ঃ বাড়িতে তালা মেরে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে স্বামী। সংসার করতে চেয়ে তপন থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্ত্রী। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার মাঝিখণ্ডার ঘটনা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তপন থানার মাঝিখন্ড এলাকার ইয়াস কুরুনি ও গঙ্গারামপুর থানার চালুনের বাসিন্দা শারমিন খাতুনের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে চালুনে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন ইয়াস কুরুনি। তবে মাস ছয়েক আগে ওই ব্যক্তি তপনের মাঝিখণ্ডায় নিজের বাড়িতে চলে আসেন স্ত্রীকে নিয়ে। শুক্রবার শারমিন খাতুন বালুরঘাটে এসেছিলেন। পরে বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখেন গেটে তালা লাগানো। এমনকি মোবাইলের সুইচ অফ। দীর্ঘ কয়েকঘন্টা বাইরে অপেক্ষা করেন। কিন্তু স্বামী না আসায় রাতে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। শনিবার সকালে ফের শ্বশুরবাড়ি আসেন তিনি। এদিনও একই অবস্থা দেখে বাইরেই অপেক্ষা করেন। তবে স্বামী ছেড়ে চলে গিয়েছে এই সন্দেহে ওই মহিলা এদিন তপন থানার দ্বারস্থ হন। শারমিন খাতুন জানান, পণ বাবদ তার স্বামী ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। তবে তার বাবা ১৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। বাকি টাকা জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এখন মনে হচ্ছে হাতে পাওয়া পনেরো লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর স্বামী পালিয়ে গিয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে চেয়ে অবশেষে থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর কোনও উপায় ছিল না।

রামনবমীতে বীরভূমে সম্প্রীতির চিত্র

বীরভূম, ৬ এপ্রিল ঃ বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইয়ে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সম্প্রীতির ছবি। রামনবমীর মিছিলে রাম ভক্তদের হাতে লাড্ডু এবং জলের বোতল তুলে দিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদিকে রামনবমীর অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য কাজল শেখের হাতে উপহার স্বরূপ তুলে দেওয়া হলো ত্রিশূল ও জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা। উপহার পেয়ে আপ্লুত কাজল শেখ।

গাইঘাটায় চললো গুলি, আহত এক

গাইঘাটা, ৬ এপ্রিল ঃ গাইঘাটার কৃষ্ণনগর এলাকায় রামনবমীর সকালে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি। জানা গেছে, আহতের নাম আশুতোষ বিশ্বাস। জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে আশুতোষ স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। এদিন বড়া বকুলতলা এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুবরাজপুরে একসঙ্গে পা মেলাল তৃণমূল ও বিজেপি

দুবরাজপুর, ৬ এপ্রিল ঃ শোভাযাত্রায় সম্প্রীতির ছবি। দুবরাজপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় একসঙ্গে হাঁটলেন তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা। দুবরাজপুরের রাম-সীতা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় রামনবমীর শোভাযাত্রা। তাতে হাঁটেন বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা, ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক, বিজেপির দুবরাজপুর শহর সভাপতি-সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। আর তৃণমূলের তরফে ছিলেন জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি, দুবরাজপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রমুখ।

রামের রূপ চিনিয়ে দিতে অভিনব উদ্যোগ বালুরঘাটে

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৬ এপ্রিল ঃ ধর্ম যার যার, উৎসব সবার- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তায় যখন গোটা রাজ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বানে একজোট, তখনই কিছু রাজনৈতিক শক্তি শ্রী রামচন্দ্রের নামকে ব্যবহার করে বিভাজনের রাজনীতি করতে তপর হয়েছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে শিশুদের মনেও। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। ওয়ার্ডের প্রতিটি শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হল একটি বিশেষ শিশুতোষ বই-ছবিতে রামচন্দ্র, যাতে তাঁরা রামের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারে। প্রদীপ্তাদেবীর বক্তব্য, রামচন্দ্র কোনওদিন বিভেদের কথা বলেননি। তিনি ছিলেন প্রজাবসল, সহিষ্ণু, মানবিক এবং সত্য ও ধর্মের পথের পথিক।

পরকীয়ায় মগ্ন স্ত্রীকে মেরে থানায় ফোন, পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার স্বামী, চাঞ্চল্য বাগদায়

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ৬ এপ্রিল ঃ স্ত্রীকে সন্দেহ করে তাকে কুড়ুল দিয়ে কুপালো তার স্বামী। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনর বাগদার। পুলিস সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে ভিডিও কলে ওই মহিলাটি অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়েছে, সেই সন্দেহে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে 'খুন' করল স্বামী! শুধু তাই নয়, নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই ব্যক্তি। তবে তার আগে নিজেই ফোন করে থানায় খুনের কথা জানিয়েছিল ওই ব্যক্তি। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার কোলাগ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অর্পিতা বিশ্বাস (২৮)। ওই ব্যক্তিকে পরে পাকড়াও করে স্থানীয়রা। পরে পুলিশ প্রসেনজিৎ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর সাতেক আগে অর্পিতার সঙ্গে বাগদার কোলাগ্রামের বাসিন্দা প্রসেনজিতের বিয়ে হয়েছিল। তাদের পাঁচ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। অর্পিতা সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বানাতেন। সেই সূত্রে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় বলেও খবর। রাতের দিকে প্রায়ই অর্পিতার মোবাইলে ফোন আসত বলে অভিযোগ। স্বামী প্রসেনজিৎ সে সব পছন্দ করতেন না। অর্পিতার

প্রতি ক্রমে সন্দেহও বাড়তে থাকে। বিষয়টি নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। তারই মধ্যে অর্পিতা মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যেতেন। ফিরতেন রাত করে। এমন অভিযোগও উঠেছে। প্রসেনজিতের সন্দেহ, স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে পরিবারের মধ্যে অশান্তি চরমে পৌঁছয়। আজ রবিবার সকালে অর্পিতা রান্না ঘরে কাজ করছিলেন। সেসময় স্ত্রীকে ভিডিওকলে কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রসেনজিৎ। সন্দেহে কুড়ুল নিয়ে এসে স্ত্রীকে কোপাতে থাকে সে। ঘটনাস্থলে মারা যান অর্পিতা। এরপর থানায় নিজেই ফোন করে স্ত্রীকে খুনের কথা জানায়। এরপর প্রসেনজিৎ গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। খুনের কথা জানাজানি হতেই এলাকার বাসিন্দা সেখানে পৌঁছে যায়। তাঁরাই প্রসেনজিৎকে আটকে রাখেন। বাগদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রসেনজিতের বৃদ্ধা মা গোটা ঘটনায় স্তম্ভিত। সন্দেহের বশে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবতে পারছেন না প্রতিবেশীরাও।

বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে একই মিছিলে দেখা গেল তৃণমূলের তাবড় নেতাকেও

দুবরাজপুর, ৬ এপ্রিল ঃ রাজনীতিতে যুযুধান, রামনবমীতে একসঙ্গে! বীরভূমের দুবরাজপুরে দেখা গেল বেনজির ছবি। বিজেপি বিধায়কের সঙ্গেই মিছিলে তৃণমূলের তাবড় তাবড় নেতাদের। একসঙ্গে হাঁটলেন বিজেপি তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা। একই মিছিলে পা মেলালেন বিজেপি বিধাযক্ অনুপ কুমার সাহা, দেখা গেল জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়কে। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা জেলার রাজনৈতিক মহলে।
এদিন দুবরাজপুরের রাম সীতা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় রামনবমীর শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে জয় শ্রীরাম সেবা সমিতি। শোভাযাত্রা রাম সীতা মন্দির প্রাঙ্গন থেকে দুবরাজপুর শহর পরিক্রমা করে পন্ডিতপুর মোড় পর্যন্ত যায়। সেখানেই বিজেপি ও তৃণমূল দুই শিবিরের প্রচুর লোকজনকে একসঙ্গে পা মেলাতে দেখা যায়। বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা ছাড়াও ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী, বিজেপির দুবরাজপুর শহর সভাপতি দেবজ্যোতি সিংহ-সহ অন্যান্য

নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে মলয় মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ছিলেন দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পাণ্ডে, শহর বিজেপির কার্যকরী সভাপতি অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য কাউন্সিলর নেতা-কর্মীরা। মলয় মুখোপাধ্যায় বললেন, রাম নবমী তো সবার উৎসব। আমাদের নেত্রী বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা মনে করি সবাই আমরা একসঙ্গে থাকব। এখানে কোনও ধর্ম নেই। এখানে কোনও রাজনীতি নেই। বিজেপি বিধায়ক অনুপ কুমার সাহা বলেন, রাম সকলের। রাম নবমীতে রাজনীতি না করে রামকে শ্রদ্ধ জানিয়ে বাংলা যেভাবে রামময় হয়েছে তাতে বোঝা হচ্ছে সকলের দেরিতে হলেও ঘুম ভেঙেছে।

রামনবমীতে সৌজন্যের ছবি রায়গঞ্জে, মিছিলের মাঝে তৃণমূল জেলা সভাপতিকে প্রণাম বিজেপি সাংসদের

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ এপ্রিল ঃ রামনবমী ঘিরে অশান্তির আশঙ্কা ছিল। তা রুখে দিতে সবরকমভাবে প্রস্তুতি ছিল পুলিশেরও। সারাদিন নির্বিঘ্নেই কেটেছে এই দিনটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে শোভাযাত্রা, মিছিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রামনবমী উদযাপিত হয়েছে রাজ্যজুড়ে। ছোট-বড় অশান্তির কোনও খবরও মেলেনি। তবে এসবের মাঝেই রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি সামনে এল। রামের নামে মিলে গেল তৃণমূল, বিজেপি। মিছিলের মাঝে দেখা হতেই রায়গঞ্জে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা এলাকার দাপুটে নেতা কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল! পরিয়ে দিলেন উত্তরীয়। চব্বিশের লোকসভা ভোটে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থেকে প্রার্থী নিয়ে বিস্তর সমস্যায় পড়েছিল গেরুয়া শিবির। প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম ভাবা হলেও সেখান থেকে একজনকে নির্বাচনী ময়দানে নামানোর ক্ষেত্রে বিস্তর ভাবতে হয়েছিল বিজেপিকে। শেষমেশ তরুণ

প্রার্থী কার্তিক পালের উপরই ভরসা রাখা হয়। নেতৃত্বের ভরসা যোগ্য জবাবও দিয়েছেন তিনি। রায়গঞ্জ থেকে তৃণমূলের কৃষ্ণ কল্যাণীকে হারিয়ে জিতেছেন। যার জেরে এবারও উত্তরবঙ্গের এই আসনটি দখলে আসেনি রাজ্যের শাসক শিবিরের। তবে গেরুয়া শিবিরের জনপ্রতিনিধি হলেও শোনা যায়, এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তেমন বিরোধে জড়াননি কার্তিক পাল। রামনবমীতে সেই বিরোধহীনতার ছবিই দেখা গেল। রবিবার রায়গঞ্জ শহরে একদিকে কার্তিক পালের নেতৃত্বে মিছিল চলছিল। অন্যদিক থেকে রামের নাম নিয়ে শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা ইসলামপুরের পুরচেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। মাঝপথে তাঁদের দেখা হয়। বিজেপি সাংসদ কার্তিক পাল এগিয়ে এসে কানাইয়ালাল আগরওয়ালের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। পরিয়ে দিলেন খাদির উত্তরীয়। সৌজন্য খামতি রাখেননি কানাইয়ালালও। অনুজ কার্তিককে নমস্কার করে উত্তরীয়ও গ্রহণ করেছেন হাসিমুখে। কিছু কথাবার্তাও হয়েছে তাঁদের মধ্যে। রামনবমীর দিনে এহেন সৌজন্যের ছবি দেখে আপ্লুত মিছিলে যোগ দেওয়া জনতা। বলছেন, এটাই বাংলা, সম্প্রীতির বাংলা।

অবশেষে সাফ-সাফাই শুরু হল সোনাঝুরিতে

দুরন্ত বার্তা, সোনাঝুরি, ৬ এপ্রিল ঃ অবশেষে সোনাঝুরি এলাকায় সাফ-সাফাই অভিযান শুরু করলেন বনকর্মীরা। একে দেরিতে হলেও হুঁশ ফিরল বলে মত প্রকাশ করেছেন পরিবেশকর্মীরা। সোনাঝুরি হাটে দোল খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা উঠতেই দোল উৎসব উপলক্ষে সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন অজস্র পর্যটক ও স্থানীয় মানুষজন। দোল পালন করতে গিয়ে চলে দেদার রং খেলা, খাওয়া-দাওয়া। গাছে আবির লাগানো, চারা গাছ নিধন, পরিবেশ দূষণ চলেছিল প্রায় প্রকাশ্যেই। কিন্তু দোল উৎসব পেরিয়ে গেলেও সোনাঝুরি খোয়াই হাট পরিস্কার করতে বন দফতর বা হাট কমিটি কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। তা নিয়ে দেদার সমালোচনাও শুরু হয়। এরপরই রবিবার বনকর্মীদের শালবন এলাকায় সাফাই অভিযানে নামতে দেখা যায়।
দোলের আগেই সোনাঝুরি এলাকায় রং খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বন দফতর। পরে হঠাতই তা তুলে নেওয়ায় সমালোচনাও হয়। এ দিনের অভিযানে ছিলেন বোলপুরের রেঞ্জ অফিসার জ্যোতিষ বর্মন। তিনি বলেন, দোল উৎসব উপলক্ষে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছিল সোনাঝুরিতে। তাতে বেশ কিছুটা নোংরা আবর্জনা জমেছিল। তাই হাটকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আজ থেকেই অভিযান শুরু করা হয়েছে।'' তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে এই অভিযান চলবে। এক পরিবেশকর্মী বলেন, পরিস্কার করা কোনও কৃতিত্ব নয়। এটা অপকর্মকে ঢাকা দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। পরিবেশ দূষিত হলে তাদের ক্ষতি হবে।

দহন জ্বালা মেটাতে আসছে বৃষ্টি! ভিজবে কোন কোন জেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিল ঃ গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে আসছে বৃষ্টি। আগামী ৫ দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায়ও হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তাপপ্রবাহের কোনও সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির ফলে কিছুটা হলেও তাপমাত্রা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার দুই ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলার কোথাও কোথাও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে, যার বেগ ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার হতে পারে। উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতেও শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৫ দিনে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকবে। আজ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আজ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবার কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫-র কাছাকাছি থাকতে পারে। তাপমাত্রা ২৭-এর কাছাকাছি থাকবে। শহরের বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাধিক ৯০ এবং ন্যূনতম ৫৭ থাকতে পারে।

তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে ৮,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে ৮,৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন রেল ও সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উসর্গ করেছেন। এর আগে, তিনি ভারতের প্রথম উল্লম্ব উত্তোলন সমুদ্র সেতু - নতুন পাম্বান রেল সেতু উদ্বোধন করেন এবং সড়ক সেতু থেকে একটি ট্রেন এবং একটি জাহাজকে পতাকা প্রদর্শন করেন এবং সেতুর কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন। তিনি রামেশ্বরমের রামানাথস্বামী মন্দিরে দর্শন ও পূজাও করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে শ্রী মোদী বলেন যে আজ শ্রী রাম নবমীর শুভ উপলক্ষ। তিনি বলেন যে আজ সকালে, সূর্যের ঐশ্বরিক রশ্মি অযোধ্যার মহ রাম মন্দিরে রাম লালাকে বিশাল তিলক দিয়ে সজ্জিত করেছিল। ভগবান শ্রী রামের জীবন এবং তাঁর রাজত্বকাল থেকে সুশাসনের অনুপ্রেরণা জাতি গঠনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তিনি বলেন। তামিলনাড়ুর সঙ্গম যুগের সাহিত্যেও ভগবান শ্রী রামের উল্লেখ রয়েছে, তিনি পবিত্র ভূমি রামেশ্বরম থেকে শ্রী রাম নবমী উপলক্ষে সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।আজ রামানাথস্বামী মন্দিরে প্রার্থনা করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, শ্রী মোদী বলেন, এই বিশেষ দিনে তিনি ৮,৩০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প হস্তান্তর করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই রেল ও সড়ক প্রকল্পগুলি তামিলনাড়ুতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগের জন্য তিনি তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনন্দন জানান।রামেশ্বরম হল ভারতরত্ন ডঃ কালামের ভূমি, যার জীবন দেখিয়েছে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা একে অপরের পরিপূরক, প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন পাম্বান সেতু থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের মিলনের প্রতীক। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে হাজার হাজার বছর পুরনো এই শহরটি এখন একবিংশ শতাব্দীর একটি প্রকৌশল বিস্ময়ের দ্বারা সংযুক্ত। তিনি ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মীদের তাদের নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে এই সেতুটি ভারতের প্রথম উল্লম্ব লিফট রেলওয়ে সমুদ্র সেতু, যার তলদেশে বড় জাহাজ চলাচল করতে পারে এবং দ্রুত ট্রেন ভ্রমণ সম্ভব করে। তিনি আজ সকালে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা এবং একটি জাহাজকে পতাকা উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেন এবং এই অসাধারণ প্রকল্পের জন্য তামিলনাড়ুর জনগণকে অভিনন্দন জানান।এই সেতুর চাহিদা বহু দশক ধরে অব্যাহত ছিল বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন যে, জনগণের আশীর্বাদে এই কাজ সম্পন্ন করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে পাম্বান সেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের সহজতা এবং ভ্রমণের সহজতা উভয়কেই সমর্থন করে, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে নতুন ট্রেন পরিষেবা রামেশ্বরম থেকে চেন্নাই এবং দেশের অন্যান্য অংশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। তিনি আরও বলেন যে এই উন্নয়ন তামিলনাড়ুতে বাণিজ্য ও পর্যটনকে উপকৃত করবে, পাশাপাশি তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করবে।গত ১০ বছরে ভারত তার অর্থনীতির আকার দ্বিগুণ করেছে, উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই দ্রুত প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হল দেশের অসাধারণ আধুনিক অবকাঠামো। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে গত দশকে রেল, রাস্তা, বিমানবন্দর, বন্দর, বিদ্যুৎ, জল এবং গ্যাস পাইপলাইনের মতো অবকাঠামোর জন্য বাজেট প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ, সারা দেশে মেগা প্রকল্পগুলি দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তিনি উল্লেখ করে বলেন যে উত্তরে, জম্মু ও কাশ্মীরের চেনাব সেতু, বিশ্বের অন্যতম উঁচু রেল সেতু নির্মিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে পশ্চিমে, মুম্বাই এখন দেশের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু, অটল সেতুর আবাসস্থল। তিনি আরও বলেন যে, পূর্বে আসামের বগিবিল সেতু অগ্রগতির প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে দক্ষিণে, বিশ্বের কয়েকটি উল্লম্ব লিফট সেতুর মধ্যে একটি, পাম্বান সেতু সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরগুলি সমাপ্তির কাছাকাছি।

দীর্ঘ সময়ের বন্ধুত্ব ও অগণিত স্মৃতির ফসল

রোহিতের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন ফাঁস কোহলির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ব্রাদার ফ্রম অ্যানাদার মাদার...এ কথা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার জন্য বলা যায়? ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মতে এ কথা বলাই যায়। তাঁরা যেন, এক আত্মা অভিন্ন হৃদয়। ২২ গজে শাসন করেন দু'জনই। ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে দু'জনের। আইপিএলেও তাঁরা দীর্ঘ সময় নিজ নিজ ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ক্যাপ্টেন্সির ব্যাটন সামলেছেন। বিরাট, রোহিত একে অপরকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। মাস খানেক আগেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় দলকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন রো-কো জুটি। আর এ বার আইপিএলে তাঁরা প্রতিপক্ষ। এ মরসুমে প্রথম বার মুখোমুখি হবে আরসিবি ও মুম্বই। তার আগে রোহিতের সঙ্গ সম্পর্ক নিয়ে অকপট বিরাট। ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে খেলতেন বিরাট। আর মুম্বইয়ের হয়ে দেখা যেত রোহিতকে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির পর বিরাট-রোহিতকে যথাক্রমে দিল্লি ও মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে দেখা গিয়েছিল। আইপিএলে রোহিতের টিম মুম্বই। আলাদা করে তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ মুম্বইকে এক, দুই নয়, মোট পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছেন রোহিত। আইপিএলে গত ১৭টা মরসুম বেঙ্গালুরুতেই খেলেছেন বিরাট। এ বারও তাঁর ঠিকানা আরসিবি। ট্রফি কি আসবে আরসিবিতে? বিরাট মনে প্রাণে সেটাই চাইছেন। আবার

ফেরা যাক রো-কো জুটিতে। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে রোহিতের অভিষেক হয় ২০০৭ সালে। এক বছর পর জাতীয় দলে পা রাখেন বিরাট। এরপর কেটে গিয়েছে ১৭টি বছর। রোহিত, বিরাট জুটিতে ভারতকে একাধিক ম্যাচ জিতিয়েছেন। আইপিএলের মঞ্চে রোহিতকে উল্টোদিকে দেখার আগে বিরাট জানিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্ক, বন্ধুত্বর কথা। আরসিবির শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে বিরাট বলেন, ''একে অপরকে আমরা খুব সম্মান করি। সব সময় নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিই। বরাবর আমরা দু'জন দু'জনের কাছ থেকে শিখি। আমাদের কেরিয়ার একই সময়ে এগিয়েছে। আসলে কারও সঙ্গে এতগুলো বছর ধরে খেললে এমনটাই হবে।'' বিরাট কোহলির পর জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়েছেন রোহিত। তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে একাধিকবার নানা জল্পনা ছড়িয়েছে। আর তাঁরা বারবার বলে এসেছেন, একে অপরকে বিশ্বাস করেন। বিরাটের কথায়, ''আমরা খেলার সময় বরাবর নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলি। রোহিত ক্যাপ্টেন হলেও আমার সঙ্গে আলোচনা করে। আর বেশির ভাগ সময় আমাদের মতের মিলই হয়। একে অপরকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। আসলে আমরা দু'জনই দলের স্বার্থের কথা বরাবর ভাবি। তাই এটাও জানি যে, আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, দলের কথা ভেবেই নেব।'' দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে জাতীয় দলের হয়ে একসঙ্গে খেলছেন বিরাট-রোহিত। কোহলির মতে, তাঁরা দু'জন কখনও ভাবেননি এতটা সময় একসঙ্গে তাঁরা দেশের জার্সিতে খেলবেন। কিং কোহলি বলেন, ''আমরা একসঙ্গে খেলা বরাবর উপভোগ করি। যেমনটা বলেছি, আবারও বলব আমরা ভাবতেই পারিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ভারতের হয়ে খেলতে পারব। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আমরা যে ভাবে খেলেছি, তাতে খুশি। প্রচুর স্মৃতি তৈরি হয়েছে। আশা করছি আগামীতেও হবে।'' আইপিএলে বিরাট-রোহিত প্রতিপক্ষ শুধুই ম্যাচের সময়। এছাড়া তাঁরা ওই যে শুরুতেই বললাম, হরিহর আত্মা। একথা ঘোরাফেরা করে দুই সুপারস্টারের অনুরাগীদের মুখে।

কেকেআর প্রাক্তনী জাতীয় দলের কোচের প্রশংসায় লোকেশ রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিলঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক। চেন্নাই দুর্গে অনবদ্য জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন লোকেশ রাহুল। দিল্লি ক্যাপিটালসে এ বারই যোগ দিয়েছেন। নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। জাতীয় দলের অনেক সতীর্থই রয়েছেন। দিল্লির জার্সিতে প্রথম ম্যাচে অবশ্য খেলা হয়নি রাহুলের। পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন কিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুল। দিল্লির জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পাঁচ বলে ১৫ রানের আক্রমণাত্মক ইনিংস খেলেন। সিএসকে-র বিরুদ্ধে একটি পরিণত ইনিংস খেলেন। সানরাইজার্স এবং চেন্নাই ম্যাচের পরিবেশ পরিস্থিতি পুরোপুরি আলাদা ছিল। পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়েছেন। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ৩০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং। আবার চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তুলনামূলক মন্থর। রাহুলের ৫১ বলে ৭৭ রানের ইনিংসের সৌজন্যে চেন্নাই সুপার কিংসকে ২৫ রানে হারিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ে উন্নতি, দ্রুত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে

নেওয়ার ক্ষেত্রে রাহুল কৃতিত্ব দিয়েছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে। চিপকে ৫১ বলে ৭৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে ছয়টি চার এবং তিনটি ছয়। যার ফলে দিল্লি ১৮৩ রান করে। ১৫ বছর পর চেন্নাইয়ের মাঠে জিতেছে দিল্লি। এ মরসুমে দিল্লির জয়ের হ্যাটট্রিক। একটি ভিডিয়ো বার্তায় দিল্লির মেন্টর কেভিন পিটারসেনকে রাহুল বলেন, ''গত এক বছর ধরে সাদা বলের খেলায় সত্যিই কঠিন পরিশ্রম করেছি। অভিষেক নায়ারকে অনেক ধন্যবাদ। উনি ভারতীয় দলে আসার পর থেকে আমি অনেক বিষয়েই কাজ করেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অভিষেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এই ফরম্যাটে কীভাবে আরও উন্নতি করতে পারি তা নিয়ে কথা বলেছি। কোথাও না কোথাও আমি সাদা বলের ক্রিকেটে মজা ফিরে পেয়েছি।''

'হাতে আর দশ মাস সময়'

লাগাতার ব্যর্থতার মধ্যে অবসর নিয়ে বড়সড় ইঙ্গিত ধোনির

চেন্নাই, ৬ এপ্রিলঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন আগেই। আইপিএলে এখনও সক্রিয় এমএস ধোনি। তেতাল্লিশে পা দিয়েছেন। ব্যাটিং অর্ডারে কখনও সাতে, কখনও নয়ে নামছেন। একদা বিশ্বক্রিকেটের অন্যতম ফিনিশারের কেরিয়ার আপাতত অস্তাচলে। এই আবহে ক্রমশ তলানিতে ঠেকা একের পর এক পারফরম্যান্সের জেরে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন-আর কত দিন? ঠিক কত দিন নিজেকে বয়ে বেড়াবেন মাহি? তারপর চিরতরে তুলে রাখবেন ব্যাট? এই নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক জমেছে। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং সাফ জানিয়েছেন, তিনি ধোনির কেরিয়ার নিয়ে শেষ কথা বলার কেউ নন। নিজের অবসর নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত একমাত্র ধোনিই নেবেন। অন্যদিকে গতকালই মুখ খুলেছেন জাতীয় দলে মাহির একদা সতীর্থ মনোজ তিওয়ারি। সাফ জানিয়েছেন, আজ নয়। দু'বছর আগেই ধোনির বাণপ্রস্থে চলে যাওয়া উচিত ছিল। এবার তর্ক-বিতর্ক, বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্যের মধ্যে সমস্ত ধোঁয়াশা আর

রহস্য পরিষ্কার করলেন এমএসডি স্বয়ং। জানালেন, খুব জলদি কেরিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এবং তার ঘোষণা করতে চলেছেন তিনি। সম্প্রতি ইউটিউবার রাজ শামানির পডকাস্টে অতিথির আসনে উপস্থিত হন ধোনি। সেখানে অবসর-জল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বলে দেন, ''আমি এক বছরের হিসেব মেপে আইপিএল খেলছি। এখন আমার বয়স তেতাল্লিশ বছর। আইপিএল শেষ হতে না হতেই চলতি বছরের জুলাইয়ে চুয়াল্লিশ ছোঁব। তাই আমার হাতে আর দশ মাস সময় রয়েছে। এরমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমি কি আরও এক বছর খেলব? সত্যি বলতে, এটা আর আমার সিদ্ধান্তও নয়। আমার শরীরই ঠিক করবে, আমি আর খেলা চালিয়ে যেতে পারব না পারব না।'' চলতি আইপিএলে নাগাড়ে ব্যর্থ হয়ে এসেছেন। উইকেটকিপার হিসেবে পুরনো অবতারে দেখা দিলেও ব্যাট হাতে রান পাননি ধোনি। ৪ ম্যাচে মাত্র একবার আউট হয়ে মাঠ ছাড়লেও একদা সুবিদিত 'ফিনিশার' তকমাও ধীরে ধীরে আবছায়া হতে শুরু করেছে। অনেক পরে নেমেও টিমকে জেতাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। যে কারণে প্রতিদিন জমে উঠছে অবসরের জল্পনা।

মুম্বই শিবিরে যোগ দিলেন বুমরাহ, আজই কি নামতে চলেছেন মাঠে?

মুম্বই, ৬ এপ্রিলঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে চোট পেয়েছিলেন। ভারতের তারকা পেসার এরপর থেকেই মাঠের বাইরে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁকে কোন ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে এই নিয়েও চূড়ান্ত ধোঁয়াশা ছিল। বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অব এক্সেলেন্স, যা আগে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেই রিহ্যাব চলছিল জসপ্রীত বুমরার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তারকা পেসারকে নিয়ে মাঝে শোনা যায়, তিনি ঠিক হয়ে উঠেছেন। তার মাঝেই খবর আসে রিহ্যাব পর্বে ফের সমস্যা দেখা দিয়েছে বুমরার। ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে মুম্বই পৌঁছলেও কোন ম্যাচ থেকে খেলতে পারবেন কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। আরসিবির বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে নামার আগে বুমরাকে নিয়ে বড় আপডেট মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হেড কোচ মহেলা জয়বর্ধনের। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এ মরসুমে চারটির মধ্যে মাত্র একটিতে জিতেছে মুম্বই

ইন্ডিয়ান্স। মরসুমের একমাত্র জয় এসেছে ঘরের মাঠে। কাল ওয়াংখেড়েতেই ফের নামছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচে কি জসপ্রীত বুমরা বনাম বিরাট কোহলি দ্বৈরথ দেখা যাবে? সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড কোচ মহেলা জয়বর্ধনে জানিয়ে দিলেন, এই ম্যাচ থেকেই পাওয়া যাবে বুমরাকে। পাওয়া যাবে মানেই তাঁকে খেলানো কি? মুম্বইয়ের হেড কোচ জয়বর্ধনের কথায়, ''ও খেলার জন্য প্রস্তুত। অনুশীলনও শুরু করছে। আরসিবি ম্যাচ থেকেই পাওয়া যাবে। গত রাতেই ও এসেছে। এনসিএ-তে দুর্দান্ত রিকোভারি হয়েছে। এ বার আমাদের টিমের ফিজিওরা ওকে দেখছে। বোলিংও করছে। সুতরাং, সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে বলাই যায়।'' বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ ম্যাচ অর্থাৎ সিডনি টেস্টে চোট পেয়েছিলেন বুমরা। আইপিএলে আজ আরসিবির বিরুদ্ধে বুমরার প্রত্যাবর্তন দেখার অপেক্ষায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকরাও।

শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ের নায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, মোদিকে বিশেষ অনুরোধ জয়সূর্যদের

কলম্বো, ৬ এপ্রিলঃ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে একটা সময় স্বর্ণযুগ ছিল। কিংবদন্তি সব ক্রিকেটার। বিশ্বের যে কোনও দলকেই টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে অবশ্য ভাটা চলছে। তবে ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়, শুধুমাত্র তাদের জন্যই নয়, বরং এশিয়া মহাদেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত ছিল। শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে ১৯৯৬ সালের বিশ্বজয়ী নায়কদের অনেকের সঙ্গেই দেখা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁদের সঙ্গে একটা সুন্দর মুহূর্ত কাটালেন। তেমনই শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটাররা প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিশেষ অনুরোধও করেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের এক্স হ্যান্ডলে সেই ছবিও পোস্ট করেছেন। শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ের নায়ক সনৎ জয়সূর্য, অরবিন্দ ডি'সিলভা, চামিন্ডা ভাস, রমেশ কালুবিথারানা, মারভান আতাপাত্তুদের পাশাপাশি কুমার ধর্মসেনাও রয়েছেন ছবিতে। শ্রীলঙ্কার সিনিয়র পুরুষ ক্রিকেট দলের হেড কোচ সনৎ জয়সূর্য দাঁড়িয়ে ঠিক প্রধানমন্ত্রী মোদির পাশেই। উপুল চন্দনা, রবীন্দ্র পুষ্পকুমারের মতো বিশ্বজয়ী দলের অন্যান্য সদস্যরাও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘসময় কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ভারতীয় ক্রিকেটে ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মকে এই

খেলার প্রতি উৎসাহিত করেছিল। ঠিক একই ভাবে ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ জয়, ক্রিকেট মানচিত্রে তাদের জায়গা উজ্জ্বল করেছিল, এই বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। শুধু তাই নয়, শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা সে সময় যে বিধ্বংসী ক্রিকেটটা খেলতেন, এর ফলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভাবনা আরও জোরালো হয়, সেটাকে কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যে দীর্ঘ এবং অটুট, অতীতের ঘটনা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কায় বোমা বিস্ফোরণের পরও খেলোয়াড়চিত মনোভাব এবং বন্ধুত্বের কারণেই শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় সন্ত্রাসবাদী হামলার পরও গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এটাই শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বন্ধুত্বের অন্যতম উদাহরণ, জানাতে ভোলেননি। শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি প্রাক্তন ক্রিকেটাররা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বিশেষ অনুরোধও করেছেন। শ্রীলঙ্কার উত্তারঞ্চল, বিশেষ করে জাফনায় উন্নত মানের ক্রিকেট মাঠ তৈরিতে মোদির সাহায্য চেয়েছেন জয়সূর্যরা। শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রতিক কালে তৈরি হওয়া আর্থিক সঙ্কটের সময় ভারত যে ভাবে পাশে থেকেছিল এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সে দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটাররা। প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভারত যে সর্বদা প্রস্তুত, শুধু শ্রীলঙ্কাই নয়, মায়ানমারের উদাহরণও তুলে ধরেন মোদি। সদ্য ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মায়ানমারের পাশে ভারত কী ভাবে দাঁড়িয়েছে, সেই উদাহরণও তুলে ধরেন।

জামশেদপুরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠতে চান মোহনবাগান কোচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ এপ্রিলঃ জামশেদপুরের মাঠে গিয়ে হেরে এসেছে মোহনবাগান। সোমবার নিজেদের ঘরের মাঠে দু'গোলের ব্যবধানে জিতে ফাইনালে উঠতে মরিয়া তারা। ম্যাচের আগের দিন সমর্থকদের কথা ভেবে দলকে জিততে মাঠ ছাড়ার অনুরোধ করলেন মোহনবাগানের কোচ হোসে মোলিনা। তাঁর মতে, ফাইনালে ওঠাই হবে সমর্থকদের জন্য আসল উপহার। মোলিনা বলেন, ''সমর্থকেরা অনেক কষ্ট করে খেলা দেখতে আসেন। ওদের জয়টা প্রাপ্য। গোটা মরসুমে আমাদের সমর্থন করেছেন ওঁরা। এত সমর্থকের সামনে খেলা চাপের। কিন্তু ওঁরাই আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন। জেতার জন্য আরও বেশি পরিশ্রম করার অনুপ্রেরণা দেন।''

প্রতিপক্ষ কোচের নাক টিপে ৩ ম্যাচ নিষিদ্ধ মরিনিও

ইস্তাম্বুল, ৬ এপ্রিলঃ জোসে মরিনিও যেখানে, বিতর্কের জন্ম সেখানে-বলা যায়, কথাটি এখন চিরন্তন সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই উদ্ভট সব কাণ্ড করে বসেন। ফেনেরবাচের কোচ হওয়ার পর থেকে তুরস্কেও তাঁকে নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সর্বশেষ গত বুধবার তুর্কি কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে গালাতাসারাইয়ের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে পড়ার পর মেজাজ হারিয়ে ফেলেন মরিনিও। অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে গালাতাসারাই কোচ ওকান বুরুকের নাক তাঁর দুই আঙুল দিয়ে টিপে ধরেন। আঘাত পেয়ে বুরুক সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে নাক ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এমন কাণ্ডের পর মরিনিও বড়সড় শাস্তি পেতে যাচ্ছেন, তা একরকম নিশ্চিত ছিল। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ধারণাটাই সত্যি হলো। মরিনিওকে ৩ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন। এ ছাড়া তাঁকে ২ লাখ ৯২ হাজার ৫০০ লিরা (তুরস্কের মুদ্রা) জরিমানা হয়েছে, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। মরিনিও সহকারী সালভাতোর ফোতিও পার পাননি। গালাতাসারাইয়ের এক খেলোয়াড়কে অপমান করার দায়ে ফোতিকে চার ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওকান বুরুকের নাক টিপে ধরাকে মরিনিওর অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ হিসেবে বিবেচনা করেছে তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, 'জোসে মরিনিও পরবর্তী তিন প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে দলের ড্রেসিংরুমে ও টাচলাইনে থাকতে পারবেন না।' ফেনেরবাচের পরের তিন ম্যাচ

ত্রাবজোনস্পোর, সিভাস্পোর ও কেইসেরিস্পোরের বিপক্ষে। এই তিন ম্যাচে দর্শক হয়ে থাকতে হবে মরিনিওকে। বুধবার রাতে ম্যাচ শেষে মরিনিওর বিরুদ্ধে বুরুককে শারীরিকভাবে আক্রমণের অভিযোগ এনেছিল গালাতাসারাই। ফেনেরবাচেও পাল্টা অভিযোগ আনে। ক্লাবটি দাবি করে, মরিনিও বুরুকের নাক টিপে দেওয়ার পর তিনি এমনভাবে অভিনয় করেছেন, যেন কেউ তাঁকে গুলি করেছেন। মরিনিওকে উত্তেজিত করতে বুরুক হাত দিয়ে অশোভন ইঙ্গিত করেন বলেও দাবি ফেনেরবাচ কর্তৃপক্ষের। তুরস্কের পেশাদার ফুটবল শৃঙ্খলা বোর্ড জানিয়েছে, বুরুকের আচরণকে (অশোভন ইঙ্গিত) উসকানিমূলক বিবেচনা করেই মরিনিওকে অপেক্ষাকৃত কম সাজা দেওয়া হয়েছে। ইস্তাম্বুলভিত্তিক গালাতাসারাই ও ফেনেরবাচে তুরস্কের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব। তাদের ঝামেলায় জড়ানো নতুন কিছু নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে তুর্কি সুপার লিগে মুখোমুখি লড়াই গোলশূন্য ড্র হয়। সেই ম্যাচের পর মরিনিওর বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ এনে ফৌজদারি মামলা করার হুমকি দেয় গালাতাসারাই। তখন থেকে দুই ক্লাবের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেছে। তবে ফেনেরবাচে সম্প্রতি জানিয়েছে, ইস্তাম্বুলের প্রধান কৌঁসুলির কার্যালয় মরিনিওর বিরুদ্ধে গালাতাসারাইয়ের ফৌজদারি অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। তুর্কি সুপার লিগের চলতি মরসুমে ২৮ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে গালাতাসারাই। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে মরিনিওর ফেনেরবাচে।

'পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্ধকার দিন'

লাহোর, ৬ এপ্রিলঃ ক্রিকেটাররা সকলে অর্থলোভী। তাঁদের লাগাতার খারাপ পারফরম্যান্সে জাতীয় ক্রিকেটে কালো দিন ঘনিয়ে এসেছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এই ভাষাতেই বাবর আজমদের তুলোধনা করলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি। বলেছেন, ''আমার চোখে এটা পাকিস্তান ক্রিকেটের কালো দিন। যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁদের জন্যও। আগে যখন ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার ইউনুসরা খেলতেন, তখন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা পা ঘোরাতে পারত না। এখন কমেন্ট্রিতে বসে আমাদের সমালোচনা করছেন।''

৬ ম্যাচ হাতে রেখেই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

প্যারিস, ৬ এপ্রিলঃ ফরাসি লিগ 'আঁ' শেষ হতে এখনো মাস দেড়েক বাকি। লিগে পিএসজির ম্যাচ বাকি আরও ৬টা। কিন্তু সেই ৬ ম্যাচে এখন শুধু নিয়মরক্ষার জন্য মাঠে নামবে পিএসজি। এরই মধ্যে যে লিগের শিরোপা জিতে গেছে তারা! টানা চতুর্থবারের মতো শিরোপা নিশ্চিত করতে গত রাতে অঁজের বিপক্ষে ড্র করলেই চলত পিএসজির। একের পর এক আক্রমণ করে লুইস এনরিকের দল ম্যাচটা জিতেছে ১-০ গোলে। আর তাতেই ম্যাচ শেষে প্যারিসে হলো শিরোপা-উৎসব। লিগে এই মরসুমে এখনো কোনো ম্যাচ হারেনি পিএসজি। ২৮ ম্যাচে ২৩ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৭৪। এক ম্যাচ কম খেলে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে মোনাকো। লিগ 'আঁ'-তে এটি পিএসজির ১৩তম শিরোপা, সর্বশেষ ১৩ আসরে পিএসজি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১১ বার! জয়ের ব্যবধানটা মাত্র ১ গোলের হলেও পুরো ম্যাচে একচ্ছত্র দাপট ছিল পিএসজির। বলের ওপর তাদের দখল ছিল ৮১.২, মোট ২০টি শট

নেয় প্রতিপক্ষের গোলমুখে। তবু প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি পিএসজি। গঞ্জালো রামোস ও ভিতিনিয়া খুব কাছাকাছি গিয়েও সুযোগ নষ্ট করেছেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৫৫ মিনিটে খিচা কাভারাস্কেইয়ার ক্রসে দারুণ এক ভলিতে জালের ঠিকানা খুঁজে পান ফরাসি ফরোয়ার্ড দেজিরে দোয়ে। ওটাই ব্যবধান গড়ে দেয় ম্যাচের। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবার আগে শিরোপা নিশ্চিত করে খুব স্বাভাবিকভাবেই খুশি পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। তাই বলে লিগের বাকি ম্যাচগুলোতে গা ছাড়া হতে চান না পিএসজি কোচ, ''এপ্রিলের শুরুতেই শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলাটা বলে দেয়, আমরা এই মরসুমে কত উঁচু মানে পৌঁছেছি। তবে এখনো কিছু ম্যাচ বাকি। আশা করছি অপরাজিত থেকেই মরসুমটা শেষ করতে পারব। ফ্রান্সে এর আগে এটা কোনো দল করতে পারেনি। এখন ওটাই আমাদের লক্ষ্য।'' লক্ষ্য নিশ্চয়ই আরও আছে এনরিকের। পিএসজিকে এই মরসুমে ট্রেবল জেতানোর দারুণ সুযোগ তাঁর সামনে। এরই মধ্যে ফরাসি কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর দল। ওদিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে দারুণ ফর্মে থাকা লিভারপুলকে হারিয়ে জায়গা করে নিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। এবার শেষ চারে যাওয়ার লড়াইয়ে পিএসজির প্রতিপক্ষে ইংল্যান্ডের অ্যাস্টন ভিলা। ওই দুটি টুর্নামেন্টেও নিশ্চয়ই শিরোপা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না এনরিকে।

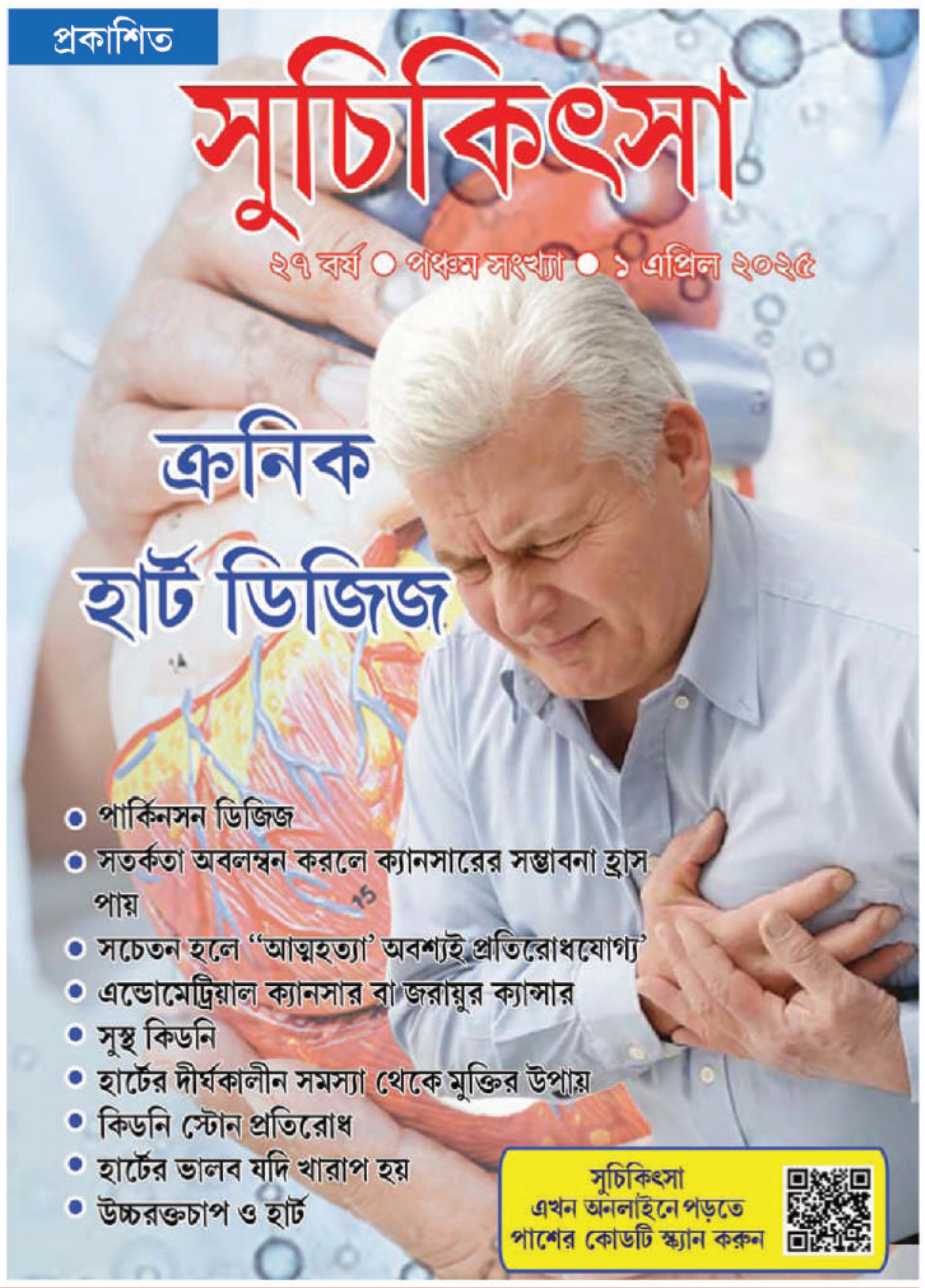

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com